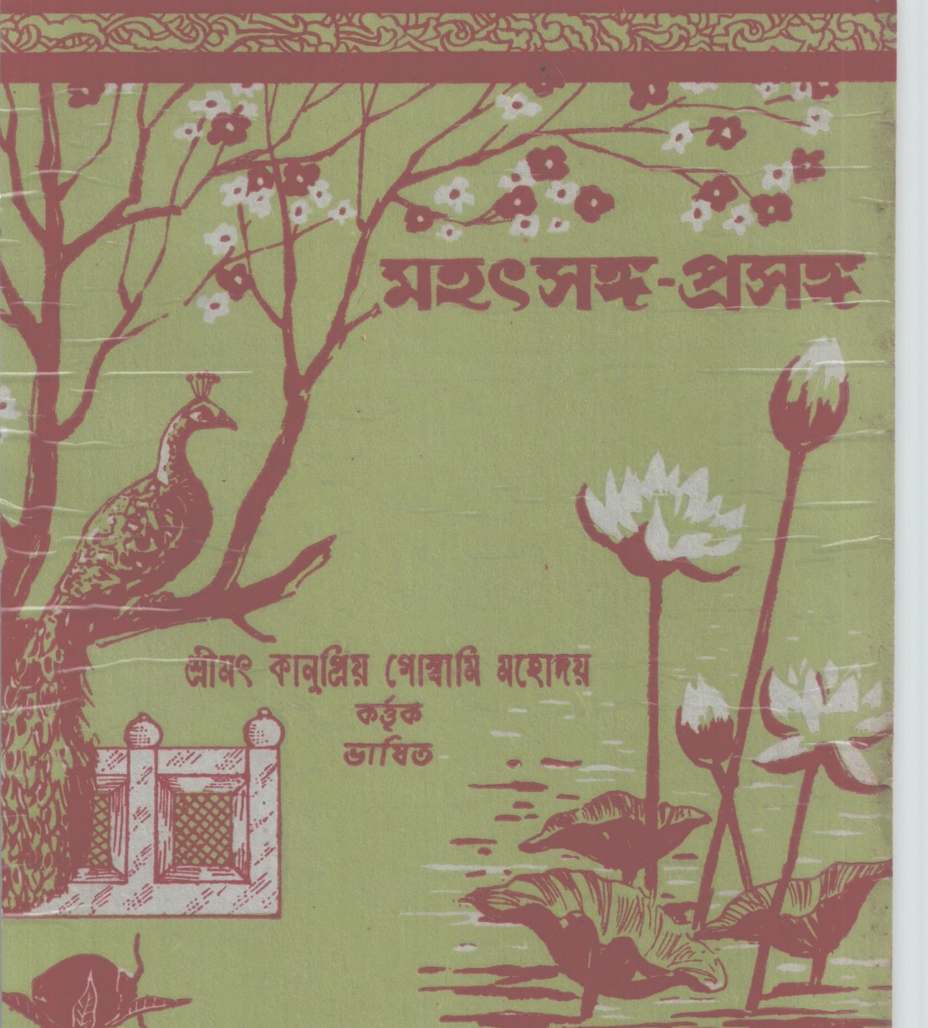

মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি মহোদয়
কর্ত্তৃক
ভাষিত

শ্রীগৌররায়দাস গোস্বামী
কর্ত্তৃক
সম্পাদিত

॥ সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্ ॥

মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ

শ্রীভাগবতী-বাণী গ্রন্থমালা—১ম মালিকা

মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামি মহোদয়
ভাবিত

শ্রীগৌররায়দাস গোস্বামী
কর্তৃক

প্রবন্ধাকারে সম্পাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৯৭

॥ সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্ ॥

প্রকাশক—
শ্রীকিশোররায় গোস্বামী
৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন,
পাইকপাড়া,
কলিকাতা-২

প্রথম সংস্করণ—১৩৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৯১

প্রধান প্রাপ্তিস্থান—

(১) শ্রীশ্যামরায় গোস্বামী
৩বি, গাঙ্গুলীপাড়া লেন,
পাইকপাড়া,
কলিকাতা-২

(২) **মহেশ লাইব্রেরী**
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা-৭৩

(৩) **ঢাকা ষ্টোর্স**
রাজার বাজার
নবদ্বীপ (নদীয়া)

(৪) শ্রীকিশোররায় গোস্বামী
শ্রীশ্রীগৌররায় সেবাকুঞ্জ
প্রাচীন মায়াপুর
নবদ্বীপ (জিলা—নদীয়া)

(৫) শ্রীগৌররায় গোস্বামী
সি. এন-৮৬ কোক ওভেন কলোনী
দুর্গাপুর—৭১৩২০২
জিলা বর্দ্ধমান

দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৯১

[আনুকূল্য—আট টাকা]

মুদ্রক—
সার্ভিস প্রিন্টার্স
৫৫|৬৪ কালিচরণ ঘোষ রোড
কলিকাতা-৫০

—উৎসর্গ—

তোমারি সৃজিত ফুলে
আমার এ মালা গাঁথা।
দিলাম তোমারি গলে
তোমার অমিয়া-কথা।

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌর-গোবিন্দেভ্যো নমঃ ॥

"এক বিন্দু ইহকাল —দুদিনে ফুরায়ে যেত।
পরকাল আছে তাই, জীবন বাড়িল এত'॥"

(শ্রীমৎ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামি মহোদয়-কৃত "প্রেমাশ্রু" হইতে)

প্রশস্তি

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে ॥
ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ ।
তদ্ধ্বাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ ॥
তদ্‌বাগ্বিসর্গো জনতাঘসংপ্লবো যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি ।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥
—(শ্রীমদ্ভাগবত, ১২।১২।৫০-৫২)

অনুবাদ

পবিত্রকীর্তি শ্রীভগবানের যশোগাথা পুনঃ পুনঃ কীর্তিত হয়েন যে কথায়,—সেই বাণীই রমণীয়, সেই বাণীই নব নব রূপে মনোহারিণী, সেই বাণীই নিত্য মহোৎসবদায়িণী এবং মানবগণের সকল শোকার্ণবের অপসারিণী—সান্ত্বনা বিধায়িণী। ৫০ ॥

বিচিত্র-শব্দ বিন্যসিত হইয়াও, যে বাক্যে শ্রীহরির ভুবন-পাবনী যশোগাথা কখনও বর্ণিত হয় না, তাহা বায়সতুল্য জনগণেরই যোগ্য, কিন্তু হংসতুল্য সাধুগণের বর্জনীয়। শ্রীহরির কীর্তন-মুখরিত কথা যাহা, তাহাই ভুবন-পাবন—নির্মল সাধুগণের পক্ষে বিহারদীর্ঘিকা। ৫১ ॥

প্রসাদগুণশূন্য হইয়াও যে রচনার প্রতিশ্লোকে ভগবান অনন্তের যশোদীপ্ত শ্রীনাম সকল বিরাজিত, সেই বাক্য জনগণের পাপরাশির অপসারক, সেই বাক্যই সাধুগণের অনুক্ষণ গ্রহণীয়, শ্রবণীয় ও কীর্তনীয় হয়েন—পরম আস্বাদনীয়রূপে। ৫২ ॥

জয়শ্রীশ্রীগৌররায়হরি

সম্পাদকীয় নিবেদন

শ্রীশ্রীগৌররায়হরির শুভেচ্ছা ও অপার করুণাকেই বর্তমান গ্রন্থের লোক-লোচন সমক্ষে প্রকাশ হইবার সর্বমূল কারণ বলিয়া মনে করি এবং এই অধম জনে তদীয় কৃপা বিশেষের জন্য, সর্ব প্রথম অশেষ প্রণতি নিবেদন করি—তদীয় সর্ব-কল্যাণ-নিধান—শ্রীচরণারবিন্দে।

এই গ্রন্থ-সম্পাদন ও প্রকাশন বিষয়ের উদ্দেশ্য ও ইতিহাস সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা এ দীনজনের পক্ষে নিবেদন করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি।

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু সকলের প্রবক্তা—মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভু মহোদয়—যাঁহার রচিত প্রখ্যাত "জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম", "শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি", "শ্রীশ্রীভক্তিরহস্য-কণিকা" প্রভৃতি মৌলিক গবেষণা ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থসকল বৈষ্ণব জগতে বহু সজ্জনের পরিচিত ও তৎকর্তৃক পরিপঠিত ও সমাদৃত, তাঁহার পরিচয় প্রদানে মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের পক্ষে যে কোনও সার্থকতা থাকিতে পারে না, ইহার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন।

কেবল তদীয় শ্রীমুখ-ভাষিত শ্রীহরিকথামৃত সকল হইতে সংগৃহীত বিষয়গুলি অবলম্বনে, মৎকর্তৃক প্রবন্ধাকারে সম্পাদিত ও বর্তমানে এই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত বিষয়টির পূর্বসূত্র ও ইতিহাস সম্বন্ধে, আমার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য রহিয়াছে যাহা, তাহাই সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি নিম্নোক্ত কয়েক পৃষ্ঠায়।

শ্রীমৎ গোস্বামি-প্রভুবর শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ সুরধুনীর সন্নিকটবর্তী কোন আশ্রমবাটীতে অবস্থান করিয়া, একান্তভাবে তদীয় আরাধ্যদেবতা শ্রীশ্রীগৌররায়হরির নিত্যসেবাদি কার্যে সংরত ছিলেন—একাদিক্রমে প্রায় বিংশতি বৎসর যাবৎ,—ইহা অনেকেই অবগত আছেন। উক্ত আশ্রম-

প্রাঙ্গণে কেবল প্রতি মঙ্গলবাসরীয় অধিবেশনে সমাগত সাধু-সজ্জনগণ সমক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তমূলক সাধ্য-সাধন ও বিশেষভাবে শ্রীনামতত্ত্ব ও মাহাত্ম্যাদি বিষয়ে তৎকর্তৃক নিয়মিতভাবে যে সকল ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎশ্রবণে বহুলোক উপকৃত বোধ ও অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়া ছিলেন,—ইহা স্থানীয় বিদিত বিষয়। আমি নিজেও অনেকবার তদীয় ভাষণ প্রদান কালে উক্ত আশ্রমে উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। বর্তমান কালোপযোগী অস্বস্তিকর অবস্থার ভিতর প্রকৃষ্ট শান্তি লাভের উপায় নির্দেশ ও পরমার্থ পথের পথিকগণের পক্ষে প্রকৃষ্ট দিগ্‌দর্শনার্থ এই সকল অমূল্য বক্তৃতাবলীর বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা ও তদ্বিষয় উপলব্ধি করিয়া, আমি শ্রুতবিষয় সকলের সংক্ষিপ্ত মর্ম (notes) সর্বদা সযত্নে রক্ষা করিয়া ছিলাম। শ্রীমৎ গোস্বামিপ্রভু কর্তৃক এযাবৎ প্রদত্ত সমগ্র ভাষণের কোন লিখিত বিবরণ রাখা সম্ভব হয় নাই। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অপর কেহ এবিষয়ে কোন প্রয়াস পাইয়াছেন কিনা, আমার জানা নাই। বহু দুরূহ তত্ত্বের সুসিদ্ধান্ত ও বর্তমান যুগোপযোগী যুক্তি বিচার-বিশ্লেষণ-সহ, তদীয় ভাবাবেগ স্পর্শে সজীবতা প্রাপ্ত ও সুমধুর উক্ত ভাষণ সকল বিপুল জনসমাজের আস্বাদনীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়াও, তদ্রূপ কোন উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবে, ইহা যে কেবল কতিপয় সুমেধা জনের স্মৃতিপটেই কিছুকাল অঙ্কিত থাকিয়া, পরিশেষে কালের অজানা সীমায় বিলীন হইয়া যাইবে, ইহা সত্যই বেদনাদায়ক ও পরিতাপের বিষয় বলিয়া মনে করি।

বর্তমান কলিতাপ-সন্তপ্ত জগতের পক্ষে মহা-মহৌষধী স্বরূপ উক্ত ভাষণ সকল তদীয় অন্তর হইতে শ্রীগৌর প্রেরণায় স্বতঃস্ফূর্তরূপে অভিব্যক্ত বলিয়া অনুভূত, এবং ঐ সকল ভাষণকে প্রবন্ধাকারে রূপায়িত করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারিলেই উহার স্থায়ী ব্যবস্থা হইতে পারে—ইহাই বিবেচিত হইয়াছে—অন্ততঃ আমার বিবেকের নিকট। অপরের নিকট ইহা কিভাবে বিবেচিত বা গৃহীত হইবে, আমার কোন অবকাশ হয় নাই

তাহা চিন্তা করিবার। সে বিষয়ে সকলেরই স্বাধীন বিচার বিবেচনা অক্ষুন্নই রহিয়াছে।

এই হেতু সর্ববিষয়ে অযোগ্য হইয়াও মাদৃশ অধম ও অজ্ঞজনের এই প্রয়াস,—ইহার মধ্যেও সেই দীনেরে অধিক দয়াশীল—দীনজনবন্ধু—শ্রীগৌরহরিরই কোন কৃপার প্রেরণা রহিয়াছে বলিয়াই উপলব্ধি করিতেছি। মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের সেই প্রচেষ্টার প্রথম ফলস্বরূপ—এই বর্তমান প্রবন্ধের গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

উক্ত ভাষণ সকল মৎ-কর্তৃক প্রবন্ধাকারে সম্পাদন কার্যে, উহা যতদূর সম্ভব অপরিবর্তিত ও বিশেষ স্থলে তৎ-প্রযুক্ত শব্দ সকল অবিকল রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। তথাপি উহা প্রবন্ধে রূপায়িত হইবার কালে আমার অনভিজ্ঞতাদি দোষ-নিবন্ধন তন্মধ্যে ভ্রম-প্রমাদাদি সংঘটিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। সুধী পাঠক সমাজ কৃপা পূর্বক এরূপ কোন ত্রুটি উল্লেখ করিয়া জানাইলে ধন্যবাদের সহিত চেষ্টিত হইব উহার সংশোধন জন্য। কোন বিষয় জানিবার কিম্বা জানাইবার আবশ্যক থাকিলে কৃপাপূর্বক প্রকাশকের ঠিকানায় লিখিবেন।

ইতঃপূর্বে সাপ্তাহিক 'হিমাদ্রি' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় (১৪।২।৬৯ হইতে ৮।৬৯ পর্যন্ত) "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল—হয় সাধুসঙ্গ।" এই শিরোনামায় আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্তমান প্রবন্ধ তাহারই বহুল পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত রূপ। উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশে মুদ্রণ-প্রমাদ, অংশ-পতন, শব্দ ও বাক্যের পরিবর্তনাদি বহুল বিপর্যয় ঘটায় উহা প্রায় অবোধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ এতাদৃশ প্রবন্ধের ক্রমশঃ প্রকাশ হেতু উহার প্রকৃষ্ট তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হইবার কথা। এই সমস্ত কারণে ও কতিপয় সহৃদয় পাঠকের বিচারে উহার গ্রন্থাকারে পুনঃমুদ্রণের আবশ্যকতা বিষয়ে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হওয়ায় উক্ত সংশোধিত প্রবন্ধই "মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ" নামে ও বর্তমান পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল।

অপর নিবেদন এই যে, যদি বর্তমান গ্রন্থখানি সাধু ও সুধী পাঠক সমাজে কিছুমাত্র আগ্রহের সঞ্চার করে ও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় এবং তৎফলে তাঁহাদিগের শুভেচ্ছা প্রকাশে এই কার্যে উৎসাহ লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার নিকট সংগৃহীত তদীয় অপরাপর ভাষণের সংক্ষিপ্তসার হইতে এইরূপ বিভিন্ন প্রবন্ধ রচিত হইয়া **"শ্রীভাগবতী-বাণী গ্রন্থমালা"** নামে ক্রমশঃ প্রকাশ করা সম্ভব হইতে পারে। এই আশা পোষণ করিয়া, তাহার সূচনারূপে বর্তমান গ্রন্থকে উহার প্রথম মালিকারূপে নির্বাচন করা হইল। অতঃপর মাদৃশ ক্ষুদ্রজনের পক্ষে এই মহৎ অভিপ্রায় পূর্ণ হইবার পথে, শ্রীগৌরহরির অহৈতুকী কৃপা ও তদীয় ভক্তজনের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদই একমাত্র পাথেয় এবং শ্রীগুরু কৃপাই আমার তদ্বিষয়ে একমাত্র বল-ভরসা।

পরিশেষে নিবেদন, এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কন কার্যের সমুদয় তত্ত্বাবধানও তৎসহ প্রুফ্ সংশোধনভার, কলিকাতা পৌরসভার ভূতপূর্ব গ্রন্থাগারিক ও বর্তমান সহ-সম্পাদক ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত অহীন্দ্রনারায়ণ শর্মা চৌধুরী (B.Sc. Dip Lib.) মহোদয় বিশেষ উৎসাহ পূর্বক গ্রহণ করিয়াছেন; তদীয় এই সহায়তা ব্যতীত মাদৃশ জনের পক্ষে এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। এই হেতু তাঁহার নিকট অশেষ ঋণবদ্ধ থাকিয়া শ্রীগৌরচরণে তদীয় ভজন-আনুকূল্য ও সর্বাঙ্গীণ কুশল মাত্র প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

শ্রীদোল পূর্ণিমা,
সন—১৩৭৬,
শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৮৪

ভক্তকৃপালব প্রার্থী
বিনীত—
সম্পাদক

জয়শ্রীশ্রীগৌররায়হরি

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

শ্রীশ্রীগৌররায়জীউর অপার করুণায় এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ অবশেষে প্রকাশিত হইল। ভক্তিগ্রন্থমাত্রেই স্বপ্রকাশ বস্তু। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইলেও কোন রকম প্রচার ও বিজ্ঞাপনাদি ব্যতিরেকেই শ্রীগ্রন্থ নিজেই নিজেকে যথোপযুক্ত স্থলে সম্প্রচারিত করিয়া বর্তমানে দ্বিতীয় সংস্করণে পদার্পণ করিলেন।

ইতিমধ্যে দীর্ঘ ২০ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায় বর্তমান অগ্নিমূল্যের দিনে গ্রন্থ প্রকাশনার সর্ববিধ ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ কলেবরেরও মূল্য পূর্বের তুলনায়, একান্ত নিরুপায় হইয়া, বহুলাংশে বৃদ্ধি করিতে হইল —ইহার জন্য আমরা অতীব দুঃখিত। তথাপি সহৃদয় পাঠকগণ মূল্য অপেক্ষা ইহার বিষয়বস্তুর সার গ্রহণে যদি নিজেদের কথঞ্চিৎ উপকৃত মনে করেন তবে আমাদের পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

পরিশেষে নিবেদন—প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই দ্বিতীয় সংস্করণেরও মুদ্রাঙ্কন কার্যের সমুদয় তত্ত্বাবধান ও তৎসহ প্রুফ সংশোধন ভার গ্রহণ করিয়াছেন পৌরসভার ভূতপূর্ব সহ-সম্পাদক ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র-নারায়ণ শর্মাচৌধুরী মহাশয়।

তাঁহার ও আমাদের সকল গ্রন্থ প্রকাশন বিষয়ে অপর যাঁহাদের অনাবিল সৌহার্দ্য, আনুকূল্য এবং সহযোগিতা লাভ করিয়াছি সেই সকল উদারচরিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে মদীয় পিতৃদেব শ্রীমৎ রমানাথ গোস্বামী, নবদ্বীপ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের বৈষ্ণবদর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীকানাইলাল অধিকারী পঞ্চতীর্থ, অনুজ শ্রীমান শ্যামরায় গোস্বামী, ডঃ শ্রীমণীন্দ্রকুমার সিংহ (এম. বি), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ (বি.ই. সি.ই. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত চীফ এঞ্জিনিয়ার, সিভিল), শ্রীমান প্রশান্ত রায়, বি.এম.ই.

(যাদবপুর) এম.এস. (যুক্তরাষ্ট্র), শ্রীমান কল্যাণ রায় এম.টেক (কলিকাতা) পি.এইচ.ডি. (যুক্তরাষ্ট্র), শ্রীযুগলকিশোর দে, শ্রীশঙ্করলাল গাঙ্গুলী এম-কম, এল.এল.বি. চার্টার্ড সেক্রেটারী, কষ্টিং, শ্রীমান শক্তিপ্রসাদ ঘোষাল এম.টেক (কলিকাতা), শ্রীমান অশোককুমার রায়, শিল্পী শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য—শ্রীশ্রীগৌররায় জীউর শ্রীচরণে ইঁহাদের পারমার্থিক মঙ্গল ও সর্বাঙ্গীণ কুশল প্রার্থনা করি।

সর্বশেষে সর্ববৈষ্ণব চরণে সকাতর প্রার্থনা এই যে, নিরপরাধে শ্রীনামাশ্রয়ে থাকিয়া নিজ অভীষ্ট ভজনে যাহাতে নিযুক্ত থাকিতে পারি, সংসারে আবদ্ধ এই ক্ষুদ্র জীবাধমের প্রতি তাঁহারা সেই অহৈতুকী কৃপা বিস্তার করুন। ইতি—

শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৯৭ — শ্রীশ্রীগৌররায়জীউ-শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫০৫ — ভক্তকৃপালবপ্রার্থী-দীনাতিদীন

শ্রীধাম নবদ্বীপ — **সম্পাদক**

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

॥ জয় শ্রীশ্রীগৌররায় হরি ॥

মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ

প্রথম প্রসঙ্গ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥
—(শ্রীভা° ১১।২।২৯)

অর্থ,— দেহধারী জীবগণের দেহ ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তন্মধ্যে মনুষ্যদেহ দুর্লভ মনে করি ; সেই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও আবার শ্রীভগবৎ-প্রিয়জনের দর্শনলাভ আরও দুর্লভ।

সেই সুদুর্লভ মহৎগণের মহামহিমা ও তৎসঙ্গের প্রভাবাদি পরম মাঙ্গলিক বিষয়ের আলোচনার প্রারম্ভে, অনাদি হরিবৈমুখ দেহধারী জীবের বিপরীত কর্মজনিত সংসার-পাশ-রূপ দুর্গতাবস্থার কারণ সম্বন্ধে প্রথমে কিঞ্চিৎ উপলব্ধির আবশ্যক।

শ্রীগীতায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের উক্তি যথা,—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নতি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ —(গীতা, ১৪।৫)

অর্থ,— সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতি হইতে অভিব্যক্ত এই তিনটি গুণ, নির্বিকার দেহী বা জীবাত্মার, দেহ সংগঠন পূর্বক তন্মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।

স্বরূপতঃ নির্বিকার, নিত্য, অমৃত ও আত্মবস্তু হইয়াও, অনাদি কৃষ্ণবৈমুখ জীবের বিপরীত কর্মবশতঃ মায়া কর্তৃক ত্রিগুণ-রচিত দেহ সংযোগ ও তৎফলে জন্ম-মৃত্যুরূপ উভয় পদক্ষেপে সংসারারণ্যে ভ্রমণ, অনাদি কাল হইতেই চলিতেছে। সুতরাং সেই সত্ত্বাদি ত্রিগুণ সম্বন্ধ হইতে বিমুক্ত হওয়াই জীবের সকল ভয়, ভাবনা, দুঃখ, শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অমৃতত্ব লাভের উপায়রূপে সেই শ্রীগীতাতেই উপদিষ্ট হইয়াছে ; যথা,—

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ —(গীতা, ১৪।২০)

অর্থ,— দেহী (জীবাত্মা) দেহসংঘটক এই গুণত্রয়কে, অতিক্রম পূর্বক সংসাররূপ জন্ম-মৃত্যু-জরা-দুঃখাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়।

সেই ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে হইলে, তৎ-প্রবৃত্তির মূলে প্রয়োজন তদনুরূপ শ্রদ্ধার। যেহেতু জীবের সকল কর্ম-প্রবৃত্তির মূলে, তজ্জাতীয়া শ্রদ্ধার অবস্থিতি অনিবার্য। ত্রিগুণ-সংবদ্ধ জীবের স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাও সত্ত্বাদি গুণভেদে ত্রিগুণা ও ত্রিবিধা হওয়ায়, সেই সগুণা শ্রদ্ধায় মায়িক সগুণ বিষয়েই জীবের প্রবৃত্তি। যথা,—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥
—(গীতা, ১৭।২)

অর্থ,— দেহধারী জীবের শ্রদ্ধা স্বভাবানুসারিণী সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী,— এই ত্রিবিধা হইয়া থাকে ; তাহা শ্রবণ কর।

তাহা হইলে গুণ-সম্বন্ধ অতিক্রম করিবার প্রবৃত্তি-মূলে যে শ্রদ্ধা থাকা চাই, তাহাও নির্গুণা হওয়া আবশ্যক। যেহেতু জীবের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধায় নির্গুণ বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। যে জাতীয়া শ্রদ্ধায় যেরূপ বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন ; যথা,—

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণাঃ ॥
— (শ্রীভা° ১১।২৫।২৭)

তাৎপর্যার্থ,—জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিকী ; স্বর্গাদি প্রাপক যজ্ঞাদি কর্মে যে শ্রদ্ধা, তাহা রাজসী ; অধর্মাদি বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহাই তামসী ; আর আমার (শ্রীভগবানের) সেবারূপা ভক্তি লাভে যে শ্রদ্ধা, তাহাই নির্গুণা।

সুতরাং ভগবৎ-ভজনরূপা নির্গুণা শুদ্ধা-ভক্তির অনুশীলন-প্রবৃত্তির মূলে, নির্গুণা "ভাগবতী শ্রদ্ধার" বিদ্যমানতা আবশ্যক, তদ্ভিন্ন সগুণা শ্রদ্ধায় নির্গুণা ভক্তির অনুশীলন বিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে না। এইহেতু কোন অতিভাগ্যে নির্গুণা শ্রদ্ধা লাভে—ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই, সেই ভক্তি দ্বারাই ত্রিগুণ-পাশ হইতে সহজেই মুক্ত হওয়া যায়।

এইহেতু জীবের পক্ষে সেই ত্রিগুণ-মায়া-পাশ হইতে মুক্ত হইবার অপর উপায় সকলের মধ্যে সর্বোত্তম ও সহজসাধ্য যাহা, তাহাই স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীমুখে নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন ; যথা,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
—(গীতা, ৭।১৪)

অর্থ,—এই দৈবী বা অলৌকিকী গুণময়ী আমার মায়া দুস্তরা; যাঁহারা একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করেন,—আমার শরণাগত হয়েন, তাঁহারা এই দুস্তরা (ত্রিগুণা) মায়াকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

অতএব শ্রীভগবানে একমাত্র শরণাগতি-লক্ষণা ভক্তিই হইতেছেন দুস্তরা ত্রিগুণা মায়া অতিক্রম করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। যেহেতু মায়াধীন অনু-চৈতন্য জীবের পক্ষে, মায়াধীশ বিভু-চৈতন্য বস্তু শ্রীভগবানের শ্রীচরণাশ্রয়ই মায়া-পরাভবের পক্ষে স্বাভাবিক পন্থা। তথাপি তৎ-প্রবৃত্তির মূলে যে পর্যন্ত নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার সঞ্চার না হয়, সে পর্যন্ত উক্ত শরণাগতি-লক্ষণা শুদ্ধা-ভক্তি অবলম্বন করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও, সেই নির্গুণা শ্রদ্ধার অভাবে উহা সর্ব জীবের গ্রহণীয় হয় না। তাই দেখা যায়,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ তপস্যাদি সকল ধর্ম বিষয়ে উপদেশ করিয়া, সর্বশেষ আজ্ঞা ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ রূপে সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবান, জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসার-পথে অবিশ্রান্ত ভ্রাম্যমান জীব সকলকে অভয় দিয়া, সকল ধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেবল তদীয় শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার জন্য, নিজেই উদাত্ত স্বরে আহ্বান করিলেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—(গীতা, ১৮।৬৬)

অর্থ,—সকল ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব ; তুমি শোক করিও না।

তথাপি সে আহ্বানে সাড়া দিবার মূলে যে নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা আবশ্যক, তাহার অভাবে সে উদাত্ত আহ্বানেও বড় কেহই সাড়া দিল না। তাই কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকলে নিজ নিজ সগুণা শ্রদ্ধানুরূপ—যিনি যে বিষয়ে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, তিনি সেই বিষয়েই শ্রদ্ধান্বিত থাকিলেন ; ইহার কারণ, নির্গুণা শ্রদ্ধার সংযোগ ব্যতীত গুণাতীত শ্রীভগবৎ-বস্তু আশ্রয়

করিবার জন্য, শ্রীভগবানের আহ্বানও ব্যর্থ হয়,—যদি তৎসহ নির্গুণা "ভাগবতী-শ্রদ্ধা" সঞ্চারিত না হয়।

এই রহস্যই ত্রিগুণ-মায়া-বিড়ম্বিত জীব সকলকে বুঝাইবার নিমিত্ত, সেই শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি ; যথা,—

রজঃসত্ত্বতমোনিষ্ঠা রজঃসত্ত্বতমোজুষঃ।
উপাসতে ইন্দ্রমুখ্যান্ দেবাদীন্ ন তথৈব মাম্॥

—(শ্রীভা° ১১।২১।৩১)

অর্থ,—রজো-সত্ত্ব-তমো-গুণ-নিষ্ঠ ব্যক্তি সকল রজোসত্ত্বতমো-গুণ-সেব্য ইন্দ্রাদি দেবতা প্রভৃতির উপাসনায় যে প্রকার প্রবৃত্ত হয়, আমার উপাসনায় সেরূপ প্রবৃত্ত হয় না।

তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে পারা যাইতেছে,—সংসার মোচনের প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ নির্গুণা ভগবৎ-ভক্তি বিষয়ে মায়াধীন জীবের প্রবৃত্তির উদয় ও অনুদয়ের একমাত্র কারণ—তদনুরূপা নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার সংযোগ ও বিয়োগ।

সেই নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা-মূলক নির্গুণা "ভাগবতী-বৃত্তি" বা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার একমাত্র উপায়,—ভক্ত-মহৎগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ও সেবা। যথা,—

সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্ম'নি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

—(শ্রীভা° ৩।২৫।২৪)

ইহার তাৎপর্যার্থ,—শ্রীভগবান বলিলেন, সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে হৃদয় ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক আমার বীর্য-প্রকাশক কথা (অর্থাৎ শ্রীভগবন্নাম-

রূপ-গুণ-লীলাদি কথা) আবির্ভূতা হয়েন। সেই কথার আস্বাদন হইতে অপবর্গ-বর্ত্ম স্বরূপ (অর্থাৎ যাঁহার নিকট যাইবার পথে অগ্রেই মুক্তিকে দেখা যায়,— এমন যে ভগবান) সেই আমাতে শীঘ্র শ্রদ্ধা (নির্গুণা শ্রদ্ধা-পূর্বিকা সাধনভক্তি), রতি (অর্থাৎ ভাবভক্তি) ও ভক্তি (অর্থাৎ প্রেমভক্তি) যথাক্রমে উদয় হইয়া থাকে।

অতঃপর সেই সুদুর্লভা ভগবদ্ভক্তি ও উহা লাভের একমাত্র উপায় যাহা সেই সুদুর্লভ মহৎ বা ভাগবতগণের স্বরূপ ও মহিমাদি সম্বন্ধে যথামতি আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ভক্তি প্রধানতঃ দ্বিবিধা—(১) সগুণা ও (২) নির্গুণা। দেহধারী জীবের সগুণ বা সত্ত্বাদি গুণ-সংযুক্ত অবস্থায়, 'কৈতব' বা অজ্ঞানতার বিদ্যমানতা অবশ্যম্ভাবী। তাই, কৈতব থাকা কালে, সত্ত্বাদি গুণ ও বৃত্তি অনুসারে জনসাধারণের প্রবৃত্তি জন্মে,— সগুণা ভুক্তি-মুক্তির সাধনায়। শ্রীচরিতামৃতে ইহারই উল্লেখ দেখা যায় ; যথা,—

অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-বাঞ্ছা এই সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥
(শ্রীচৈ° ১।১।৫০)

নির্গুণ শ্রীভগবৎ-বিষয়ে বা তৎ-সেবাদি-রূপা ভক্তি বিষয়ে স্বাভাবিকী প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে না। এই হেতু সত্ত্বাদিগুণ সংযুক্ত অবস্থায় তদনুরূপ শ্রেয়ঃ লাভের নিমিত্ত 'চতুর্বর্গ' অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ-রূপ 'ভুক্তি ও মুক্তি'র ব্যবস্থাই বিহিত হইয়াছে সকল শাস্ত্রে, যাহা জনসাধারণের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধার উপযোগী।

এখন, উপরোক্ত বিষয়টি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাইতেছে।

প্রাকৃত জগতে সাধারণতঃ 'পুরুষার্থ' বলিয়া প্রসিদ্ধ 'ভুক্তির' অন্তর্গত ধর্মার্থকাম ও তদতিরিক্ত 'মুক্তি' বা মোক্ষ, এই চতুর্বর্গই উক্ত গুণ-সম্বন্ধ-যুক্ত। জীবের সকল কর্ম প্রবৃত্তির মূলে রহিয়াছে তৎস্বভাবজা শ্রদ্ধা। স্বভাবানুরূপা তামসী ও রাজসী শ্রদ্ধায় 'ভুক্তি' বিষয়ে এবং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধায় 'মুক্তি' বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে ; কিন্তু 'ভক্তি' স্বরূপতঃ নির্গুণা। গুণ-সংস্পৃষ্ট জীবে, নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার অভাবে, নির্গুণা 'ভাগবতী বৃত্তি' বা শুদ্ধাভক্তি বিষয়ে স্বতঃ প্রবৃত্তি জন্মে না।

সগুণা শ্রদ্ধা হইতে সগুণ বা মায়িক বিষয়েই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে শ্রীগীতাতেও এইরূপ বলা হইয়াছে ; যথা,—

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥
— (গীতা, ১৭।৪)

অর্থাৎ,— সাত্ত্বিক-প্রকৃতি জন, সত্ত্ব-প্রকৃতি দেবগণের, রাজসিক জন, রজঃ-প্রকৃতি যক্ষ-রাক্ষসগণের এবং তামসিক জন, তমঃ-প্রকৃতি ভূত ও প্রেত-গণের উপাসনা করিয়া থাকে।

গীতার এ-স্থলে ত্রিগুণা শ্রদ্ধার বিষয়ে উক্ত হইলেও, নির্গুণা শ্রদ্ধার বিষয় বলা হয় নাই। সেই ভগবৎ-সেবারূপা নির্গুণা শ্রদ্ধার কথা পূর্বোক্ত শ্রীভাগবতীয় শ্লোকেই বলা হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে যে, উক্ত সগুণ-শ্রদ্ধা-সঞ্জাত কর্ম-জ্ঞান-যোগ-তপাদি সাধন সকলেরও সিদ্ধির নিমিত্ত ভক্তির সঙ্গ বা সম্বন্ধ একান্তই আবশ্যক। এই হেতু সেই সকল সগুণ ধর্মানুষ্ঠানের সহিত সঙ্গ-দানে, তাহাদের জীবন বা সিদ্ধিদানের উদ্দেশ্যে, যে ভক্তিকে সংযুক্তা হইতে হয়, তাহাই "সগুণা ভক্তি" নামে অভিহিতা। আর আত্ম-সুখ-তাৎপর্যশূন্যা—কেবল নিষ্কাম ভগবৎ-সেবার উদ্দেশ্যে যে শুদ্ধা বা সুনির্মলা ভক্তি, তাহাই

"নির্গুণা ভক্তি" নামে কীর্তিতা হয়েন। শ্রীরূপপাদ তাঁহার "শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু" গ্রন্থে তদ্বিষয়ে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা,—

অন্যাভিলাযিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন "কৃষ্ণানুশীলনং" ভক্তিরুত্তমা ॥ —(১।১।১১)

অর্থাৎ,— শ্রীকৃষ্ণেরই নিমিত্ত, কায়মনোবাক্যের সকল চেষ্টা অর্থাৎ অনুশীলন, তাহা যদি প্রতিকূল ভাবের না হইয়া একান্ত অনুকূল হয় তবে তাহাকে "ভক্তি" বলে। আর সেই ভক্তি যদি অন্য কোন প্রকার অভিলাষ এবং জ্ঞান-কর্মাদি কর্তৃক অনাবৃতা অর্থাৎ অমিশ্রিতা হয়, তবে তাহাকে "উত্তমা ভক্তি" কহে।

এই উত্তমা বা শুদ্ধা ভক্তির উদয়ে ভক্তের হৃদয়ে কেবল সেবানুরোধে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত আর কোন অভিলাষের লেশ মাত্রও জাগরিত হয় না।

অপর সাধন সকলের সিদ্ধি বা জীবন দানের জন্য যে ভক্তির সংযোগ ও সহায়তা আবশ্যক, তাহা শাস্ত্র হইতেই অবগত হওয়া হায়। যথা,—

জীবন্তি জন্তবঃ সর্ব্বে যথা মাতরমাশ্রিতাঃ।
তথা ভক্তিং সমাশ্রিত্য সর্ব্বা জীবন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥
(হ° ভ° বি° ১১।৫৬৯ বিধৃত বৃহন্নারদীয় বাক্য)

অর্থাৎ,— মাতাকে আশ্রয় করিয়াই যেমন সকল প্রাণিগণ জীবন ধারণে সমর্থ হয়, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়াই সকল সিদ্ধি জীবন ধারণ করে।

তাই, শ্রীচরিতামৃতকারও তদীয় গ্রন্থে বহু স্থলে উক্ত অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা,—

ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সর্ব্ব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥

—"ভক্তি মুখ নিরীক্ষক কর্ম, যোগ, জ্ঞান।" প্রভৃতি। সুতরাং চতুর্বর্গের কোনও অনুষ্ঠান ভক্তিবর্জিত হইলে যে ফলপ্রসূ হয় না,— তদ্বিষয়ে শাস্ত্রে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভক্তি সগুণা ও নির্গুণা উভয়রূপে প্রকাশমানা হইলেও, তত্ত্বতঃ উভয়েই একই ভক্তি। যেমন একই জননীর কৃষ্ণসেবিকা ও সন্তানপালিকারূপে দ্বিবিধ অবস্থা। কৃষ্ণসেবিকা রূপটি তাঁহার শুচিস্নিগ্ধ পবিত্র অবস্থা। আবার সন্তানের পালনে ও পরিচর্যা-নুরোধে অস্পৃশ্যস্পর্শনাদি নিবন্ধন, অশুচিরূপেও দৃষ্ট হয়েন— অশুচিস্পর্শে। সেইরূপ ভক্তিদেবীও স্বতঃই শুদ্ধা হইয়াও আধারের 'কৃষ্ণার্থ' ও 'স্বার্থ', অভিপ্রায় অনুসারে, শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা নিবন্ধন 'নির্গুণা' বা 'সগুণা' রূপে প্রতিভাত হয়েন। গুণ-সম্বন্ধ স্থলেই নিজ মুখ্যফল নির্গুণা প্রেমভক্তির উদয় না করাইয়া, কল্পতরুর ন্যায় স্বভাবা তিনি, তাই সেই স্থলে সগুণা ভক্তি রূপে, জীবের বাঞ্ছানুরূপ ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি প্রভৃতির সাধনের সহিত সংযুক্তা হইয়া নিজ গৌণ ফল মাত্রই প্রদান করিয়া থাকেন,— সেই সেই সাধনার প্রাণদান করিয়া।

অপরপক্ষে, নির্গুণা ভাগবতী-শ্রদ্ধামূলক স্বপ্রকাশ ভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম অহৈতুক মহৎসঙ্গের মাধ্যমে স্বকৃপায় স্বয়ং জীবে সঞ্চারিত না হইলে উক্ত প্রকার গুণ-সংস্পৃষ্ট কর্ম-জ্ঞানাদির সহস্র সাধন দ্বারাও লভ্য হয়েন না। সুতরাং সকল প্রকার পুরুষকারের অতীত সেই পরমশ্রেয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তি সুদুর্লভাই হইতেছেন ; যথা,—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥ —(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত)

অর্থাৎ— জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা মুক্তিলাভ করা সুলভ, যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম দ্বারা স্বর্গাদি ভুক্তিলাভ করাও সহজ, কিন্তু এই স্বপ্রকাশ হরিভক্তি তদ্রূপ সগুণ সহস্র সাধন দ্বারাও সাধ্য হয়েন না।

তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভগবদ্ভক্তির মুখ্য ফল শ্রীভগবানে— শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমোদয়, আর ইহার গৌণ ফল বা আনুষঙ্গিক ফল,— চতুর্বর্গ ও উহার সিদ্ধিদান। শাস্ত্র হইতেই তাহা জানা যায়; যথা,—

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥

(শ্রীভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩)

অর্থ,— যজ্ঞাদি কর্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, অষ্টাঙ্গযোগ, দানধর্ম প্রভৃতি ও অপরাপর শ্রেয়োসাধন দ্বারা যাহা কিছু ফল লভ্য হয়, আমার ভক্তের কোন বাঞ্ছা না থাকিলেও, যদি ভজনের আনুকূল্যের নিমিত্ত কখন কিঞ্চিন্মাত্রও ইচ্ছা করেন,— স্বর্গ মোক্ষ এমন কি আমার বৈকুণ্ঠাদি ধাম পর্যন্ত তৎসমুদয়ই আমার ভক্তিযোগ দ্বারা মদ্ভক্তগণ অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন।

এই নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তির অপর নাম স্বরূপসিদ্ধা, উত্তমা, কেবলা, অনন্যা, অকিঞ্চনা প্রভৃতি। ইহা জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার একমাত্র উপায়— ভক্ত-মহতের বা সাধুজনের প্রকৃষ্ট সঙ্গ ও কৃপা এবং তদুত্থিত শ্রীহরিকথা,— যাহা অহৈতুক বলিয়া, নিজ সামর্থ্য সম্পদ বা পুরুষকার প্রভৃতি দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

(শ্রীভাঃ ১১।২০।৮)

ইহার তাৎপর্যার্থ,— আর যাঁহারা যদৃচ্ছালব্ধ অর্থাৎ কোন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ

ও কৃপাদি হইতে প্রাপ্ত সৌভাগ্য বিশেষে আমার (শ্রীভগবানের) নাম-রূপ-গুন-লীলা কথাদিতে শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছেন, (ইহাই নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা) এবং কর্ম ও তৎফলে মুক্তিকামীর ন্যায় মিথ্যা বোধে অত্যন্ত বিরক্ত নহেন, কিম্বা ভুক্তিকামীর ন্যায় আবার অত্যন্ত আসক্তও নহেন,— তাঁহাদিগের পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ (অর্থাৎ প্রেমভক্তিপ্রদ) হয়। ["যদৃচ্ছয়া" শব্দে,—"কেনাপি পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্তসঙ্গ তৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়েন।"— ভক্তিসন্দর্ভঃ, শ্রীজীবপাদ]

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে,—যেমন ব্যবহারিক জগতে রৌপ্য স্বর্ণ ও সাধারণ মণি-মানিক্যাদি বস্তু বিপণিতে উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে লাভ করা যায়; কিন্তু কৌস্তুভ, স্যমন্তক, কোহিনূর প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য মণি সকল তথায় লভ্য নহে; এমন কি তদুপযুক্ত অর্থের বিনিময়েও উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অমূল্য মণি-মানিক্য সকল মহারাজ চক্রবর্তী— রাজাধিরাজেরই অধিকার-ভুক্ত বস্তু। কেবল তদীয় প্রিয় পরিজনের মাধ্যমে ও কৃপায় উহা লভ্য হইতে পারে। মহারত্নস্বরূপা শুদ্ধাভক্তিও সেইরূপ শ্রীভগবানের নিজ জনের কৃপা ব্যতীত অপর কোন উপায়েই লাভ করা যায় না।

সগুণা ও নির্গুণা ভেদে ভক্তির বিভিন্নতার সম্বন্ধে জননী দেবহূতির প্রতি কপিলদেবের বাক্য হইতে জানা যায়; প্রথমে সগুণা ভক্তির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন,—

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥

—(শ্রীভা° ৩।২৯।৭)

অর্থাৎ— ভক্তিযোগ বিবিধ। সেই ভক্তি সত্ত্বাদি গুণভেদে পুরুষের স্বভাবানুরূপ বিশেষ বিশেষ মার্গদ্বারা বিবিধ ভেদবিশিষ্টা হইয়া থাকেন।

অতঃপর নির্গুণা ভক্তির কথা। গোমুখীর উৎসমুখ হইতে নির্গতা পতিতপাবনী গঙ্গার বিমল-ধারা যেমন সহস্রধারায় প্লাবিত হইয়া পবিত্র করেন, তৎ-সংস্পৃষ্ট সকলকেই, সেইরূপ শ্রীভগবানের নিত্যধামের নিত্য পরিকরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, উক্ত মহৎ-পরম্পরার ভিতর দিয়া পবিত্র গঙ্গাধারার মতই শুদ্ধা ভক্তিধারা এই মায়িক বিশ্বপ্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া, জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত করেন— ভাগবতী শ্রদ্ধামূলক শুদ্ধাভক্তি।

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
—(শ্রীভা° । ৩।২৯।১১-১২)

ইহার অর্থ,— গঙ্গার পূত সলিল-ধারা যেমন সাগর-সঙ্গমে নিরন্তর প্রবাহমানা, সেইরূপ আমার গুণ শ্রবণমাত্রই সর্বহৃদয়ে বিরাজিত আমাতে যে মনোবৃত্তি নিরবচ্ছিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান-কর্মাদি অনাবৃতা (অব্যবহিতা), অন্যাভিলাষিতাশূন্যা, পুরুষোত্তমের প্রতি যে ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ।

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রগ্রন্থেও উত্তমা ভক্তির যে লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে পূর্বোক্ত, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যা—" ইত্যাদি শ্রীরূপপাদ-বর্ণিত উত্তমা বা শুদ্ধাভক্তি লক্ষণ হইতে কোন পার্থক্য নাই ; যথা—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥

অর্থাৎ— সর্বপ্রকার উপাধি অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত ভোগ বাসনা-শূন্যা— কেবল শ্রীকৃষ্ণের পরিতোষণ মাত্র অভিলাষযুক্ত হইয়া, নির্মল অর্থাৎ জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা হৃষীকেশের যে সেবা অর্থাৎ অনুশীলন, তাহারই নাম উত্তমা ভক্তি।

সুতরাং এই সর্বোত্তমা বা শুদ্ধাভক্তি, যাহা স্বরূপশক্তির অন্তর্গত সম্বিদ্ ও হ্লাদিনীশক্তির সমবেত সাররূপা, তাহা মায়িক জড় জগতের কোন বস্তু হইতে পারে না। স্বপ্রকাশ সেই 'শ্রীভাগবদ্ধর্ম' ভক্তিতরঙ্গিণীরূপে অনাদিবদ্ধ জীবের পরম সৌভাগ্য বিস্তারের নিমিত্ত, এক ধারায় শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ ও নারদ হইতে ব্যাস-শুকাদিক্রমে এবং অপর ধারায় সংকর্ষণ হইতে চতুঃসন, সাংখ্যায়ন, পরাশর, মৈত্রেয়, বিদুরাদি পরম্পরায়, পুনরায় শ্রীশুকমুখে এই উভয় ধারা একীভূত হইয়া মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতের প্রায়োপবেশন সভায় সহস্র সহস্র ঋষি, বিপ্রর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষি, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদিগের সমক্ষে পরমামৃত উৎসের ন্যায় উদ্গীরিত, হইয়া, শুদ্ধভক্ত-পরম্পরারূপ প্রণালীর মধ্য দিয়া এই প্রপঞ্চে নিরন্তর প্রবাহিতা হইতেছেন। সেই অহৈতুক মহৎ-সঙ্গরূপ প্রণালীর সহিত প্রকৃষ্ট সংযোগ এবং সেই সাধু বা ভক্তের মুখোদ্গীর্ণা গঙ্গাধারার ন্যায় শ্রীহরিকথা শ্রবণ,— যুগপৎ এই উভয় কারণের সংযোগে শুদ্ধাভক্তি জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়েন। যে বিষয়— "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো—" ইত্যাদি শ্লোকে পূর্বে বলা হইয়াছে।

অনাদি হরি-বহির্মুখ মায়াহত জীব, অবিদ্যা কর্তৃক প্রতারণার ফলে নিজ আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, জড়দেহে আত্মভ্রম ও তৎফলে জড় বিষয় বাসনা-রূপ মোহান্ধ হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং জীবের এই জড়-তাদাত্ম্য অবস্থায়, আপন স্বরূপগত 'কৃষ্ণদাস্য' ভাবটি অপ্রকাশিতই থাকে। মহৎসঙ্গরূপ প্রভাতকিরণের স্পর্শে ক্রম-প্রস্ফুটিত কমলিনীর ন্যায়, জীবহৃদয়-কমলেরও অনাদি অজ্ঞানতার অন্ধকার ঘুচিয়া কৃষ্ণোন্মুখতা বা কৃষ্ণদাস্য বোধ জাগরিত হইয়া উঠে। —"মৎ স্মৃতিঃ সাধুসেবয়া" (ভা° ১১।১১।৪৫) অর্থাৎ, সাধুগণের সঙ্গ ও সেবা হইতেই জীবের অনাদি-বিলুপ্ত কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত হয়। এইরূপে কৃষ্ণোন্মুখতাপ্রাপ্ত জীব, তখন শুদ্ধ জীবে পরিণত হয়। তদবস্থায় মহৎসঙ্গোত্থিত শ্রীহরিকথারূপা শুদ্ধাভক্তি এইরূপে জীবের সেই

শুদ্ধ হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া, পরিশেষে কমলে সঞ্চারিত মকরন্দের মত প্রেম-মধুর সঞ্চার করেন, যাহা-ভগবদ্-ভ্রমরের একমাত্র ভোগ্য। সুতরাং শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাবে মহৎসঙ্গ ও হরিকথা,— এই উভয়েই যথাক্রমে নিমিত্ত ও উপাদান কারণরূপে গণ্য হইবার যোগ্য হইতেছেন।

যেমন, উল্টাইয়া থাকা ঘটি, ঝড়জলের মধ্যে প্রথমে ঝড়ে সোজা হইয়া গেলে, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিধারায় পূর্ণ হয়; কিন্তু উল্টা থাকা অবস্থায় বারি পতিত হইলে, তাহাতে বাহিরের ছাইমাটি ধুইয়া যায়, কিন্তু জলপূর্ণ হয় না;—তদ্রূপ সাধুসঙ্গ ব্যতীত অন্যসূত্রে শ্রীহরিকথাদির সংযোগ ঘটিলে তাহাতে চিত্তের বাহিরের মালিন্য অপনোদিত হইয়া কেবল চতুর্বর্গরূপ গৌণ ফল লাভ হয়। সাধুসঙ্গের ফলে, ঝড়ে ঘটি সোজা হইবার ন্যায়, জীবের চিত্তবৃত্তির পরিবর্তনে অনাদি হরি-বৈমুখ্য হইতে কৃষ্ণোন্মুখতা ও তন্মুখোদ্‌গীর্ণা হরিকথারূপা শুদ্ধাভক্তি-ধারায় হৃদয়-পাত্র শ্রদ্ধাদিক্রমে নির্গুণা ভক্তিবারিতে পূর্ণ হইয়া উঠে। তটস্থ-স্থানীয় জীবের জড়-তাদাত্ম্য অপনোদিত হইয়া শুদ্ধাভক্তির মাধ্যমে স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্য লাভই হইতেছে সকল শ্রেয়ের শ্রেয়ঃ,— সকল লাভের পরম লাভ। ইহা কেবল সাধুসঙ্গাদিরূপ নিমিত্ত কারণ ও হরিকথারূপ উপাদান কারণ— যুগপৎ এই উভয় কারণের যাদৃচ্ছিক সংযোগ হইতেই সংঘটিত হইতে পারে।

"প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্॥"

(শ্রীভা° ১১।১১।৪৮)

অর্থাৎ—প্রায়শঃ সৎসঙ্গ ও তাহা হইতে শ্রবণ-কীর্তনাদি রূপ ভক্তিযোগের সংযোগ ভিন্ন শুদ্ধাভক্তি লাভের আর কোন উপায় নাই। কারণ সাধুদিগের আমিই একমাত্র আশ্রয়।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ

"কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ"— (শ্রীচৈ° ২।২২।৪৮) এই উক্তিদ্বারা সাধুসঙ্গকেই কৃষ্ণভক্তির (শুদ্ধাভক্তির) **'জন্মমূল'** বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। এইহেতু, প্রথমে সাধু বা মহতের তত্ত্ব সম্বন্ধে (স্বরূপ লক্ষণ) কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন।

যেমন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়—পরস্পর তিনের সহযোগে তিনই সিদ্ধ হয় ; একের অবস্থিতিতে অপর দুইটির অবস্থিতি অনিবার্য ; তেমনি ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান— এই তিনেরও অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। অতএব যেখানে ভক্ত, সেখানেই হরিকথাদি-রূপা ভক্তি এবং যেখানে ভক্তি সেখানেই শ্রীভগবানের অবস্থিতি অবশ্যই বুঝিতে হইবে। সুতরাং এই তিনেরই সম্বন্ধের নিরবচ্ছিন্নতা নিবন্ধন এই তিনই এক এবং একই তিন। আর এই তিনের সম্মিলনবার্তাই "ভাগবত-ধর্ম" নামে জগতে পরিকীর্তিত হইতেছেন।

"শ্রীহরিকথা" অর্থাৎ যথাক্রমে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-কথা, ইহা শ্রীহরি হইতে অভিন্ন হইলেও, বিশেষভাবে শ্রীনামী ও শ্রীনাম নিত্যযুক্ত অভেদ-তত্ত্ব। যেমন খোসা-আবৃত্ত ছোলা। বহিরাবরণ প্রযুক্ত বাহ্যতঃ একরূপে প্রতিভাত এইলেও, খোসা মধ্যে দুইটি দানার বিদ্যমানতা স্বতঃসিদ্ধ, তদ্রূপ তত্ত্ব-খোসার আবরণে শ্রীনামী ও শ্রীনাম অভিন্ন হইলেও, আবরণ মোচনে উভয়ে পৃথক বোধ হয়। ত্বক মধ্যে উভয় দানার অঙ্কুরাদি কার্য বিষয়ে কাহার কোন কার্য এরূপ বিচারের অবকাশ না থাকিয়া, যেমন যুগপৎ সিদ্ধ হইতেছে এইরূপ প্রতীয়মান হয়, তদ্রূপ অনন্ত সৃষ্ট্যাদি কার্যও শ্রীনামী ও শ্রীনাম—এই উভয়-স্বরূপ হইতে এক যোগেই সম্পাদিত হইয়া থাকে।

তাই শ্রুত্যুক্ত 'ব্রহ্ম' বা 'কৃষ্ণ' এবং 'প্রণব' বা 'কৃষ্ণনাম'— এই নামী ও নাম, উভয়েরই অভিন্ন কর্তৃত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের বাচক

প্রণব, উভয়েই অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া, শ্রুতিসকল একবার নামীকে যে অর্থে নির্দেশ করিতেছেন যথা,— "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য° ; ৩।১৪।১) অর্থাৎ, এই সমস্তই ব্রহ্ম ; আবার তদ্বাচক বা নামকেও সেই অর্থেই নির্দেশ করিতেছেন, যথা,—"ওমিতীদং সর্ব্বং" (তৈত্তি°, ১।৭)। "ওঁ" ইহাই এই সমস্ত। "ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং"। (মাণ্ডুক্য উ°।১) অর্থাৎ "ওঁ" এই অক্ষরটিই এই সমুদয়। এই অভিন্নতা সম্বন্ধে শ্রুতিতে আরও স্পষ্টোক্তি বিদ্যমান ; যথা,—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥— (কাঠকে, ২।১৬)

অর্থাৎ,— এই অক্ষরটিই (বা এই বর্ণটিই)—এই অক্ষরাকৃতি নামটিই ব্রহ্ম। এই অক্ষরই পরম অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত। এই অক্ষরটিকে জানিয়া, যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাঁহার তাহাই হয়।

শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মবস্তু বা অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের সবিশেষ ও নির্বিশেষ-ভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ। সবিশেষ ব্রহ্মই হইতেছেন পরোক্ষবাদে আচ্ছাদিত শ্রীকৃষ্ণ। (কৃষ্ণো ব্রহ্মৈব শাশ্বতম্। শ্রুতিঃ।) নির্বিশেষ ব্রহ্ম, শ্রীকৃষ্ণেরই অঙ্গকান্তি ; তাই তিনি নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। গীতায় এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণেরই নিজোক্তি রহিয়াছে,— "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্"— (গীতা, ১৪।২৭) অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম-স্বরূপের আমি প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।

তাহা হইলে বাচ্য ব্রহ্ম ও তদ্বাচক প্রণবে যখন অভিন্ন-তত্ত্ব হইতেছেন, তখন বাচ্য বা নামী শ্রীকৃষ্ণে ও তদ্বাচক শ্রীকৃষ্ণনামে— অর্থাৎ শ্রীভগবানে ও শ্রীভগবন্নামে অভিন্নতাই বুঝিতে হইবে, যাহা সর্বশাস্ত্রেই কীর্তিত হইয়াছে। যথা,—"অভিন্নত্বান্নামনামিনো—"— (পাদ্মে) অর্থাৎ "নাম নামী ভেদ নাই, যে হরি সে নাম।" (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা, "শ্রীনামচিন্তামণি" গ্রন্থের প্রথম কিরণে দ্রষ্টব্য।)

আবার শ্রীকৃষ্ণেরই নির্বিশেষ প্রকাশ যখন 'ব্রহ্ম' হইতেছেন, তখন ব্রহ্মবাচক প্রণবকে শ্রীকৃষ্ণনামেরই নির্বিশেষ প্রকাশ কিম্বা প্রণবের সবিশেষ প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণনাম— শ্রীভগবন্নাম, ইহাও শাস্ত্র প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায়। প্রণব হইতে যেমন সৃষ্টি ও বেদাদি শাস্ত্রের অভিব্যক্তির কথা জানা যায়, সেইরূপ অষ্টাদশাক্ষর কৃষ্ণনাম-মন্ত্র হইতে বেদাদির সহিত নিখিল সৃষ্টির উৎপত্তি-কথা, শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি প্রভৃতিতে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইতে দেখা যায়।

তাহা হইলে আলোচিত বিষয় হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান— যখন এই তিনে তাদাত্ম্য-প্রাপ্তরূপে তিনেরই একত্র অবস্থান, তখন 'সাধুসঙ্গ' বলিতে, যুগপৎ 'ভক্ত', 'ভক্তি' এবং শ্রীনাম ও শ্রীনামী অভিন্ন-স্বরূপে অবস্থিত— 'শ্রীভগবান'— এই তিনেরই একত্র সমাবেশ বুঝায়। আর ভক্তমুখে 'হরিকথার' অর্থ— শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-কথা এবং ইহার মধ্যে আবার শ্রীনাম-ই প্রথম উক্ত হওয়ায়, নামেরই সর্ব প্রাধান্য বা অঙ্গীত্ব উপলব্ধি হইতেছে। আবার অঙ্গী শ্রীনামের বিদ্যমানতায়, উহার অঙ্গরূপে তৎসহ শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্তি ও তৎফল প্রেমের বিদ্যমানতাও বুঝিতে হইবে, ইহাই মহতের স্বরূপ-লক্ষণ। অর্থাৎ উক্ত সমষ্টি বিষয়গুলির সমবায়ে যে 'মহৎ', তৎকৃপারূপ মৃতসঞ্জীবনীর স্পর্শে, মায়াহত জীবের প্রকৃষ্ট পুরুষকার জাগ্রত হইলে, সেই শুদ্ধ জীব-হৃদয়ে সাধু-মুখোদগীর্ণা হরিকথারূপ শুদ্ধাভক্তি সঞ্চারিত হইয়া, সেই নির্গুণা ভক্তির ক্রমিক উদয়ে, চিত্তের অমার্জিত, মার্জিত ও পরিমার্জিত অবস্থা-ভেদে উহা ক্রমশঃ 'সাধনভক্তি', ভাবভক্তি ও 'প্রেমভক্তি'রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সাধুসঙ্গের সাক্ষাৎ ফলরূপে কৃষ্ণোন্মুখতা ও তন্মুখোত্থিত অঙ্গী শ্রীনামের সংযোগে— শ্রবণ-কীর্তনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গের বিকাশ হইয়া শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয়ে,— জীবের জীবত্ব ভক্তত্বে পরিণত হইয়া অমৃতত্ব লাভে চিরধন্য হইয়া যায়। তাহা হইলে সাধুর সহিত নামী

হইতে অভিন্নরূপে শ্রীনামের অবস্থিতি বশতঃ সেই শ্রীনামই শুদ্ধাভক্তির উপাদান-কারণরূপেও গণ্য হইবার যোগ্য হইতেছেন। তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে— "সাধুসঙ্গ নাম বিনা প্রেম নাহি হয়।" অর্থাৎ সাধুসঙ্গ প্রেমের নিমিত্ত-কারণ ও শ্রীনাম উপাদান-কারণ হইতেছেন।

অতঃপর কৃষ্ণভক্তিজন্ম-মূলেরও আদি কারণ যাহা, সেই 'বীজতত্ত্ব' আলোচিত হইবে। 'বীজ' যেমন বৃক্ষের 'মূল' বা কারণেরও কারণ, তদ্রূপ সৃষ্টির মূলে বীজরূপে যুগপৎ অভিন্ন-স্বরূপে, শ্রীনামী ও শ্রীনামের নিরন্তর অবস্থিতির কথা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। তাই শাস্ত্রে বীজতত্ত্বরূপে বর্ণিত হইতে শ্রীনামী ও শ্রীনামকেই দেখা যায়। যথা,—

"বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।"

— (গীতা, ৭।১০)

আবার শ্রীনামের পরিচয়েও সেই একই কথা ;— "বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্য"। (পদ্যাবলী)। কিম্বা "কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর। বা "ভক্তিলতা বীজ"— ইত্যাদি। (শ্রীচরিতামৃতে।)

"ওমিতীদং সর্ব্বং।" (তৈত্তি, ১।৭) অর্থাৎ "ওঁকারই এই সমুদয়"— এই বাক্যে শ্রুতি, শ্রীভগবানের নির্বিশেষ নামকেই সৃষ্টির মূলে বীজরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। আবার শ্রীব্রহ্ম-সংহিতায়, ব্রহ্মাশ্রুত,— "শব্দব্রহ্মময়ং বেণুং বাদয়ন্তং মুখাম্বুজে।"— ইত্যাদি শ্লোকে ব্রহ্মা কর্তৃক সৃষ্ট্যাদির পূর্বে বংশীর মাধ্যমে শ্রীনামী ও শ্রীনামের অভিন্নতায় বীজ-স্বরূপে অবস্থিতি ও সৃষ্টিকার্যে সেই নামেরই কর্তৃত্বাদি প্রতিপন্ন হইতেছে। পূর্বোক্ত শ্রীগোপালতাপনীতে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রাত্মক শ্রীকৃষ্ণনামকেই এই সমুদয় বিশ্ব-সংসারের বীজ বা সর্বকারণরূপে উক্ত হইয়া সৃষ্টির মূলেও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনামেরই পারম্য সূচিত হইতেছে। শুধু বিশ্বোৎপত্তির কারণ বা বীজরূপে নহে, 'প্রণব' হইতে 'গায়ত্রী' এবং 'গায়ত্রী' হইতে 'বেদাদি'র উৎপত্তির মূলেও বীজরূপে সেই শ্রীকৃষ্ণনামেরই পারম্য শাস্ত্রে কীর্তিত

হইয়াছে। ইহা বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ হইলেও, নিম্নোক্তি হইতেও তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় ;—

"প্রণব সে মহাবাক্য— ঈশ্বরের মূর্ত্তি।
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ, জগতের উৎপত্তি ॥"

(শ্রীচরিতামৃতে— ২।৬।১৫৮)

স্বতরাং অভিন্ন কৃষ্ণ-কৃষ্ণনাম-বীজ হইতে বেদাদি শাস্ত্রের সহিত নিখিল বিশ্ব-সংসারের বিকাশ। এইজন্য সাধুসঙ্গকে ভক্তির 'মূল'রূপে কথিত হইলেও, সেই মূলেরও আদিকারণ 'বীজ' রূপে সাধু-হৃদয়ে ও সেই সাধু-মুখোদ্গীর্ণা শ্রীহরিকথার প্রারম্ভেই শ্রীনামেরও অবস্থিতি প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্বতরাং সাধু বা মহতের স্বরূপ-লক্ষণে ইহাই জানা যাইতেছে যে, সাধুসঙ্গের মাধ্যমে একাধারে সম্মিলিতভাবে, 'ভক্ত', 'ভক্তি' এবং (নাম ও নামী অভিন্ন-স্বরূপে) 'শ্রীভগবৎ'-সঙ্গ লাভ করা সম্ভব হয়। আবার উহার "কার্যদ্বারা জ্ঞান" বা তটস্থ-লক্ষণে জানা যায়, সেই-সাধুমুখোদ্গীর্ণা— হরিকথা অর্থাৎ শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকথা-শ্রবণাদি হইতে জীব-হৃদয়ে 'শুদ্ধাভক্তি' সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস।"— শ্রীচরিতামৃতোক্ত এই বাক্যানুসারে কৃষ্ণদাস্যই হইতেছে জীবের নিত্য স্বরূপ-গত ভাব, যাহা মায়াহত জীবের অনাদি বহির্ম্মুখতা বশতঃ জীব-হৃদয়ে নিত্য থাকিয়াও, অপ্রকাশ্যই থাকে। সাধুসঙ্গের প্রভাবে কৃষ্ণোন্মুখতার উদয় হইলে, সেই শুদ্ধ জীব-হৃদয় হইতে ভোক্তৃত্ব (আমি ভোক্তা) কর্তৃত্ব (আমি কর্তা) ও প্রভুত্ব (আমি প্রভু) অবিদ্যা-কৃত এই বিপরীত ভাব বিলুপ্ত হইয়া, আমি 'কৃষ্ণদাস' অপর কাহারো দাস নহি— "দাসভূত হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন"— (পদ্মপুরাণ ৬০ খণ্ড, ৯০ অঃ) এই শুদ্ধ বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। ইহারই নাম "কৃষ্ণোন্মুখতা।" ইহাই জীবের নিত্য স্বরূপ-গত

স্বভাব। মহৎ-সঙ্গ ও কৃপাদি হইতে সেই চিরসুপ্ত কৃষ্ণদাস-ভাবটি জাগিয়া উঠে। কিন্তু জীব-হৃদয়ে যে শুদ্ধাভক্তির উদয়, ইহা জীবের স্বরূপ-গত নহে ; মহৎমুখোত্থিত নির্গুণা হরিকথাদির সংযোগ হইতেই সঞ্চারিত ধর্ম। যেহেতু তটস্থা-শক্তি জীবে, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা শুদ্ধাভক্তি স্বতঃই থাকিতে পারে না, একারণে জীবের স্বরূপকে "নিত্য কৃষ্ণভক্ত" না বলিয়া, "নিত্য কৃষ্ণদাস" বলা হইয়াছে। প্রকৃষ্ট কৃষ্ণদাস্য বোধের উদয় হইলেই তৎসঙ্গে কৃষ্ণভক্তত্বও লাভ করা যায়। তদ্ভিন্ন অর্থাৎ মহৎ-সঙ্গ ও কৃপা-রহিত অপর সকল জীবেই, এমন কি কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী প্রভৃতি সকলেরই কর্তৃত্বাদি অভিমান থাকে বলিয়া, সে-স্থলে এই নিত্য কৃষ্ণদাস-ভাবটি উপলব্ধি হয় না।

শুদ্ধাভক্তি-সঞ্চারিত সাধক জীবে "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো" ইত্যাদি নবধা সাধন-ভক্তির সঞ্চার ও তৎফলে শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় হয়। এইজন্য সাধুর দিকে কীর্তন প্রধান, আর সাধকের দিকে তৎ-শ্রবণ প্রধান। আবার উক্ত শ্রবণ-কীর্তনের মধ্যে শ্রীনামই সর্বপ্রধান।

এই হেতু সর্ববীজ-স্বরূপ সেই শ্রীনাম সঙ্কীর্তনের মহামহিমা শ্রীভাগবতে সুস্পষ্টরূপে কীর্তিত হইয়াছে,

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥
— (শ্রীভাঃ ১১।৫।৩৬)

অর্থাৎ,— সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান দেহিদের পক্ষে যে সঙ্কীর্তন হইতে পরম শান্তি লাভ ও সংসার-গতি রোধ হয়, তদপেক্ষা 'পরম লাভ' অপর কিছুই নাই।

অতঃপর সাধুসঙ্গের 'তটস্থ-লক্ষণ' অর্থাৎ প্রভাব বা মহিমাংশ আলোচিত হইবে। তটস্থ-লক্ষণ হইল— কার্যদ্বারা জ্ঞান। ভক্ত-মহতের বা সাধুর কার্য দ্বারাই প্রকাশ হয় তদীয় অসমোর্দ্ধ মহিমা।

গঙ্গাদি পুণ্যতোয়া নদীসকল ও কুরুক্ষেত্র, কাশী, পুষ্কর প্রভৃতি পুণ্যতীর্থ সকল, সকাম জীবের পাপক্ষয়, পুণ্যসঞ্চয় ও মোক্ষসাধন পর্যন্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ "চতুর্বর্গ" প্রদান করিতে যে সমর্থ, ইহা সুবিদিত। কিন্তু উক্ত পাপনাশ ও পুণ্যাদি চতুর্বর্গ প্রদান করিতে গিয়া, তাঁহারা নিজেরাও তীর্থযাত্রিগণের পরিত্যক্ত মালিন্যাদি গ্রহণে মলিন বা অতীর্থ হইয়া পড়েন। তদবস্থায় ভক্তসাধুগণের সমাগমে ও সংস্পর্শ-প্রভাবে উক্ত মালিন্যাদি অপসারিত হইয়া, তীর্থসকলের পুনরায় তীর্থত্ব-প্রাপ্তি ও তৎফলে পাবকত্ব লাভ করা সম্ভব হইয়া থাকে। মহাত্মা বিদুরের প্রতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সশ্রদ্ধ উক্তি হইতেই একথার সম্যক উপলব্ধি হইতে পারে। যথা,—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা॥
— (শ্রীভাঃ ১।১৩।১০)

অর্থাৎ, হে বিভো! আপনার ন্যায় ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিরাই স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ পবিত্র। বিশেষতঃ যাঁহাদের হৃদয়ে গদাধর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বিরাজমান, তাঁহারা কেবল তীর্থসকলের পবিত্রতা দানের নিমিত্তই তীর্থে গমন করিয়া থাকেন; নতুবা তীর্থভ্রমণে তাঁহাদের কোনই প্রয়োজন নাই।

ইহার তাৎপর্যার্থ,— ভগবদ্ভক্তগণের তীর্থভ্রমণে তাঁহাদের নিজেদের কোনই প্রয়োজন নাই, তথাপি তাঁহারা যে স্বতঃই তীর্থভ্রমণ করেন, তাহা কেবল সকাম সংসারী ব্যক্তিগণের সংসর্গে মলিনতা-প্রাপ্ত তীর্থসকলকে তাঁহাদের পবিত্রতা দানে পবিত্র করিবার নিমিত্তই। এতাদৃশ ভক্ত-সাধুগণের মহিমার কথা আর অধিক কি বলা যাইতে পারে!

আবার সাধু-সমাগম সুদুর্লভ বলিয়া গঙ্গাদি পুণ্যতোয়া নদী ও পুষ্করাদি পুণ্যতীর্থ সকল পবিত্রতা লাভের প্রয়োজনে, যেখানে সাধুমুখে হরিকথারূপ পীযূষ-ধারা প্রবাহিতা, তথায় নিজেরাও যাইয়া অবস্থান করেন। যথা,—

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী গোদাবরী সিন্ধু সরস্বতীশ্চ।
পুণ্যানি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার কথা প্রসঙ্গ॥

অর্থাৎ,— যেখানে সাধুমুখে শ্রীভগবানের উদার কথা প্রবাহিতা, সেখানেই গঙ্গা, যমুনা বেণী, গোদাবরী, সিন্ধু সরস্বতী প্রভৃতি নদী সকল এবং অপরাপর পুণ্যতীর্থ সকল বসতি করিয়া থাকেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাধুমুখে প্রবাহিতা হরিকথার সীমিত বা অল্প স্থানে কিরূপে গঙ্গাদি নদী সকলের এবং কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থ সকলের অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে? আর তাহা অপরের নিকট দৃষ্ট-ই বা হয়েন না কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উক্ত নদী ও তীর্থ সকল সাধুমুখোত্থিত শ্রীহরিকথাস্থলে সকায়ায় উপস্থিত না হইয়া, তাহাদের অধিষ্ঠাত্রীরূপে অবস্থান করিয়া, তাঁহাদের অন্তর্ধান-শক্তি-প্রভাবে সাধারণ দৃষ্টির অদর্শনীয় থাকেন। দেবতাগণেরও এই অন্তর্ধান-শক্তি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধই আছে।

পূর্ব-আলোচিত বিষয় হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সাধুমুখে যে হরিকথা, অর্থাৎ শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, ও লীলা-কথা, তাহা শ্রীহরি হইতে অভিন্ন। তথাপি বীজধর্মী-রূপ বৈশিষ্ট্য বশতঃ কেবল শ্রীনামী ও শ্রীনাম উভয়ে যে সম্পূর্ণ অভিন্ন-তত্ত্ব এখন সেই কথাই বলা হইতেছে আরও বিস্তারিত ভাবে। যথা,—

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

অর্থাৎ,— স্বয়ং-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, নারদকে বলিতেছেন—, "হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠেও থাকি না, যোগিদিগের হৃদয়েও থাকি না, আমার ভক্তগণ যেখানে কীর্তন করেন, কেবল সেখানেই আমি অবস্থান করি।"

ইহার তাৎপর্যার্থ,— শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্বয়ং-ভগবান্; তিনি স্বয়ংরূপে বৈকুণ্ঠলোকে থাকেন না, সেখানে অবস্থান করেন— তাঁহার বিলাস-

স্বাংশাদিরূপে। যোগির হৃদয়েও তিনি বিরাজ করেন না, কারণ সর্বজীবের হৃদয়ে, অংশে পরমাত্মারূপেই তাঁহার অবস্থান,-- স্বয়ংরূপে নহে। তদীয় গীতোক্তি হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়,—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।

— (গীতা, ১০।২০)

অর্থাৎ, হে গুড়াকেশ (জিতনিদ্র অর্জুন) আমি সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মা।

শ্রীভগবান্ অংশে পরমাত্মারূপে সর্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান করিলেও, তাহা বহির্মুখ জীবসাধারণের দৃশ্য নহে। অষ্টাঙ্গ-যোগিগণই নিজ উপাস্যরূপে উহা দর্শন করিতে পারেন। যথা,—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ,-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥

— (শ্রীভা° ২।২।৮)

অর্থ,— কেবলমাত্র কোন কোন সাধক নিজ দেহান্তর্গত হৃদয়-মধ্যস্থিত শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদেশ-পরিমিত পুরুষকে স্মরণাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি",— এই পূর্বোক্তি হইতে তদীয় ভক্তজনের ভক্তি সহকারে কীর্তিত শ্রীনামের সহিত স্বয়ংরূপে অবস্থিতিই বুঝাইতেছে। শ্রীনামী ও শ্রীনাম অভিন্ন-তত্ত্ব বলিয়া, পরমাত্মারূপে অংশে অবস্থিতির কথা নহে। কিম্বা পূর্বোক্ত তীর্থাদির ন্যায় অধিষ্ঠাত্রী-রূপে নিজমালিন্য অপসারণে পবিত্রতা লাভ করিবার জন্যও নহে। কারণ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং-ভগবান যিনি, তাঁহাতে কোন মালিন্যাদি দোষের লেশাভাসও থাকা সম্ভব নহে; সুতরাং তাঁহার মালিন্য অপনোদনের কোন প্রশ্নই উঠে না। শ্রীনামী ও শ্রীনাম অভেদ-তত্ত্ব বলিয়া, যেখানে তদীয় নাম, সেখানেই স্বয়ংরূপে তাঁহার অবস্থান বুঝিতে হইবে। আবার "ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম," (চৈঃ চঃ)— এই উক্তি হইতে বুঝা

যায়— শ্রীহরিকথারূপে তৎসহ কেবল ভক্তের মুখেই নহে, ভক্তের বুকেও শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন— স্বয়ংরূপে।

যে-হৃদয়ে শ্রীহরিকথারূপা ভক্তি-নির্ঝরিণী কুলু কুলু রবে প্রবাহিতা, যে সুপবিত্র হৃদয়-মন্দির বিষয়-বাসনাদি-ধূলি-ধূমাদি মালিন্যহীন ও স্বার্থের সকল কোলাহলশূন্য ও সম্পূর্ণ নিষ্কাম বলিয়া— নীরব, নিঃশব্দ, নিরালা, কেবল কৃষ্ণার্থ ব্যতীত, স্বার্থতাৎপর্যের লেশাভাসও যেখানে বিদ্যমান নাই,— সেই পরম সুনির্মল, সুশীতল ও শান্তিময় ভক্তের হৃদয়-মন্দিরই শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামের উপযুক্ত স্থল। বিশ্রাম অর্থে নিদ্রা নহে; আয়াস বা শ্রমশূন্য কেবল সুখানুভূতিই বুঝায়। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগী কোন হৃদয়েই বিশ্রাম হয় না তাঁহার— কৃষ্ণার্থের স্থলে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিরূপ স্বার্থ বা স্বপ্রয়োজন-পরতা বিদ্যমান থাকায় সেখানে। সাক্ষী পরমাত্মারূপে সর্বজীব-হৃদয়ে অবস্থান কালে নিজে নির্লিপ্ত থাকিলেও, জীবের শুভাশুভ সকল কর্ম-বাসনা ও তৎফলভোগ প্রত্যক্ষ করিতে হয় তাঁহাকে। যেমন গীতায় উক্ত হইয়াছে—

"অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়ম্ অব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥"

—(গীতা, ১৩।৩১)—

অর্থাৎ, হে কৌন্তেয়, অনাদিত্ব ও নির্গুণত্ব হেতু এই অব্যয় (বিকারহীন) পরমাত্মা দেহমধ্যে অবস্থিত হইয়াও কোন কর্ম করেন না এবং কোন কর্মফলে লিপ্তও হয়েন না। সকাম জীবের হৃদয়ে সর্বদা বিষয়-বাসনার দুর্গন্ধে,—এমন কি জ্ঞানী, যোগীর ক্ষেত্রেও মুক্তি, সিদ্ধি প্রভৃতি স্বপ্রয়োজনের চীৎকারের কোলাহলে, সেই নির্লিপ্ত অনাদি ও নির্গুণ পরমাত্মা-স্বরূপে বিশ্রাম হয় না তাঁহার। তাই সকল কামনা-বাসনাহীন কৃষ্ণ-সুখার্থে সকল স্বার্থ-পরিত্যক্ত নির্মল, শুচিস্নিগ্ধ পরম রমণীয় নিরালা—

এমন যে ভক্তের হৃদয়-মন্দিরটিই বাছিয়া লইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ, নিরন্তর বিশ্রাম-সুখের জন্য। শুধু তাহাই নহে,—উভয় বীণার তারে তারে মিলিয়া গিয়া যেমন একসুর— একতানতার প্রকাশ হয়, সেইরূপ ভক্ত-হৃদয়-তন্ত্রীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ের তার একতানতা প্রাপ্ত হইয়া উভয় হৃদয়ে এক সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে,—একথা নিজ মুখেই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন ; যথা,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

—(শ্রীভা° ৯।৪।৬৮)

অর্থাৎ,—সাধু আমার হৃদয় এবং আমি সাধুর হৃদয়। আমাকে ছাড়া তাঁহারা অন্য কিছুই মানেন না এবং তাঁহাদের ছাড়াও আমি অণুমাত্র অপর কিছু জানি না।

ভক্ত ও ভগবানের হৃদয়ে হৃদয়ে এইরূপে একতা হইয়া যাওয়ায়, উভয়ের হৃদয়ের সুরের ঐক্যতানের মধ্যেই উভয় হৃদয়ের একাভিপ্রায়তা সাধিত হইয়া থাকে। কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীর হৃদয়ে যথাক্রমে বিষয়-বাসনারূপ দুর্গন্ধ ও অন্যত্র স্ব-প্রয়োজন-পরতারূপ কোলাহলাদি উত্থিত হওয়ায়, হৃদয়ের একপ্রাণতা সাধিত হওয়া দূরের কথা, শ্রীভগবানের বিশ্রাম-স্থলই হইতে পারে না সে-হৃদয়ে। এইহেতু সাক্ষাৎভাবে শ্রীভগবান যে ভক্তি ব্যতীত কর্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি অপর কোন সাধন দ্বারাই লভ্য হয়েন না এ-কথা তদীয় শ্রীমুখের উক্তি হইতেই অবগত হওয়া যায় ; যথা,—

ন সাধয়তি মাং যোগো, ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা ॥

(শ্রীভা° ১১।১৪।২০)

অর্থাৎ,—শ্রীভগবান কহিলেন, হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গযোগ, সাঙ্খ্যোক্ত তত্ত্ব-বিচাররূপ জ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাসাদিরূপ ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা আমি সেরূপ সাধিত হই না,—আমাতে বর্দ্ধিতা ভক্তি দ্বারা আমি যেমন বশীভূত হইয়া থাকি।

ইহার কারণ সম্বন্ধেও তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে ;—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম— অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী— সকলি অশান্ত॥"

—(শ্রীচরিতামৃত, ২।১৯।১৩২)

তৃতীয় প্রসঙ্গ

ভক্তজনের কৃষ্ণসেবা-বাসনার তারতম্য অনুসারে দেখা যায়, শ্রেষ্ঠত্বের পরিসীমা শ্রীরাধিকাতেই অবধি-প্রাপ্ত। তাই শ্রীভগবানের বিশ্রাম-সুখেরও সীমা, সেই মহাভাব-স্বরূপিনী ভক্তিমহারাণী শ্রীরাধিকার হৃদয়েই পর্যবসিত। কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সুখের অনুভূতিতেই রাধিকা-হৃদয় পূর্ণ। সেখানে স্বতন্ত্র কোন সুখানুভূতিই নাই।

রাগভক্তির সম্পূর্ণ নিষ্কামতার কথা, আত্মসুখানুসন্ধান-শূন্যা ও ভগবৎ-সুখতাৎপর্যময়ী অভিব্যক্তির চরমাবস্থা নিম্নোক্ত উদাহরণের মাধ্যমেই পরিস্ফুট হইবে। যথা,—দেহত্যাগ করিয়াও স্বদেহস্থিত পঞ্চভূত দ্বারা (অপ্রাকৃত বা চিন্ময় ক্ষিত্যাদি দ্বারা) শ্রীকৃষ্ণসেবা-লালসায় সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি,—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়-মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয় বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ॥

—(উজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত পদ্যাবলী)

অর্থ,—(শ্রীরাধিকা ললিতাকে বলিলেন— সখি হে, কৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনে আর আগমন না করেন, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে পাইব না এবং তিনিও আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না, সুতরাং এই সেবাহীন দেহ অতিকষ্টে আর রক্ষা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। আমি ইহা পরিত্যাগ করিলে তুমিও আর যত্ন করিয়া ইহাকে রক্ষা করিও না।)

আমার এই দেহ পঞ্চত্ব লাভ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে আকাশাদি পঞ্চভূতের সহিত সংমিশ্রিত হউক। আমি মস্তক অবনত করিয়া বিধাতার নিকট

এই একটি বর ভিক্ষা করিতেছি, যেন শ্রীকৃষ্ণের বিহার-দীর্ঘিকায় ইহার জল, তাঁহার মুকুরে ইহার অনল, তাঁহার ব্যজনে ইহার বায়ু ও তাঁহার গমনাগমন-পথে ইহার ক্ষিতি প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হয়।

হৃদয়ে সেই কৃষ্ণসেবা-সুখাস্বাদনের প্রগাঢ় অবস্থায় উহা স্ফারতা প্রাপ্ত হইয়া, অন্তরের সেই অনুভূতি উথলিত হইয়া যখন বাহিরেও উহা শত সহস্র ধারায় প্রকাশ পায়, তখনই এক শ্রীরাধারাণী শতকোটি গোপিনীরূপে সমূর্তা হইয়া, হৃদয়-কুঞ্জ-বিহারী শ্রীহরিকে বিশ্রামসুখ দান করেন, বাহিরেও অশেষ কুঞ্জ রচনা করিয়া। ইহাই ব্রজগোপিকার কুঞ্জসেবা ও নিভৃত নিকুঞ্জে শ্রীকুঞ্জবিহারীর—প্রেমবিলাস-লীলা। ইহা ভক্ত-হৃদয়েও যেমন নিত্য বিরাজিত, তেমনি বাহিরেও নিত্য লীলায়িত। কোন দিকেই বিরত হয় না কোনদিন। ভক্ত-হৃদয়ের এই উদ্বেলিত— সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত— স্ফারতা-প্রাপ্ত সেবানুভূতি-সিন্ধুর এক বিন্দুর ইঙ্গিত পাওয়া যায়, ভক্তজনের নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যে ;—

"মনে করি নদে জুড়ি হৃদয় বিছাই।
তাহার উপরে সোনার গৌরাঙ্গ নাচাই ॥"

যে ভক্ত-হৃদয়ে শ্রীভগবানের সতত বিশ্রামস্থল,—ভক্তি ও ভগবানের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত সেই শ্রীহরিভক্ত সাধুগণ হইতে শ্রেষ্ঠতায় আর অধিক কিছুই থাকিতে পারে না। তন্মধ্যে আবার ঐকান্তিক কৃষ্ণাশ্রিতগণের মহিমার সীমা নাই। তাই শাস্ত্রে কর্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি হইতে ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব ও তন্মধ্যে একান্তী জনের পারম্য পরিকীর্তিত হইয়াছে বিশেষ ভাবে। যথা,—

সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ।
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে ॥

বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে।
একান্তিনস্তু পুরুষা গচ্ছন্তি পরমং পদম্॥
[শ্রীহরিভক্তিবিলাস-ধৃত—১০।১১৭, গারুড় বচন][1]

অর্থাৎ,—সহস্র যাজ্ঞিক কর্মী অপেক্ষা এক বেদান্তবিদ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। আবার কোটি বেদান্তবিদ অপেক্ষা একজন বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। আবার সেইরূপ সহস্র বৈষ্ণবের মধ্যে একান্তী ভক্ত যে বৈষ্ণব, তিনিই গরীয়ান। কারণ একান্তী ভক্তেরাই পরমপদ শ্রীবিষ্ণুকে (বা স্বয়ংরূপে শ্রীকৃষ্ণকে) লাভ করেন।

এইরূপে, সহস্র ভক্তের মধ্যে আবার একান্তী শ্রীকৃষ্ণভক্তের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে—গীতায়, তদীয় সাক্ষাৎ শ্রীমুখের উক্তিতেই। নিজ শ্রীঅঙ্গে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া—"যে আমাকেই ভজনা করে"—এই উক্তি দ্বারা ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তেরই সর্বোত্তমতা সমর্থিত হইয়াছে। যথা,—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"
—(গীতা, ৬।৪৬-৪৭)

অর্থাৎ,—কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্বিগণ অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ ; ইষ্টাপূর্তাদি ও যজ্ঞাদি কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। সুতরাং হে অর্জুন, তুমি যোগী হও। আবার যোগিদিগের মধ্যে (অর্থাৎ কর্মযোগী, জ্ঞানযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও ভক্তযোগী মধ্যে) যে ভক্ত আমাতে শ্রদ্ধাবান ও মদ্গতচিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই ভজনা করেন,—তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ; আর ইহাই আমার অভিমত।

এস্থলে 'মদ্গতে' অর্থে আমাতে—শ্রীকৃষ্ণে এবং 'অন্তরাত্মনা' অর্থে

১। শরচ্চন্দ্র শর্মা-সম্পাদিত সংস্করণ।

সর্বান্তঃকরণ দ্বারা সর্বভাবে আমাতে আসক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণময় অন্তঃকরণ বা হৃদয় যাঁহাদের, তাঁহারাই "একান্তী ভক্ত"—ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

গীতার অন্যত্রও এইরূপেই উক্ত হইতে দেখা যায়। যথা,—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥

—(গীতা, ১২।২)

অর্থাৎ,— শ্রীভগবান কহিলেন— যাঁহারা উত্তমা মদ্বিষয়া শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া আমাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া নিত্য নিষ্ঠার সহিত আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই সর্বোত্তম সাধক বলিয়া আমার অভিমত।

একান্তী ভক্ত-সাধুগণই হরিময় এবং শ্রীহরিও এতাদৃশ ভক্তময় হইয়া, সেই ভক্ত-হৃদয়ে বিশ্রাম-সুখ লাভ করেন; এবং ভক্তও শ্রীভগবানের সুখানুভব-সুখ ব্যতীত অপর কোন আত্মসুখের সন্ধানও রাখেন না। উভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে একপ্রাণতার ইহাই অর্থ। এইরূপ ক্ষেত্রেই হরিময় ভক্ত-হৃদয়ের অনুভব ভগবানের হৃদয়ে এবং ভগবৎ-হৃদয়ের অনুভব সেই ভক্ত-হৃদয়ে অনুস্যূত হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত, "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্—" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য অর্থাৎ ভক্ত ও ভগবানের অন্তরের একপ্রাণতার কথা নিম্নোক্ত শ্লোকে, তদীয় শ্রীমুখের উক্তিতে স্পষ্টতঃ জানিতে পারি আমরা। যথা,—

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

(গীতা, ৯।২৯)

অর্থাৎ,— শ্রীভগবান কহিলেন,— আমি সর্ব জীবেই সমভাবাপন্ন। কেহ আমার দ্বেষ্য বা শত্রু এবং প্রিয় বা মিত্র নহে। কিন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তি সহকারে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে এবং আমিও তাঁহাদিগতেই অবস্থান করি।

হ্লাদিনী শক্তির আশ্রয় শ্রীভগবান নিজে সুখ-স্বরূপ হইয়াও হ্লাদিনীর দ্বারা সুখাস্বাদন করেন এবং তদীয় ভক্তগণকেও সুখাস্বাদন করাইয়া থাকেন ; যথা,—

"হ্লাদকরূপোঽপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি
চ সা হ্লাদিনী।" —(শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভঃ, ১১৭ অনু°)

এই হ্লাদিনী যখন ভগবানের মধ্যে থাকেন,—তখন নাম হয় 'শক্তি'। আর যখন ভক্তের মধ্যে থাকেন,—তখন নাম হয় 'ভক্তি'। 'ভক্তি' বলিতে আমরা সাধারণতঃ ভগবৎ-প্রিয়তাকেই বুঝি এবং 'ভক্ত' বলিতে এই ভগবৎ-প্রীতি যাঁহার আছে, তাঁহাকেই বুঝিয়া থাকি। ভক্ত-হৃদয়ে অবস্থিত এই ভক্তি যখন শ্রীভগবানকে বিষয় করে, অর্থাৎ তৎ-বিষয়িনী হয় বা তাঁহাতে গিয়া স্পর্শিত হয়, তখন ভগবানের আনন্দের প্রকাশ হয়। সেই ভগবৎ-সুখ আসিয়া আবার ভক্তকেও সুখী করে অর্থাৎ সেবানন্দ দান করে। যেমন সান্ধ্য সমীরণের সুখ-স্পর্শেই মুকুলিত রজনীগন্ধা প্রস্ফুটিত হইয়া নিজের সুবাস মাখাইয়া দেয় বাতাসের বুকে ; আর সমীরণ ফিরিয়া আসে সেই গন্ধ হৃদয়ে বহন করিয়া ; সেইরূপ ভক্তের হৃদয়স্থ ভক্তির স্পর্শ লাগিয়া, সুখ-স্বরূপ শ্রীভগবানে অবস্থিত সুপ্তা হ্লাদিনী সক্রিয় হইয়া, তাঁহাকে সুখী করিয়া তোলে, আবার ফিরিয়া আসে সেই ভগবৎ-সেবা-সুখ বহন করিয়া,—যে সুখ-সৌরভের সংস্পর্শে ভক্ত-হৃদয়ও ভরিয়া উঠে উচ্ছলিত হইয়া। অতএব ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান, একাধারে এই তিন—পরস্পর তাদাত্ম্য হইয়া যেখানে পরস্পরের সুখানুভূতির আবিষ্টতায় পরস্পর একপ্রাণতা প্রাপ্ত, সেই ভক্ত-মহতের মহিমা হইতে আর অধিক বা সমান কি থাকিতে পারে?

পুণ্য তীর্থগণও ভক্ত-মহৎগণের সঙ্গলাভে পবিত্র হয়েন একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তীর্থের উপরেও দেবতাগণের মহিমা। দেবতাসকলের মধ্যে আবার 'ব্রহ্মা' ও 'রুদ্র'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। সেই ব্রহ্মা ও রুদ্র হইতেও যে

ভক্ত বা ভাগবতগণের মহিমা অধিক, ইহা স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। যথা,—

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং মম॥
—(শ্রীহরিভক্তিবিলাস-উদ্ধৃতি ১০।৬৫)

অর্থাৎ, ইন্দ্র বলিতেছেন, কলিযুগে 'ভাগবত' নাম দুর্লভ বলিয়া[1] প্রায়ই ভক্ত অলভ্য। এই ভাগবতপদ ব্রহ্ম-রুদ্রাদিপদ হইতেও উৎকৃষ্ট। একথা আমার শ্রীগুরু বৃহস্পতি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে।

---

১ শ্রীগৌর-প্রকটিত বর্তমান কলিযুগ ব্যতীত অপর সকল কলিযুগেই 'ভাগবত' বা ভক্ত নাম পর্যন্তও দুর্লভ, সুতরাং 'ভক্ত' যে সুদুর্লভ, ইহার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন। তাহার কারণ এই যে,—শ্রীহরিনাম সকল কলিযুগেরই "যুগধর্ম" হইলেও, তাহা সাধারণ সর্ব কলিযুগের মনুষ্যগণের পক্ষে গ্রহণে প্রবৃত্তি থাকে না। "যক্ষ্যন্তি ন তৎ কলৌ জনাঃ"—(শ্রীভা০ ১২।৩।৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এইহেতু সাধন-বিহীন বলিয়া কলিযুগে ভক্ত ও সাধুসঙ্গাদি দুর্লভ। কিন্তু বর্তমান শ্রীগৌর-প্রকটিত কলিযুগ-বিষয়ে স্বতন্ত্র লক্ষণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কলিযুগে বহুজনেরই, শ্রীনারায়ণপরায়ণ অর্থাৎ হরিভক্ত হইবার কথা উক্ত হইয়াছে ;—"কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ।" (শ্রীভা° ১১।৫।৩৮ দ্রষ্টব্য)

অধিকন্তু এই কলিযুগে যুগধর্ম শ্রীনাম ইচ্ছামাত্র সর্বজনের গ্রহণীয়ও হইয়াছেন,—সেই শ্রীভগবৎ-কৃপায়। অতএব কলিযুগের বর্তমান অবস্থায় ভক্ত-সাধু দুর্লভ না হইলেও কলি-কৃত নামাপরাধের প্রাচুর্য বশতঃ অপ্রসন্ন শ্রীনাম হইতে ভক্তির উদয় বর্তমানে প্রায়শঃ অল্প স্থলেই লক্ষিত হইয়া থাকে।

এই যুগে শ্রীনাম গ্রহণীয় হইবার ও নামাপরাধ না থাকিলেও তাহা হইতে সর্বোত্তম প্রেমোদয় হইবার সুযোগ বশতঃ, সত্যাদি যুগের জনগণও এই শ্রীগৌর-প্রকটিত বিশেষ কলিযুগে জন্মলাভের জন্য প্রার্থনা করেন, একথা "কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।"— ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় শ্লোক (১১।৫।৩৮) হইতে অবগত হওয়া যায়।

সুতরাং মনুষ্যলোকের ও দেবলোকের সুখ-সম্পদের সহিত মহৎগণের মহামহিমার আর কি-ই বা তুলনা হইবে? যাঁহাদের মহিমার লবমাত্রের সহিতও স্বর্গ ও মোক্ষ-সুখের তুলনা হয় না। যথা,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥
—(শ্রীভা°, ১।১৮।১৩)

পুণ্য তীর্থাদি-সেবন ও দেবতা-পূজনের ফলে স্বর্গ ও মুক্তি লাভ হয়; সেই স্বর্গ ও মুক্তির সহিত যখন সাধুসঙ্গের লবমাত্রেরও তুলনা হয় না, তখন আর কাহার সহিত, সাধুর বা সাধুসঙ্গের মহিমার তুলনা হইবে? সর্বোর্দ্ধ ব্রহ্মলোক হইতেও মহিমায় অধিক যে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবৎ মহিমা—এক ভক্তাধারে অবস্থিত এই তিনের সম্মিলিত মহিমার সীমা, আর কি দিয়া প্রদর্শিত হইবে? যাহার অবিদ্যমানতায় ব্রহ্মলোকের গৌরবও তুচ্ছাতি-তুচ্ছ হইয়া যায়,—এ কথা নিম্নোক্ত শ্লোকে ব্যক্ত করা হইয়াছে; যথা,—

ন যত্র বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধাপগা,
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ,
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥
—(শ্রীভা° ৫।১৯।২৩)

অর্থাৎ,—যে-স্থানে শ্রীভগবানের লীলাকথারূপা অমৃত-নদী প্রবাহিতা হয় না, যে-স্থানে ভগবদাশ্রিত সাধুগণ অবস্থান করেন না, যে-স্থানে নৃত্য গীতাদি মহোৎসবযুক্ত যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির পূজা অনুষ্ঠিত হয় না, সেই স্থান ব্রহ্মলোক সদৃশ হইলেও তথায় বাস করিবে না।

একাধারে সেই ভক্তি, ভগবান ও ভক্তের পরস্পর তাদাত্ম্যরূপ একত্র সমাবেশে যে সাধুসঙ্গ-মহিমা, সেই ভক্ত-মহৎসঙ্গের তুলনা দিবার স্থান আর

কোথায় মিলিবে? একমাত্র শ্রীভগবন্মহিমাই সর্বোপরি বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই ভক্তগণকেই নিজ প্রতিনিধিরূপে শ্রীভগবান কর্তৃক নির্বাচন করিবার সুস্পষ্ট নির্দেশ, নিম্নোক্ত শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায়; যথা,—

> ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
> তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥
>
> (হ° ভ° বি° ১০।৯২)

অর্থাৎ,— অভক্ত হইলে চতুর্বেদীয়ও আমার প্রিয় নহে; কিন্তু আমার ভক্ত নিষাদ হইলেও, সে-ই আমার প্রিয় বলিয়া জানিবে। অতএব আমাকে যাহা কিছু সমর্পণীয়, তাহা তাহাকেই দান করিবে। আমার নিকট হইতে যাহা কিছু গ্রহণীয় তাহা তাহার নিকট হইতেই গ্রহণ করিবে; সেই ব্যক্তিকে আমারই ন্যায় পূজনীয় জানিবে।

অতএব শ্রীভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ যাঁহারা, সেই ভক্ত-সাধুগণের অসমোর্দ্ধ মহিমার তুলনা আর কোথায় মিলিবে? সুতরাং নিজ অভিন্ন-হৃদয় ও একপ্রাণতায় আবদ্ধ একান্তী ভক্তগণই তাঁহার পরম প্রিয়। তদ্রূপ ভক্তপ্রবর শ্রীমদুদ্ধবকে উপলক্ষ করিয়া তাই শ্রীভগবান স্বয়ং শ্রীমুখে বলিতেছেন, যথা,—

> ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
> ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥
>
> (শ্রীভা° ১১।১৪।১৫)

অর্থাৎ— হে উদ্ধব! তোমাসদৃশ ভক্তগণ আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা (আমার পুত্র হইয়াও) সেইরূপ প্রিয়তম নহেন; শঙ্কর (আমার স্বরূপ হইয়াও) সেইরূপ প্রিয়তম নহেন; লক্ষ্মীদেবী (মদীয় স্ত্রী হইলেও

আমার সেইরূপ প্রিয়তমা নহেন ; এমন কি আমার স্বীয় মূর্তিও আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহে।

একান্তী ভক্তগণের প্রতি শ্রীভগবানের প্রিয়তা যে কতই গভীর, তদীয় হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উচ্ছ্বসিত আবেগময়ী উক্ত বাণী হইতেও তাহা বুঝা যাইতে পারে। তাই কেবল প্রতিনিধিত্ব বা প্রিয়ত্বই নহে, ভক্তগণ কর্তৃক শ্রীভগবানের নিজ বশ্যতার কথাও বিদিত হওয়া যায়।

শ্রীভগবান যে স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-পরতন্ত্র, সর্বাধীশ হইয়াও যে ভক্তাধীন এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও যে কেবল ভক্তের ভক্তি দ্বারাই প্রকাশের অপেক্ষা রাখেন,—একথা তিনি পরম উল্লাসভরে শ্রীমুখেই প্রকাশ করিয়াছেন; যথা,—

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥
যে দারাগারপুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে॥
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

—(শ্রীভা° ৯।৪।৬৩-৬৬)

অর্থাৎ,— আমি ভক্তাধীন ; ভক্তের নিকট আমার কোন স্বাধীনতা নাই। আমি ভক্তজনপ্রিয়। ভক্তগণ কর্তৃক আমার হৃদয় গ্রস্ত হইয়াছে।

যাহাদের আমিই একমাত্র গতি, সেই সকল সাধু-ভক্তজন ব্যতীত আমি আপন আত্মাকে এবং আত্যন্তিকী শ্রীকেও ভালবাসি না।

ফলতঃ যাহারা পুত্র, কলত্র, গৃহ, স্বজন, ধন, প্রাণ এবং ইহলোক ও

পরলোক পর্যন্ত সমস্তই পরিত্যাগ পূর্বক আমার শরণাপন্ন হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কি প্রকারে উৎসাহী হইতে পারি ?

সর্বত্র সমদর্শী সাধুগণ আমাতে নিজ নিজ হৃদয় বন্ধন করিয়া, যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমনি তাহারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে।

সর্বাধীশের ভক্তাধীনতা-সুখের এই হৃদয়-ভরা আবেগের কথা, নিম্নোক্ত শ্লোকেও প্রচারিত রহিয়াছে, যথা,—

সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেষু স্নেহরজ্জুভিঃ।
অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥
ত্যক্তবন্ধুজনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্।
একস্তস্যাস্মি স চ মে ন চান্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃদ্।

—(হরিভক্তিসুধোদয়ে,—)

অর্থাৎ,— আমি সদা মুক্ত হইয়াও ভক্তের স্নেহ-রজ্জু দ্বারা বদ্ধ। আমি অজেয় হইয়াও ভক্তের দ্বারা জিত হইয়া থাকি। যাহারা আত্মীয়-বন্ধুজনের স্নেহ-পাশ ছিন্ন করিয়া আমার প্রতি রতি বিস্তার করে, একমাত্র তাহারাই আমার এবং আমিও তাহাদের ; এতদ্ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন সুহৃদ নাই।

'সুহৃদ' অর্থে শোভনীয় হইয়াছে হৃদয় যাহার কিম্বা সদানুমত সঙ্গী। তাই নিষ্কাম, নির্মল, শান্ত, নিরাগ ভক্ত-হৃদয়ই শ্রীভগবানের একান্ত বিশ্রাম-স্থল।

চতুর্থ প্রসঙ্গ

পূর্বোক্ত ভক্ত-হৃদয়ে বিশ্রামরত স্বয়ং ভগবান— শ্রীকৃষ্ণ, শ্রমহীন সুখানুভবে নিমগ্ন থাকিলেও, এবং সেখানে কামনা-বাসনার ধূলি ও স্বার্থের কলরব না থাকিলেও, অপর এক প্রকার 'ধূলি' তাঁহার বড়ই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। তাহা হইতেছে— "ভক্তপদরেণু" বা "ভক্তপদধূলি"। সুতরাং কেবল ভক্ত-হৃদয়ে থাকিলে তাহা মিলে না বলিয়া, তথায় থাকিয়াও তিনি ভক্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করেন,— ভক্তপদধূলি মাখিবার প্রলোভনে।— যে ভক্তাধীনতার কথা শুনিতেও ভক্তের প্রাণ আতঙ্কে শিহরণ জাগায় দেহে ;—এমনই ভক্তাধীন প্রভু আমাদের !

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীভগবান যখন ভক্তের হৃদয়ে নিত্য বিশ্রাম করেন, তখন ভক্তপদরজঃ পাইতে হইলে তো সে-স্থান ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিতে হয় ! এক মূর্তিতে ও একই সময়ে বিশ্রাম ও ভক্তের অনুগমন কিরূপে সম্ভব ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান সর্বশক্তিমান— অচিন্ত্য বিরুদ্ধাবিরুদ্ধ সর্বশক্তির আশ্রয় তিনি। যেমন শ্রুতি বলেন,— "আসীনো দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।" [কাঠকে, ১।২।২১] অর্থাৎ,— তিনি (ব্রহ্ম) উপবিষ্ট থাকিয়াও দূর দেশে যান ; শায়িত থাকিয়াও সর্বত্র গমন করেন। দুর্ঘট বিরুদ্ধ-ধর্ম সকল তাঁহাতেই যুগপৎ সংঘটিত হয় বলিয়া তিনি ভগবান— তিনি সর্বনিয়ন্তা— সর্বশক্তিমান। এই অচিন্ত্য শক্তিমত্তাই শ্রীভগবানের ভগবত্তার নিদর্শন। সুতরাং ভক্ত-হৃদয়ে বিশ্রামরত বা শায়িত থাকিলেও ভক্তপদধূলির প্রলোভনে ভক্তের অনুগমন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কারণ, এক মূর্তিতেই তিনি বহু মূর্তির প্রকাশ করিতে, ("একং সন্তং বহুধা দৃশ্যমানম্,"— শ্রুতিঃ।) এবং একস্থানে থাকিয়াও সর্বত্র গমন করিতে সমর্থ হয়েন— তদীয় অচিন্ত্য

শক্তিমত্তায়। অধিক কথা কি? শ্রীভগবান এতাদৃশ ভক্তের পদধূলিকে শ্রীঅঙ্গের ভূষণরূপেই ভূষিত করিতে চাহেন। স্যমন্তক, কৌস্তুভাদি হইতে ভক্তপদরজের আকাঙ্ক্ষায় তিনি অধিকতর প্রলুব্ধ। তাই ভক্ত-প্রেমাধীনতার বশে ভক্তপদরজঃ বাসনার কথা শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নোক্ত প্রকারে তদীয় শ্রীমুখেরই উক্তি রহিয়াছে, যথা,—

নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ॥

—(শ্রীভাঃ ১১।১৪।১৫)

অর্থাৎ,—আমি নিরপেক্ষ, শান্ত, অজাতশত্রু ও সর্বত্র সমদর্শী মননশীল সাধুগণের নিত্য অনুগমন করিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহাদিগের চরণধূলি দ্বারা আমার দেহ পবিত্র হয়।

তদীয় ভক্তানুব্রজকার্য ভক্তের অজ্ঞাত ভাবেই পরম সঙ্গোপনে সাধিত হয়। পরমকরুণ ও ভক্তাধীন শ্রীভগবান তদীয় এই ভক্তানুসরণ কার্য দ্বারা কোন প্রকারে ভক্তজনের মনোবেদনা বা সঙ্কোচাদির কারণ হইতে চাহেন না। তাই এই ধূলাখেলার গোপন লীলা যাহাতে ভক্তের মনোক্ষোভের কারণ না হয়, সেই উদ্দেশ্যে ভক্তের অজানিত ভাবেই অনুষ্ঠিত হয় এই লীলা।

"পূয়েয়"— শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদের টীকায় উক্ত হইয়াছে— "মদন্তর্ব্বর্ত্তি-ব্রহ্মাণ্ডানি পবিত্রীকুর্য্যামিতি ভাবেনেত্যর্থঃ।"— অর্থাৎ— আমার অন্তর্বর্তী ব্রহ্মাণ্ড সকলকে সেই ভক্তপদধূলি দ্বারা পবিত্র করিবার উদ্দেশ্যেই আমার ভক্তানুব্রজ।

ভক্তগণ যেমন "ভগবদ্ভক্তিমান", শ্রীভগবানও তেমনি "ভক্তভক্তিমান", একথাও শ্রীভাগবতে (১০।৮৬।৫৯) স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে; যথা,— "এবং স্বভক্তয়ো রাজন্ ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্।" শ্রীভগবান ও ভক্তে পরস্পর এই আন্তরিক প্রীতির বাহ্য প্রকাশই অনন্ত লীলায় রূপায়িত।

ভক্তানুরোধ ব্যতীত শ্রীভগবানের কোন প্রবৃত্তিরই উদ্গম হয় না। শ্রীভগবানের এই ভক্তপদরজঃ-লালসার পরিসীমা,—ব্রজলীলার ধূলাখেলায়। গোচারণের শেষে গোধূলি বেলায় ধেনুগণের খুরক্ষিপ্ত ভক্তপদরজঃ-সংমিশ্রিত ব্রজের ধূলিতে শ্রীঅঙ্গ ধূসরিত ও অলকা-মণ্ডিত শ্রীমুখ ভূষিত করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন— ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীহরি। ব্রজরজের মধ্যে ব্রজের সকল ভক্তেরই পদধূলি বিদ্যমান। তন্মধ্যে আবার উত্তরোত্তর অধিকতর অভিপ্রেত পদরজঃ হইতেছে— "গোপীপদরেণু"। সকল ভক্ত-পদরেণু তাঁহার অভিপ্রেত হইলেও, বৃষভানুসুতা শ্রীরাধাপ্রমুখা গোপীপদ-রেণুতেই সেই প্রলোভনের চরম পরিতৃপ্তি। তাই বৈষ্ণব কবির ভাষায় ধ্বনিত হইয়াছে, "ধূলা নয় ধূলি নয়— গোপীপদরেণু। এই ধূলা মেখেছিল নন্দসুত কানু॥" সেই ধূলাখেলার পরিসীমা এইখানেই— এই শ্রীরাধাপদরেণুর অভিষেকে!

এই স্বয়ং-ভগবৎ-বাঞ্ছিত গোপীপদরেণু প্রাপ্তি কামনায় ব্রহ্মার সুদীর্ঘ ষষ্টি সহস্র বৎসরের তপস্যার তাপও ব্যর্থ হইয়াছে— উহার অপ্রাপ্তিতে। যথা,—

ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা।
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণূপলব্ধয়ে।
তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পদরেণবঃ॥

—(শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্ ২।৩১)

তাই ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ উদ্ধবও সেই গোপীপদরেণুরই বন্দনা করেন। যথা,—

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।

— (শ্রীভা° ১০।৪৭।৬৩)

অর্থাৎ,— অতএব যাঁহাদের হরিকথা বিষয়ক উচ্চগান ত্রিভুবন

পবিত্রকারী, আমি সেই নন্দব্রজের রমণীগণের পদরেণুর পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি।

ব্রজের এই ধূলিতে ভক্তপদরজের সহিত ভগবৎপদরজের বিদ্যমানতা স্মরণে তৎপ্রতি ভক্তেরও যেমন চরম প্রলোভন, ভক্তপদরজের আকাঙ্ক্ষায় শ্রীভগবানেরও তদ্রূপ। সুতরাং শ্রীভগবানের ভক্তপদরজকামনার সীমা এবং ভক্তপদরজের মহিমার পরিসীমা, এই গোপীপদরেণুতেই— অর্থাৎ শ্রীরাধাপদরজেই পর্যবসিত।

এই ভক্তপদধূলি চিরদিন তাঁহার বড়ই প্রিয় ভূষণ। তাই নদীয়া লীলায় সোনার বরণ শ্রীগৌরকলেবরকে বার বার ধূলায় ধূসর হইতে দেখা গিয়াছে। একারণেই সগণে এত ধূলায় গড়াগড়ি। ইহা তুচ্ছ পার্থিব ধূলার জন্য নহে ; ভক্তপদরজে ভূষিত হইবার জন্য ভগবানের প্রলোভনেই, এবং তৎসহ ভগবৎপদরজে ভূষিত হইবার জন্য ভক্তের প্রলোভনেই— এই গড়াগড়ি।

অতএব ভক্ত, ভক্তি ও ভগবান— এই তিন যেখানে তাদাত্ম্য এবং একমন, একপ্রাণ ও একতান হইয়া অবস্থান ও পরস্পর আনন্দ-নর্তন করেন তখন কে বড়, কে ছোট, তাহা আর নির্ণয় করা যায় না— আচরণে। যথা—

"কৃষ্ণেরে নাচাই প্রেমা ভক্তেরে নাচাই।
আপনে নাচয়ে, তিনে নাচে এক ঠাঁই ॥"

(শ্রীচৈ°। ৩।১৮।১৭)

তথাপি ভক্ত-সাধুগণে নিহিত "বীজ ধর্মে" নামী ও নামই যে তত্ত্বতঃ সর্বকারণ-কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। ভক্ত-মহতের মধ্যে একাধারে উক্ত সমস্তই সম্মিলিত থাকায় "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল" হিসাবে সাধুসঙ্গই সর্ব প্রধান। তাই বলা হইয়াছে ;—

"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্ত-পদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ এই— তিন মহাবল॥"

(শ্রীচৈ°। ৩।১৬।৫৫)

অতঃপর সাধুর স্বৈরিতা বা স্বতন্ত্রতার বিষয় আলোচিত হইবে। সাধুসঙ্গ ও কৃপালাভ ইহা যাদৃচ্ছিক অর্থাৎ অহৈতুকী। 'যদৃচ্ছয়া' বা 'যাদৃচ্ছিক' শব্দের অর্থে, শ্রীজীবপাদ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে,— "কেনাপি পরম স্বতন্ত্র-ভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত মঙ্গলোদয়েন।"

আবার ভক্তিও স্বতন্ত্রা বা স্বরূপসিদ্ধা বলিয়া খামখেয়ালী। এই হেতু ভক্তির আশ্রয়— ভক্তগণের সঙ্গ ও তৎকৃপা লাভ করাও যাদৃচ্ছিক। কোন পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থান, কালাকাল কিছুরই অপেক্ষা নাই— এই ভক্তিলাভে। অথচ অতি সুদুর্লভতা হেতু কে পাইবে, কে না পাইবে, তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। এই হেতু শুদ্ধাভক্তির প্রকাশ কখনও পুরুষে, কখনও নারীতে, কোথাও বালকে, কোথাও বৃদ্ধে, কখনও মানুষে আবার কখনও বা পশুপক্ষী স্থাবর-জঙ্গমেও সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। মহৎ-সঙ্গাদি লাভ দুর্লভ বলিয়া, শুদ্ধাভক্তিও সুদুর্লভা হইয়াছেন।

শুদ্ধাভক্তির প্রভাবেই শ্রীভগবান লভ্য হয়েন। আবার শুদ্ধাভক্তির উদয়ে সাধুকৃপা মূল হওয়ায়, একমাত্র সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই শ্রীভগবান অবরুদ্ধ হয়েন। যথা,—

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥
ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥

—(শ্রীভা° ১১।১২।১-২)

অর্থাৎ, (ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন)— হে উদ্ধব! নিখিল বিষয়সঙ্গের

নিবর্তক সৎসঙ্গ আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে, অষ্টাঙ্গ যোগ, তত্ত্ব-বিবেকরূপ সাঙ্খ্য বা জ্ঞান, পরোপকারাদি ধর্ম, বেদপাঠ, তপস্যা. ত্যাগ, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম, কূপ ও আরামাদি নির্মাণ, দক্ষিণাদি দান, ব্রত, দেবতা-পূজা, মন্ত্রজপ, তীর্থযাত্রা, শৌচাদি নিয়ম ও অহিংসাদি যমসমূহ আমাকে বশীভূত করিতে পারে না।

তাহা হইলে শ্রীভগবানকে অবরুদ্ধ করা যায় একমাত্র সাধুসঙ্গে। এই অবরোধ বা ফাঁদে ধৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে দুঃখের হয় না, ভ্রমরের কমলকোষে স্বেচ্ছায় অবরুদ্ধ হইবার ন্যায় পরম সুখকরই হইয়া থাকে।

তাই ভগবানকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তদুপায় সাধু ধরিবার ফাঁদ হিসাবে শাস্ত্র-বিহিত ধর্মশালা, অতিথিশালা, আরোগ্যশালা, তীর্থের রাস্তা, জলাশয় স্থাপন প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও বিশেষভাবে গৃহীদের পক্ষে অতিথিসেবার ব্যবস্থাও প্রধানতঃ এই কারণে। যদি তথায় সমাগত সাধারণ জন মধ্যে কোনও প্রকারে একজন সাধুও ধরা পড়েন, ইহাই শাস্ত্রোক্ত পূর্ত-কর্মাদির মুখ্য ও নিগূঢ় উদ্দেশ্য। তাহা না ঘটিলেও অন্ততঃ পুণ্যলাভ ঘটিবে— ইহার গৌণ ফলে। তথাপি মহৎ-কৃপা যাদৃচ্ছিক বা অহৈতুকী বলিয়া ক্বচিৎ ভক্ত-সাধু সে ফাঁদে ধরা দেন। তাই প্রায়শঃ দেখা যায়, তাঁহারা প্রচলিত পথে গমন করিতেও পারেন; আবার তাহা পরিত্যাগ করিয়া কখনও বা নিজ স্বৈরিতা বা স্বাধীন ইচ্ছা বশতঃ বনপথেই গমন করেন,—যে পথে ধর্মশালা, জলাশয় প্রভৃতির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। যেমন ভক্ত-ভাবাবিষ্ট স্বয়ং ভগবান শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঝাড়িখণ্ডের বনপথে বৃন্দাবন গমন; শ্রীনারদের প্রয়াগে গমনের উদ্দেশ্যে বনপথে গমন ও ব্যাধকে উদ্ধার; শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর রাজপথ ছাড়িয়া একান্ত অপ্রসিদ্ধ পথে পুরী গমন ইত্যাদি দৃষ্টান্তসকল সাধুর স্বতন্ত্রতারই পরিচায়ক। গৃহস্থের অতিথিসেবার নিগূঢ় উদ্দেশ্য, যে কোন প্রকারে সাধুসঙ্গ ঘটিবার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনার কথা বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে শাস্ত্রোক্তি যথা,—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দ্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥

—(শ্রীভা° ১।১৯।৩৩)

অর্থাৎ,—(শ্রীশুকদেবের প্রতি মহারাজ পরীক্ষিতের উক্তি)—যে সাধু আপনাদের স্মরণেই গৃহস্থের গৃহ সকল পবিত্র হইয়া থাকে, সেই আপনাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও উপবেশনাদি দ্বারা যে পবিত্র হইবে, ইহাতে আর অধিক কথা কি ?

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তদীয় ভক্তি-সন্দর্ভে সাধুসঙ্গ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন ; তাহা হইতে অতিশয় সংক্ষেপে নিম্নোক্ত বিষয়টির সমাবেশ করা যাইতেছে। সিদ্ধভক্ত প্রধানতঃ ত্রিবিধ। (১) মূর্চ্ছিত-কষায়, (২) বিধৌত কষায়, (৩) প্রাপ্ত-ভগবৎ-পার্ষদ-দেহ।

মূর্চ্ছিত কষায় অর্থাৎ যাঁহাদের অন্তরে বিষয়-বাসনার কিঞ্চিৎ আভাস থাকিলেও উহা একান্ত মূর্চ্ছিতের ন্যায় বিদ্যমান থাকায় উহার কোন ক্রিয়াশীলতা নাই।

বিধৌত কষায় অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্তে বিষয়-বাসনা সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হইয়াছে।

প্রাপ্ত-ভগবৎ-পার্ষদ-দেহ অর্থাৎ যাঁহারা যথাবস্থিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবল্লোকে চিন্ময়-দেহে ভগবৎ-পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

তন্মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয়োক্ত ভক্ত-সাধুসঙ্গাদি হইতেই শুদ্ধাভক্তি জীব-হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। যাহার ফলে,—

(১) জীব-হৃদয়ে অনাদি-অবরুদ্ধ 'কৃষ্ণোন্মুখতার' বিকাশ হয়। তৎসহ জীবের ভোক্তৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব অভিমান এবং দেহে আত্মবুদ্ধি ও গেহাদিতে মমতাবুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া, শ্রদ্ধাদির উদয়ে, ক্রমে বিষয়-বাসনার ক্ষয় হইতে থাকে। তদ্ভিন্ন জীবের অনাদি কালের হরিবৈমুখ্য অপর কোন উপায়েই ঘুচে না।

(২) সেই ভক্ত-সাধুর মুখোদ্গীর্ণা হরিকথা- (অর্থাৎ শ্রীহরির নাম-রূপ-গুণ ও লীলাকথা) কীর্তনরূপ শুদ্ধাভক্তির সুধাধারা শ্রবণে জীব-হৃদয়ে সাধন-ভক্তি সঞ্চারিত হয়। যাহা শ্রদ্ধা, (দ্বিতীয়) সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়াদিক্রমে পরম সাধ্য প্রেমভক্তির উদয় করিয়া থাকে। উক্ত মুখ্য ও সুদুর্লভ দ্বিবিধ সাধুসঙ্গ ব্যতীত অপর সাধুগণের সঙ্গ হইলেও, যাঁহার (যে সাধুর) যে পরিমাণ বিষয়-বাসনার ক্ষয় ও শ্রীভগবদ্ভক্তির উদয় হইয়াছে,—তৎসঙ্গে তদনুরূপ শ্রেয়ই লাভ হইবার সম্ভাবনা।

সকাম কিম্বা স্ব-প্রয়োজনপর কর্ম-জ্ঞানাদি সাধনের সিদ্ধির নিমিত্ত যে "সগুণাভক্তি" বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহা (অন্যমুখোত্থিত) সহজ লভ্য হইয়া জগতে নানা ভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। কথক, গায়ক, যাত্রাভিনয়ে অভিনেতার মুখে, ভাটের বর্ণনায়, ভিখারীর গানে, পুরোহিতের অনুষ্ঠানে ও শিক্ষকগণের উপদেশাদিতে,—এই সগুণাভক্তির প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নরূপে সমাজ-সংসারে প্রবাহিতা রহিয়াছেন। এই সগুণাভক্তির-প্রভাবে পাপনাশ সংসার-গতিরোধ, পুণ্যোদয় ও মুক্তি পর্যন্ত সাধিত হইয়া থাকে ; কিন্তু মহৎ কর্তৃক শুদ্ধা ভক্তির সঞ্চার ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপদে প্রেমোদয় হয় না।

"—যার মুখে এক কৃষ্ণনাম। সে বৈষ্ণব—করি তাঁরে পরম সম্মান ॥" —(শ্রীচৈ° ২।১৫।১০৭) ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্যবোধ বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষ। তদ্বিষয়ে সংক্ষেপে ইহাই বলা যাইতে পারে, এই উক্তি নামাপরাধশূন্য অপর যুগ বিষয়ে ও শ্রীগৌর-প্রকটে সমষ্টি জীব উদ্ধার কালেই প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমানে কলিকৃত নামাপরাধের বিস্তার বা সংক্রামিত জগতে উক্ত বাক্যের আক্ষরিক অর্থ সিদ্ধ হয় না। অহৈতুক মহৎ-সঙ্গ প্রভাবে বহির্মুখ জীবের চিত্ত-বৃত্তি অন্তর্মুখতা অর্থাৎ কৃষ্ণোন্মুখতা প্রাপ্ত হইলে, যখন সগুণা শ্রদ্ধার স্থলে ক্রমশঃ নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয় হয়, তখন তাদৃশ জন সেই অবস্থা হইতেই ভক্ত বা বৈষ্ণবপদবাচ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন। তাই শ্রীচরিতামৃতে (২।২২।৩৮) উক্ত হইয়াছে,

—"শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্ত্যে অধিকারী। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা অনুসারি॥" অর্থাৎ ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয়কাল হইতেই সেই ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী বা 'ভক্ত' বলা যায়—যে ভক্তত্ব শ্রদ্ধার তারতম্যে কনিষ্ঠ হইতে উত্তম ভক্তে উন্নীত হইয়া থাকে। উক্ত ভাগবতী-শ্রদ্ধা-লক্ষণ—কনিষ্ঠ ভক্ত হইতেই ভক্তত্বের বা বৈষ্ণবতার বিকাশ হইয়া থাকে। নামাপরাধস্থলে নাম লইয়াও শ্রীনামের অপ্রসন্নতা বশতঃ কনিষ্ঠ-ভক্তস্তরেও সহজে আগমন সম্ভব হয় না,—পূর্বে একবার নাম গ্রহণের ফলেই যাহা সম্ভব হইয়াছে।

অধিক কথা কি, নামাপরাধে ভক্তেরও নরকপাত শ্রুত হয়। যথা,—"নামাপরাধযুক্তস্য ভগবদ্ভক্তিমতোঽপি অধঃপাতলক্ষণ-ভোগনিয়মাচ্চ।"—[শ্রীজীবপাদ-কৃত শ্রীক্রমসন্দর্ভ—২।১।১১] বর্তমানে কলিকৃত সেই নামাপরাধ — প্রায় সর্বত্রই সংক্রামিত। তদ্বিষয়ে গ্রন্থান্তরে বিস্তারিত আলোচনা অপেক্ষিত।

অতএব নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা ও তৎফলে ভাগবতী-বৃত্তি বা শুদ্ধা-ভক্তির উদয় হয় যাহা হইতে, সেই নির্গুণ ভক্ত-মহৎগণের সঙ্গ লাভ অত্যন্ত দুর্লভ হওয়া স্বাভাবিক ; তাই, "কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণ-ভক্ত।" এরূপ উক্তিই দেখা যায়,—যে-বিষয়ে পূর্বে বলা হইয়াছে।

পঞ্চম প্রসঙ্গ

শ্রুতিও ভক্তের প্রকৃষ্ট নিষ্কামতার মহিমা পরোক্ষভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বিষয় সকল পরম নিগূঢ়তার আবরণেই আবরিত, যে-হেতু ঋষিগণ পরোক্ষবাদী, যথা,—"পরোক্ষবাদী ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্।"—(শ্রীভা°, ১১।২১।৩৫)—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরোক্ষ প্রিয়। আর তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত ঋষিগণও তৎপ্রতিপাদনে পরোক্ষতারই আশ্রয় লইয়াছেন। অর্থাৎ জীব-হিতকর প্রয়োজন বিশেষে সুস্পষ্টরূপে না বলিয়া আবরণ পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন। এখন ভক্তের নিষ্কামতার বিষয়ে, সেই পরোক্ষ ভাবে শ্রুত্যুক্তি, যথা,—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
—(কাঠকে, ৬।১৪)

অর্থাৎ,—যে সকল কামনা জীবের হৃদয়কে সর্বদা অধিকার করিয়া আছে, যখন সেই সকল কামনা প্রকৃষ্টরূপে বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্য অর্থাৎ সংসারী জীবের অমৃতত্ব লাভ ও এখানেই 'ব্রহ্ম'-প্রাপ্তি ঘটে।

উক্ত শ্রুতিবাক্যে 'ব্রহ্ম' শব্দের উল্লেখ থাকায়, ইহাকে জ্ঞানীর মুক্তি সম্বন্ধীয় বিষয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু স্থিরভাবে ইহার অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, ইহা 'ভক্ত' বিষয়েই উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-সাক্ষাৎকারাদির দ্বারাও যে অমৃতত্ব লাভ করা যায়, ইহা বেদাদি শাস্ত্র-সম্মত। কিন্তু শব্দের বিস্তারিত অর্থ গ্রহণ করিলে ভক্তের পক্ষে অমৃতত্ব লাভ অর্থে শুধু জ্ঞানীর ন্যায় সংসার-মুক্তিই নহে, তদতিরিক্ত ভগবৎসেবা-প্রাপ্তিরূপ অমৃত জলধি লাভই বুঝায়। উক্ত শ্রুতি বাক্যে "সর্ব্বে কামা" অর্থে মোক্ষাভিসন্ধি অবধি সমস্ত স্বার্থ বা স্ব-প্রয়োজন-

পরতাকেই বুঝাইতেছে। "প্রমুচ্যন্তে" শব্দে "প্র" শব্দের প্রয়োগে-- প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ কেবল ভুক্তি-কামনাই নহে,— মুক্তি-কামনা পর্যন্ত বিনষ্ট যাঁহাদিগের, সেই নিষ্কাম ভক্তজনের কথাই বলা হইয়াছে,— পরোক্ষবাদের আবরণে।

এখন জ্ঞানীদিগের মতে, প্রারব্ধ কর্ম ভোগ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না। যেমন,—

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতকর্ম্মশুভাশুভম্।
মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি"॥"

অর্থ,— শুভ বা অশুভ যে কোন কৃত-কর্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু বিনা ভোগে কৃত-কর্মসকল শতকোটি কল্পেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতেও,— "প্রারব্ধকর্ম্মানাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ ইতি।"— (তত্ত্ববোধ)— অর্থাৎ ভোগের দ্বারাই প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয়। প্রারব্ধ ক্ষয়ে দেহান্ত হয়, আর দেহান্তেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি।

উপরি-উক্ত শ্রুতিবাক্যে কিন্তু ইহলোকেই অর্থাৎ দেহান্ত না হইয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তির উল্লেখ রহিয়াছে।

ভক্তির দ্বারা বিনা ভোগেই প্রারব্ধ কর্ম পর্যন্ত ক্ষয় হইবার কথা জানা যায়। যথা,—

যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি,
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম-স্ফূরণেন তত্তে,
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

[শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্— শ্রীমদ্রূপগোস্বামী পাদ-কৃত। ৪র্থ শ্লোক]

অর্থাৎ, ফলভোগ ব্যতীত ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারযোগ্য নিষ্ঠা দ্বারাও যাহা

বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, হে নাম ! আপনার স্ফূরণ মাত্রেই সেই প্রারব্ধ কর্মও ভোগ বিনা বিনষ্ট হইয়া যায়,— একথা বেদ সকল ঘোষণা করিয়াছেন। (নিরপরাধ ক্ষেত্র)

শুধু প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয়ই নহে, ভক্তেরই ইহলোকে যথাবস্থিত দেহে ভগবৎ-প্রাপ্তির ও ভগবল্লোকে,— নিত্যলীলার মধ্যে গমনাগমনাদি যে সম্ভব হয়, তাহা ভক্তপ্রবর শ্রীমদ্ উদ্ধবের আচরণে জানা যায়। বিদুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে কথোপকথন কালে তাঁহার সেই ভাবাবিষ্টতা, শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা—

শনকৈর্ভগবল্লোকান্নৃলোকং পুনরাগতঃ।
বিমৃজ্য নেত্রে বিদুরং প্রীত্যাহোদ্ধব উৎস্ময়ন্ ॥

—(শ্রীভা° ৩।২।৬)

অর্থাৎ,— উদ্ধব ভাব-সমাধি অবস্থায় ভগবল্লোকে গমন করিয়া তথা হইতে ধীরে ধীরে ইহলোকে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন এবং চক্ষুদ্বয় মার্জনা করিয়া ভগবল্লীলা স্মরণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া বিদুরের প্রতি মৃদুহাস্যে কহিতে লাগিলেন।

ইহা হইতেই ভক্তের পক্ষে বর্তমান দেহেই ভগবল্লোকে গমনাগমনের সম্ভাবনা জানা যাইতেছে। স্মরণাবিষ্ট ভক্তের ভাব-সমাধি অবস্থায় শ্রীভগবানের নিত্য লীলার মধ্যে বর্তমান দেহেই গমনাগমনের সংবাদ অবগত হওয়া যায় ভক্ত চরিত্রে— শ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর প্রভৃতি মহানুভব বৈষ্ণবগণের ও অপরাপর বহু ভক্তের চরিত্র প্রসঙ্গে। নিম্নে তদ্বিষয়ে দিগ্‌দর্শনার্থ মাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইতেছে।

শ্রীনিবাস আচার্যপ্রভু বিষ্ণুপুরাধিপতি রাজা বীরহাম্বিরের গৃহে কোন সময়ে স্মরণাবিষ্ট অবস্থায় কয়েকদিন অতিবাহিত করেন। তদীয় সেবকগণ প্রভুর তিরোধান আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত ও বিরহকাতর হইয়া পড়েন। এই

সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজপাদ ত্বরায় বিষ্ণুপুরে আসিয়া শ্রীআচার্যপ্রভুর পার্শ্বে উপবেশন পূর্বক নিজেও তদ্রূপ ভাবাবিষ্ট ও নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিতে পাইলেন, শ্রীরাধারাণীর মণিকুণ্ডল জলে পতিত হইয়া অদৃশ্য হওয়ায়, সকল সখীজন মিলিয়া উহা অন্বেষণ করিতেছেন। শ্রীআচার্য প্রভুও নিজ মঞ্জরীদাসীভাবে, নিজ শ্রীগুরুস্বরূপা সখীমঞ্জরীর আদেশে উহা অন্বেষণ-তৎপর রহিয়াছেন ; কিন্তু কেহই উহা না পাইয়া সকলেই বিষাদখিন্না। তখন শ্রীপাদ রামচন্দ্র কবিরাজ নিজ মঞ্জরীভাবে উহা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্প সময় মধ্যে কমলপত্রের অন্তরালে উহা প্রাপ্ত হইয়া, শ্রীগুরুপরম্পরা সখীর মাধ্যমে উহা শ্রীরাধারাণীকে প্রদত্ত হইল। তখন শ্রীআচার্যপ্রভু ও শ্রীরামচন্দ্রপাদের বাহ্য দশা ফিরিয়া আসায় সকলেই বিস্মিত ও তৎবৃত্তান্ত অবগত হইয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। ইহা হইতে ভক্তগণের যথাবস্থিত দেহেই শ্রীভগবল্লোকে— নিত্যলীলায় গমনাগমনের সম্ভাবনা বুঝিতে পারা যায়।

অপর কোন সময় নিজ ভজন স্থলে, শ্রীল আচার্যপ্রভু শ্রীনবদ্বীপলীলা-স্মরণাবিষ্ট অবস্থায় নানাবিধ পুষ্পমালায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সজ্জিত করিয়া ব্যজনসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। মহাপ্রভুর চন্দ্রানন-সুধাপানে তদীয় নয়ন-চকোর আনন্দে বিভোর। অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার সকলে দেহ শোভিত। শ্রীনিবাসের সেবার আর্ত্তি দর্শনে, শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় কণ্ঠের পুষ্পমালা কোন সেবকের দ্বারা তদীয় গলে পরাইয়া দিলেন। শ্রীমাল্যের শোভা ও সুগন্ধে চতুর্দিক ভরপুর হইয়া উঠিল ;—

আচার্যের বাহ্যজ্ঞান হৈল হেন কালে।
প্রভু-দত্ত মালা দেখে আপনার গলে ॥—(ইত্যাদি)

—(ভক্তিরত্নাকর, ষষ্ঠতরঙ্গ দ্রষ্টব্য।)

এইরূপ অপর কোন সময় শ্রীল আচার্যপ্রভু স্মরণাবিষ্ট রহিয়াছেন

শ্রীরাধামাধবের হোলীলীলা-রঙ্গ—দর্শনে। সখীগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত ফাগুয়ায় যুগলতনু রঞ্জিত। শ্রীল আচার্যপ্রভুও শ্রীগুরুরূপা-সখী-মঞ্জরীর আদেশে নিজ মঞ্জরীরূপে সখীগণকে ফাগুয়া যোগাইতেছেন পরমানন্দে।

"হৈল সেবা সমাধান, বাহ্য জ্ঞান হৈতে।
দেখে ফাগুময় দেহ, নারে লুকাইতে॥"
—(শ্রীভক্তিরত্নাকর। ষষ্ঠতরঙ্গ।)

কোথায় নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়া ফাগুয়া খেলা; আর কোথায় যথাবস্থিত দেহে তাহার সুস্পষ্ট নিদর্শন।

অপর ঘটনা।—

কোন সময় শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরমহাশয় স্মরণাবিষ্ট অবস্থায় নিজ সিদ্ধদেহে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া কুঞ্জভবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস দর্শন করিতেছেন। শ্রীরাধা কৌতুকিনী হইয়া সখীবৃন্দকে শ্রীশ্যামসুন্দরের জন্য ভোজ্য দ্রব্য আনিবার আদেশ করেন। সকলেই তদ্বিষয়ে ব্যাগ্রা। শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজ মঞ্জরী-দাসীরূপে শ্রীগুরুরূপা সখীর আদেশে দুগ্ধ আবর্তনে নিযুক্তা হইলেন।

"উথলি পড়য়ে দুগ্ধ দেখি ব্যস্ত হৈলা।
চুল্লী হৈতে দুগ্ধপাত্র হস্তে নামাইলা॥
হস্ত দগ্ধ হৈল তাহা কিছু স্মৃতি নাই।
দুগ্ধ আবর্তন করি দিলা সখী ঠাঁই॥
মনের আনন্দে রাধাকৃষ্ণে ভুঞ্জাইল।
অবশেষ লভ্য মাত্রে বাহ্যজ্ঞান হৈল॥
দগ্ধ হস্ত দৃষ্টিমাত্র কৈলা সংগোপন।
জানিলেন মর্ম্ম, অন্তরঙ্গ কোন জন॥" (ইত্যাদি)

এই প্রকার অপরাপর বহু ভক্তজনের ভাব-সমাধি অবস্থায় নিত্যলীলায় গমনাগমনের বহু ঘটনা বিদ্বদনুভব প্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যায়।

এখন উপরি-উক্ত শ্রুতিবাক্যের নিগূঢ় অর্থ, যাহা অস্পষ্টতার আবরণে সহজবোধ্য নহে, তাহাই বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া উক্ত শ্রুতিবাক্য যে নিষ্কাম ভক্ত বিষয়েই, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। যথা,—

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥
—(শ্রীভা° ১১।২।৫০)

অর্থাৎ,—যাঁহার চিত্তে কর্মবীজ হইতে উত্থিত (ভুক্তি ও মুক্তি পর্যন্ত) কোন কামনা উৎপন্ন হয় না, সেই একান্ত বাসুদেব-পরায়ণ ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম।

বাসুদেবের নিলয় অর্থে আলয় বা গৃহকে বুঝায় অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে শ্রীভগবানের বিশ্রামের আলয়, এতাদৃশ ভাগবতোত্তম ব্যক্তিই যে পূর্বোক্ত প্রচ্ছন্ন শ্রুতির তাৎপর্য—ইহা বেদের বিস্তারার্থ শ্রীভাগবত হইতেই অবগত হওয়া যাইতেছে।

অতএব কেবল শুদ্ধা ভক্তির প্রভাবেই বিনাভোগে প্রারব্ধ পর্যন্ত সকল কর্ম ও ভোগ-বাসনার ক্ষয় হইয়া ইহলোকে যথাবস্থিত দেহেই পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার পর্যন্ত সম্ভব হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, জ্ঞানাদি অন্য উপায়ে ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় ও দেহান্তে 'ব্রহ্ম' সাক্ষাৎকার ঘটিবার কথা। নির্বিশেষ ব্রহ্ম কেবল জ্ঞাতব্য বিষয় ; কিন্তু সবিশেষ ভগবান ভক্তের ভক্তিবিভাবিত শুদ্ধ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দর্শনীয় বিষয়। উক্ত শ্রুতিবাক্যে ইহলোকেই এই প্রাপ্তি বা দর্শনের স্পষ্ট উল্লেখে, উহার ভক্তপরতাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

পূর্বোক্ত মূর্চ্ছিত ও নির্দ্ধূত কষায় ভক্ত বলিতে এতাদৃশ শুদ্ধ নিষ্কাম ভক্তগণকেই বুঝায়। আর সেই সুদুর্লভ ভক্ত-মহৎগণের সঙ্গাদি ব্যতীত প্রকৃষ্ট কৃষ্ণোন্মুখতা এবং ভুক্তি ও মুক্তি ও সিদ্ধাদি কামনাশূণ্যতার অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান সমস্তই নির্গুণ। সুতরাং নির্গুণা ভাগবতী শ্রদ্ধা ব্যতীত, সত্ত্বাদি সগুণা শ্রদ্ধায়, নির্গুণা বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে না। জ্ঞানী-যোগীরও নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় প্রবৃত্তি নহে, স্বপ্রয়োজন—মুক্তিতেই প্রবৃত্তি। জ্ঞানীর ব্রহ্ম-প্রাপ্তির ইচ্ছা,—নিজ মুক্তি কামনায়। যোগীর পরমাত্মা-প্রাপ্তির ইচ্ছা,—নিজ অষ্টসিদ্ধির সহিত মুক্তি কামনায়; কিন্তু ভক্তের ভগবৎ-প্রাপ্তির ইচ্ছা কেবল ভগবৎ-সেবা ও তৎপরিতোষ কামনায়, নিজ ভুক্তি বা মুক্তির নিমিত্ত নহে।

ভক্তিপরায়ণ ভক্তজনের পক্ষেই স্ব-সুখতাৎপর্যশূন্যা কেবল শ্রীকৃষ্ণৈক-সুখতাৎপর্যময়ী ভাগবতী-বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে। অপর সকল ক্ষেত্রেই ভুক্তি ও মুক্তি-বাসনায় স্ব-সুখতাৎপর্যময় 'কৈতব' বা 'অজ্ঞানতা' বিদ্যমান থাকে। ভক্তিই কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছারূপ 'কৈতব' দ্বারা সংস্পৃষ্ট নহে। সুতরাং ভাগবত-ধর্ম ব্যতীত সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সুখসন্ধানরূপ কৈতবশূন্যতা অপর কোন ধর্মে দৃষ্ট হয় না। তাই ভক্তি বা ভাগবত-ধর্মের লক্ষণ নিরূপণের প্রারম্ভেই, ভক্তির উক্ত বৈশিষ্ট্য শ্রীমদ্ভাগবতে (১।১।২) অসংকোচে ও উদাত্ত-কণ্ঠে কীর্তিত হইয়াছে;—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং—" অর্থাৎ এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্মৎসর সাধুদিগের পরম-ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। উহা কিরূপ? তদুত্তরে বলা হইতেছে—প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে 'কৈতব' অর্থাৎ 'স্বার্থরূপ কপটতা' যাহাতে। 'প্রোজ্ঝিত' শব্দোক্ত—'প্র' শব্দের ব্যাখ্যার টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "—'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।" অর্থাৎ 'প্র' শব্দ দ্বারা কেবল ভুক্তি-কামনাই নহে,—মোক্ষাভিসন্ধিরূপ

কৈতব পর্যন্ত পরিত্যক্ত যাহাতে,—সেই পরম ধর্মের নিরূপণ—এই শ্রীভাগবতে। ইত্যাদি।

'সেবা' শব্দে কেবল উপাস্যের সুখ বিধান তাৎপর্যই বুঝাইয়া থাকে। এই হেতু কেবল অকৈতব ভক্তগণের পক্ষেই "ভগবৎ-সেবা" কথাটি ব্যবহৃত হইয়া, ভক্ত ও ভগবানের একপ্রাণতার কথাই প্রমাণিত হইয়া থাকে; কিন্তু অন্য উপাসকগণের উপাস্য বিষয়ে, 'সেবা' কথাটি কুত্রাপি প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না; যেমন "দেবতাসেবা", 'ব্রহ্মসেবা' কিম্বা 'পরমাত্মা-সেবা" প্রভৃতি এরূপ কোথাও শ্রুত হয় না। আবার অপরপক্ষে শ্রীভগবানকেও সেইরূপ "ভক্তবৎসল" নামেই কীর্তিত হইতে শ্রবণ করা যায়। কিন্তু অন্য উপাসকগণ সম্বন্ধে কোথায়ও "কর্মী-বৎসল" কিম্বা "জ্ঞানী-বৎসল" অথবা "যোগী-বৎসল" ইত্যাদি প্রকারে শ্রুত হয় না। সুতরাং শুদ্ধ ভাগবতগণের উপাস্য বিষয় শ্রীভগবানে যে শুদ্ধাভক্তি, ইহাই কেবল "অকৈতব" বা 'স্বার্থাভিসন্ধিশূন্যা' বা 'প্রকৃষ্ট নিষ্কাম' বলিয়া, স্বতঃই প্রমাণিত হইবার যোগ্যা হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণসেবা-সুখ-প্রাপ্তিতে নিষ্কাম ভক্ত-হৃদয়ে আর পৃথক্‌রূপে আত্ম-সুখের কোন প্রয়োজন বা অনুসন্ধান থাকে না। নিষ্কাম ভক্ত-হৃদয়ই কেবল এই ভগবৎ-সেবা-সুখের বিহার স্থান। যে পর্যন্ত হৃদয়ে স্ব-সুখ-তাৎপর্যরূপ—ভুক্তি-মুক্তি বাসনা বিদ্যমান থাকে, সে পর্যন্ত সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের কোন নিদর্শন লক্ষিত হইতে পারে না। তাই শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,—

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

—(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।২২)

অর্থাৎ—যে পর্যন্ত হৃদয়ে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছারূপ পিশাচী অবস্থান করে,

সে পর্যন্ত সেই হৃদয়ে ভক্তি সুখের আবির্ভাব কি প্রকারে সম্ভব ? (অর্থাৎ কোন প্রকারেই তাহা সম্ভব নহে।)

সুতরাং কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে ভক্তিই গরীয়সী হইতেছেন ; যথা,— "সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপি অধিকতরা।"— (নারদ ভক্তিসূত্র)। অর্থাৎ সেই ভক্তি কর্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠা।

বিশেষতঃ এই ভক্তির সংযোগ ব্যতীত কর্ম—জ্ঞান—যোগাদি কোন সাধনাই সিদ্ধ হয় না, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

আবার ব্রহ্ম ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও, তৎসাধন—জ্ঞান ও যোগ, ইহা সাত্ত্বিক। যথা, "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্—" (গীতা, ১৪।১৭)। জ্ঞান ও যোগের সাধনায়, তদঙ্গরূপে যে সগুণা ভক্তির সংযোগ থাকে, জ্ঞান-সন্ন্যাসে, অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থার প্রাক্কালে জ্ঞান পরিত্যক্ত হইলে, তখন সেই ভক্তিমাত্র অবশেষ থাকায়, উহা শুদ্ধা বা নির্গুণা হইয়া, নির্গুণ ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় সংযোগদানে তৎপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকেন। কিন্তু শুদ্ধাভক্তির মুখ্যফল যে কৃষ্ণপ্রেমোদয়, উহা প্রদত্ত হয় না। তাহার কারণ জ্ঞানাদিতে ভক্তিকে গৌণরূপে বা অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়। ভক্তি মুখ্যারূপে গৃহীতা হইলেই তৎফলে প্রেমোদয় ও গৌণ বা অঙ্গরূপে গৃহীতা হইলে, ভক্তির-গৌণফল মাত্র—চতুর্বর্গ প্রদত্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-সেবাসুখ-লাভের নিমিত্ত, একমাত্র নির্গুণা বা শুদ্ধা ভক্তিই মুখ্যা বা অঙ্গীরূপে গৃহীত হওয়া আবশ্যক, —যে সর্বোৎকৃষ্টা ভক্তির মুখ্যফলে প্রেমোদয় ও গৌণফলে পাপনাশ ও সংসার-গতি রোধ হইতে মুক্তি পর্যন্ত সম্ভব হইয়া থাকে।

'ভক্তি' ভগবানেরই হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তির সমবেত সার। "হ্লাদিনী সারসমবেতসম্বিৎসাররূপেতি" (—সিদ্ধান্তরত্নঃ)। সুতরাং 'ভক্তি' শক্তিমান শ্রীভগবানের নিজস্ব বস্তু হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে হয় ভক্তেরই মাধ্যমে। তদ্ভিন্ন ভগবানের নিকট হইতে উহা সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায় না। কারণ সাক্ষাৎ-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মায়াবদ্ধ জীবের কোন সম্বন্ধই

নাই। তদীয় ভক্তিধারা তদীয় নিজ-জন মহৎকে বাহন করিয়া জগতে অবতীর্ণ হয়েন। আর পরম স্বতন্ত্র এই ভগবৎ-প্রিয়জনের কৃপাই সাক্ষাৎ-ভাবে জীবে সঞ্চারিত হইয়া শ্রদ্ধাদি পূর্বিকা ভক্তির উদয়ে তখন কৃষ্ণকৃপাও লাভ করা যায়। তাই বলা হয়, "সৎসঙ্গলব্ধয়া ভক্ত্যা—" (শ্রীভা° ১১।১১।২৪) অর্থাৎ 'ভক্তি' সৎসঙ্গলব্ধা। কিংবা, "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়॥"—ইত্যাদি। (শ্রীচৈ° ।২।২২।৩২)।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে,—হ্লাদিনী-শক্তিরূপে 'ভক্তি' যখন শক্তিমৎ-শ্রীভগবানের মধ্যে বিরাজমানা, তখন উহা 'শক্তি' নামে এবং বাহিরে প্রকাশ হইয়া যখন ভক্তজনের অন্তরে বিরাজ করেন তখন উহা 'ভক্তি' নামেই কীর্তিতা হয়েন। সেই বাহিরে আসা ভক্তের হৃদয়স্থিতা ভক্তিই, নানা ভাব-বিভাবাদিতে ভূষিতা হইয়া আনন্দ স্বরূপ শ্রীভগবানকেও আনন্দিত করেন,—ভক্তির ইহাই এক অত্যাশ্চর্য মহিমা। যেমন গর্ভস্থ সন্তান জননীর সুখ-স্বরূপে অনুভূত হইলেও, উহা ভূমিষ্ঠ হইবার পর, জননীর ক্রোড়ে শিশুবৎ আচরণ ও ক্রীড়ারত অবস্থায় জননীকে অধিকতর আনন্দ দান করে ; তদ্রূপ হ্লাদিনী-শক্তিরূপা ভক্তি, শ্রীভগবানের বাহিরে ভক্ত-হৃদয় আশ্রয় করিয়া ও হরিতোষণার্থ ভক্তে নানাবিধ চেষ্টারূপে সেই ভক্তি অভিব্যক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সেবা-সুখোৎপাদন পূর্বক সেই প্রসাদী সুখাস্বাদনে ভক্ত নিজেও আনন্দ লাভ করেন।

আবার যেমন 'মধু' ফুলেরই নিজস্ব বস্তু হইলেও, উহা ফুল হইতে পাওয়া যায় না—কোন উপায়েই, কিন্তু উহা প্রাপ্ত হইবার উপায় কেবল মধুকরের মাধ্যমে ; তেমনি ভক্তরূপ মধুকরের হৃদয়রূপ মধুচক্র হইতে বিগলিত যে হরিকথারূপ মধুধারা প্রবাহিত, কেবল তাহারই সংযোগ হইতে 'শুদ্ধাভক্তি' লাভ করা সম্ভব হয়, অন্য উপায়ে নহে। শুদ্ধাভক্তি লাভে মহৎ-মাধ্যমের কথাই শাস্ত্রীয় অপর উদাহরণের দ্বারাও অবগত হওয়া যায় ; যথা,—

সূর্য্যকান্ত রবির্যোগাৎ বহ্নিস্তত্র প্রজায়তে।
এবং বৈ সাধু-সংযোগাৎ হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥

তাৎপর্যার্থ,—যেমন সূর্যের দাহিকা শক্তি থাকিলেও আতসকাচের মাধ্যম ব্যতীত উহা সূর্য হইতে সাক্ষাৎভাবে লাভ করা যায় না, তদ্রূপ ভক্তি ভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি হইলেও উহা সাধুসঙ্গের মাধ্যম ব্যতীত সাক্ষাদ্ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এতাদৃশ ভক্ত-মহৎ-সঙ্গের সুদুর্লভতা বশতঃ জীবের ভাগ্যে শুদ্ধাভক্তি লাভ করা সুদুর্ঘটই হইতেছে এবং এই দুর্লভতার কারণ সম্বন্ধে মূলতঃ হেতু-চতুষ্টয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে ঃ—(১) ভক্ত-সাধু-সমাগমের 'স্বৈরিতা' বা স্বতন্ত্রতা ; (২) হেতুশূন্যতা ; (৩) তদ্রূপ নিষ্কাম ভক্তের সুদুর্লভতা ; (৪) অগম্যতা (অর্থাৎ সাধু চিনিবার পক্ষে প্রাকৃত বুদ্ধির অশক্যতা)) তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা,—"মহৎ-সঙ্গস্তু দুর্ল্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ।"—(নারদভক্তিসূত্র। ৩৯), অর্থাৎ প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ দুর্লভ, সাধু চিনিতে পারা কঠিন, তবে সাধুসংযোগ হইলে উহার ফল অব্যর্থ।

যেমন স্বাতী নক্ষত্রের সুদুর্লভ জলস্পর্শে কোটি কোটি শুক্তির মধ্যে ক্বচিৎ কোন একটির নিভৃত বক্ষমধ্যে মুক্তার সঞ্চার হয়, তেমনি কোটি জনের মধ্যে কোন অতি ভাগ্যে কাহারো হৃদয়ে মহৎ-কৃপা-সঞ্জাত শুদ্ধাভক্তি সঞ্চারিত হইয়া, তাঁহাকে 'ভক্ত' রূপে মহিমান্বিত করিয়া তুলে।

মহৎ-সঙ্গ ও শ্রীহরিকথা উভয়ই ত্রিগুণাতীত স্বপ্রকাশ বস্তু ; সুতরাং সুদুর্লভ। আবার এই উভয় কারণের একত্র সংযোগ,—ইহা আরও সুদুর্লভ হইবার কথা।

সুতরাং শুদ্ধাভক্তি উপরি-উক্ত প্রকারে আবির্ভাব হওয়ায়, উহা লাভ করা দুর্ঘটই হইতেছেন। তাই, শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, যথা,—

কোটি কর্ম্মী মধ্যে হয় এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।"

অতএব যদৃচ্ছালব্ধা মহৎ-সঙ্গজাতা নির্গুণা ভক্তি বা ভাগবত-ধর্মের সুদুর্লভতা বশতঃ, দেহীদিগের স্বাভাবিকী সগুণা শ্রদ্ধানুকূল চতুর্বগের অনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি জীব সাধারণের পক্ষে সাহজিকই হইয়া থাকে ; তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥

[শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু-ধৃত তন্ত্রোক্তি]

অর্থাৎ,—জ্ঞানমার্গের সাধন দ্বারা মুক্তিলাভ করা সুলভ ; শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম দ্বারা স্বর্গাদি ভুক্তিলাভ করাও সুলভ। কিন্তু এই স্বপ্রকাশ নির্গুণা হরিভক্তি তদ্রূপ সহস্র সহস্র সগুণ সাধন দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

এইহেতু উক্ত মহৎ-সঙ্গ-জাতা ভক্তি লাভের অতি ভাগ্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ যে পর্যন্ত মহৎ-কৃপা-সঞ্চারিত জীবের অন্তরে ভাগবতী শ্রদ্ধার উদয়ে পরম আদর বুদ্ধিতে এবং সর্বোত্তম বোধে ভক্তির অনুশীলন প্রবৃত্তি না জন্মে, সেই পর্যন্ত তদপেক্ষা অনুত্তম বা অশ্রেষ্ঠ যাহা, গত্যন্তররূপে শাস্ত্রে অধোগতি-নিবর্তক ও অধিকার অনুরূপ ক্রমোন্নতি-প্রাপক সেই চতুর্বর্গেরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব শ্রীভগবানও অনুরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া শ্রীমদুদ্ধবকে বলিতেছেন, যথা—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

—(শ্রীভা০ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ, যে পর্যন্ত না নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া জ্ঞানের অধিকার পথে নির্বেদ বা বিষয়-বৈরাগ্যোদয় না হয়, কিংবা যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গাদি-জনিত আমার কথাদিতে নির্গুণা শ্রদ্ধার উদয় না হয়, সেই পর্যন্ত বেদ-বিহিত কর্মই অনুষ্ঠেয়।

'স্বধর্ম' অর্থাৎ নিজ শ্রদ্ধা ও অধিকার অনুরূপ কর্ম সকল ত্যাগ করিলেই লোকের জ্ঞানলাভ কিংবা ভক্তিলাভ হয় না ; শাস্ত্র-বিহিত নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে বিষয়ভোগে বিরক্তি আসিলে তখন জ্ঞানের সাধন-পথে অধিকার জন্মিয়া কর্ম স্বতঃই ত্যাগ হইয়া যায় ; কিংবা অহৈতুকী মহৎ-কৃপা-লব্ধা শ্রদ্ধাপূর্বিকা ভক্তির উদয়ে, স্বধর্ম সকল আপনিই ত্যাগ হইয়া যায়। তাই, শ্রীচরিতামৃতে গীতার বিভিন্ন উপদেশের সুষ্ঠু মীমাংসারূপে লিখিত হইয়াছে ; যথা,—

> পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ-ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।
> সব সাধি অবশেষ আজ্ঞা বলবান ॥[১]
> এই আজ্ঞা বলে ভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
> সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয় ॥
>
> —(শ্রীচৈ° ২।২২)

(১) শ্রীভগবান কর্তৃক সর্ব ধর্ম-কর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র তদীয় ভজনের নির্দেশ দেওয়া হইবার পরেও ("সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য—" ইত্যাদি গীতা ১৮।৬৬) বহু কর্মাদি-রত জনগণ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, সুদুর্লভ মহৎ-সঙ্গ ও তদুত্থিত হরিকথা উপদেশাদি ব্যতীত নির্গুণা ভক্তি বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতে পারে না—সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ কর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও। এই হেতু শ্রীভগবানকেও কচিৎ জগতে বিপুলভাবে ভক্তিদানের নিমিত্ত স্বয়ং মহা-মহৎরূপে আসিতে হয়। সুতরাং যাদৃচ্ছিক মহৎ-সঙ্গাদি প্রভাবে, ভক্তিতে শ্রদ্ধার সঞ্চার হইলে, তখন সর্ব কর্মাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি হইতে পারে।

পরিশিষ্ট

কলিপ্রভাব-মথিত—নামাপরাধ-সঞ্চারিত বর্তমান সময়ে প্রকৃষ্ট মহৎ-সঙ্গাদির অভাব ঘটিলেও, অন্য দিকে জীবের বিশেষ সৌভাগ্যে, ভক্তিলাভের এমন এক সুযোগ বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহা পরবর্তী সত্যাদি যুগের জনগণের ভাগ্যেও সংঘটিত হয় না,—একথা শ্রীভাগবত হইতেই ঘোষিত হইয়াছে ;—

"কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।"

—(শ্রীভা° ১১।৫।৩৮)

শ্রীকরভাজন নিমিরাজকে কহিলেন,—হে রাজন্! সত্যাদি যুগের জনগণ কোন এক বিশেষ কলিযুগে জন্মলাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া থাকেন।

তাহার কারণ এই যে, কলিযুগ-বিশেষে স্বয়ং ভগবান ভক্তত্বের পরিসীমা-রূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া, যুগধর্ম শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন প্রবর্তন করিয়া থাকেন। আবার শ্রীভগবানের এই একমাত্র ছন্নাবতার কালে গগনে 'চন্দ্রগ্রহণ' ছলে, তৎ-কৃপায় জন-সাধারণের পক্ষে অন্যযুগের অলভ্য শ্রীনাম 'গ্রহণ' ও সেই গৃহীত বা কীর্তিত শ্রীনাম-শ্রবণ-জনিত সৌভাগ্যে, স্থাবর-জঙ্গমাবধি সর্ব জীবের সংসার মোচন সহ সর্বোত্তমা গতি লভ্য হইয়া থাকে—কেবল তৎ-প্রবর্তিত এই শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন প্রভাবে।

ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সর্বোত্তম ভক্তিধর্ম পর্যন্ত জগতে উপদিষ্ট হইলেও তৎকালে ভক্তভাবে বিভাবিত না থাকায়, তৎকর্তৃক উপদিষ্ট সেই ভাগবত-ধর্ম সকল জগতে বিজ্ঞাপিত হইলেও, উহা জনসমাজে তদ্রূপ গৃহীত হয় নাই ; যেহেতু ভক্তিদানের অধিকার তৎকর্তৃক ভক্তজনেই সমর্পিত হওয়ায় এবং তৎকালে নিজেরও স্বয়ং ভগবদ্ভাব ব্যতীত ভক্তভাব না থাকায়, উহা প্রদত্ত হইতে পারে নাই,—বিপুলভাবে তৎপ্রদানে নিজ অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও।

পূর্বলীলার এই অন্তরায় অপসারণ করিয়া স্বয়ং ভগবান—সর্বরসাধিপ শ্রীকৃষ্ণ, সর্বভক্তি ও ভক্ত-সীমা—মহাভাব-স্বরূপিনী শ্রীরাধারাণীসহ একীভূত এবং তৎভাব ও কান্তির আবরণে 'ছন্ন' হইয়া, যে কালে শ্রীহরিনামের সহিত, আবির্ভাব-বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রপঞ্চে প্রকটিত হয়েন,—তাহাই হইতেছে বর্তমান সেই বিশেষ কলিযুগ। স্বয়ং ভগবানের এই একমাত্র অসমোর্দ্ধ ভক্তভাবে অবতরণ,—ইহা তদ্রূপ 'ছন্ন' লক্ষণেই,—(অর্থাৎ নাম-ধামাদির পরিচয় না দিয়া) কেবল বিশেষণেই বিশেষিত করা হইয়াছে, "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং—" ইত্যাদি শ্রীভাগবতীয় শ্লোকে। (শ্রীভা° ১১।৫।৩২) ; এবং শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন-যজ্ঞ দ্বারা সেই শ্রীনামযজ্ঞেশ্বরের আরাধনাও বিহিত হইয়াছে উক্ত শ্লোকেই। ইহার অত্যন্ত নিগূঢ়তা নিবন্ধন, এই রহস্য কেবল "সুমেধা" জনেরই বোধগম্য বিষয় বলিয়াও উক্ত হইতে দেখা যায়।

বিশেষভাবে, এই কলিযুগ-বিশেষে তৎ-প্রবর্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের বিশেষ মহিমা কীর্তিত হইতেও দেখা যায়, নিম্নোক্ত শ্রীভাগবতীয় শ্লোকে ;—

ন হ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥

—(শ্রীভা° ১১।৫।৩৭)

ইহার অর্থ,—জন্ম-মরণ-রূপ সংসার ভ্রমণকারী দেহীদিগের পক্ষে ইহা হইতে পরম লাভ অপর কিছুই নাই,—যে সঙ্কীর্তন হইতে পরমা শান্তি লাভ ও সংসার ক্ষয় হইয়া থাকে।

"তাৎপর্য—এস্থলে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের ফল বলা হইতেছে,—'পরম লাভ' ও 'পরমা শান্তি'। উহার আনুষঙ্গিক ফল হইতেছে—সংসার-ক্ষয়। তটস্থাশক্তি স্থানীয় জীবের পক্ষে, সর্বোত্তমা স্বরূপ-শক্তির অধিকার-প্রাপ্তি, ইহা কেবল ভক্তি দ্বারাই সাধিত হয় বলিয়া, ভক্তিলাভকেই জীবের যথার্থ

লাভ বলা হয়। তাই শ্রীভগবান নিজেও বলিয়াছেন,—"লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ॥" (শ্রীভা° ১১।১৯।৪০) অর্থাৎ আমার ভক্তিই উত্তম লাভ। ভগদ্ভক্তিই যখন 'উত্তম লাভ' তখন 'পরম লাভ' শব্দে পরমা ভক্তি যাহা,—সেই স্বয়ং-ভগবৎ সম্বন্ধীয় 'ব্রজপ্রেম' বা রাগানুগা ভক্তিকেই বুঝিতে হইবে। জীবের পক্ষে ইহার অধিক বা সমান অপর কোন লাভ বা সাধ্য নাই।

জীবাত্মার সম্যক প্রসন্নতার নাম 'শান্তি'। আত্মার যথার্থ প্রসন্নতা, ভক্তিলাভেই সাধিত হয়। "যয়াত্মা সুপ্রসীদতি" (ভা° ১।২।৬)। সাধারণতঃ বৈধী ভক্তিই যখন প্রকৃষ্টা শান্তি স্বরূপা হইতেছেন, তখন 'পরমা শান্তি' শব্দে স্বয়ংভগবৎসম্বন্ধীয় রাগানুগারূপা পরমা ভক্তি লাভের শান্তিকেই যে নির্দেশ করা হইয়াছে, ইহাও বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা নাই।

তাহা হইলে বর্তমান অসাধারণ কলিযুগে স্বয়ং ভগবান কর্তৃক প্রবর্তিত শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের ফল হইতেছে,—'ব্রজপ্রেম' বা রাগানুগা পরমা ভক্তি, যাঁহা হইতে পরম লাভ আর কিছুই নাই; 'পরমা শান্তি' যাঁহার অনুসঙ্গিনী।

সাধারণতঃ ভগদ্ভক্তির আনুষঙ্গিক ফলেই যখন জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারাবর্ত নিবৃত্তি হয়, তখন 'ব্রজপ্রেম'-রূপ পরমাভক্তি লাভে সেই সংসার-পাশ যে বিচ্ছিন্ন হইবে, ইহা আর অধিক কথা কী?—("শ্রীভক্তিরহস্যকণিকা" হইতে উদ্ধৃত)।

তাহা হইলে পূর্বোক্ত ভক্ত-মহৎসঙ্গকে যে শুদ্ধাভক্তি লাভের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্ণয় করা হইয়াছে, সেই মহতের মহামহিমার কারণ হইতেছে, স্বরূপ-লক্ষণে—একাধারে ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানে তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত যিনি এবং তটস্থ-লক্ষণে,—শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলারূপা শ্রীহরিকথা অমিয়-ধারা যাঁহা হইতে নিঃসৃত হইয়া, অনাদি বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণোন্মুখতার সহিত শুদ্ধা ভক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকে,—তাঁহারই নাম মহৎ-সঙ্গ।

উক্ত মহৎ-লক্ষণের যাহা আকর বা বীজরূপ সর্বকারণ, সমান ও অধিকশূন্য উক্ত ত্রিতত্ত্বের যাহা পরিসীমা,—সেই 'ভক্ত', 'ভক্তি' ও 'ভগবৎ-তত্ত্ব', তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া, তৎসহ শ্রীহরিকথা প্রধান—শ্রীনামসঙ্কীর্তনরূপ মেঘমন্দ্রের সহিত অজস্র ধারায় সর্বোত্তমা রাগভক্তির বর্ষণে যে কালে জগৎ প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়া যায়,—যোগ্যাযোগ্য, পাত্রাপাত্র, স্থানাস্থানাদি নির্বিচারে, প্রতিকল্পে একবার করিয়া যখন জীবাত্মার সেই 'পরমা শান্তির' ও জীবজগতের 'পরম লাভের' শ্রেষ্ঠতম সুযোগ সমাগত হয়, তাহাই হইতেছে প্রপঞ্চে—শ্রীগৌরলীলা-প্রকটকাল।

স্বয়ং-ভগবানের ব্রজলীলায় জগৎ ভরি প্রেমভক্তি দানের পূর্ব অন্তরায় উক্ত প্রকারে অপসারণ করিয়া, নিজ আস্বাদন-বিশেষের সহিত তদনুষঙ্গে অবাধে প্রেমদানের সেই অপূর্ণ বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই—শ্রীগৌরলীলা-রূপ তদীয় আবির্ভাব-বিশেষ।

বেদাদি শাস্ত্রে সেই অতি নিগূঢ় রহস্যের সারমর্ম শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যক্ত হইতে দেখা যায় ;—

"যথেচ্ছ বিহরি কৃষ্ণ করি অন্তর্ধান। অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান॥ চিরকাল নাহি করি প্রেম ভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥ সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি। বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ ......যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু—নাম-সঙ্কীর্ত্তন। চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এই ত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥ তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিব নানা রঙ্গে॥

এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়।
অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়॥"

(শ্রীচৈ° ১।৩।১১-২২)

অতএব সাধারণতঃ সর্বকাল অতি সুদুর্লভরূপে, যে মহৎ-সঙ্গ-লাভ হইতে কচিৎ কোন অতি ভাগ্যবশে কাহারও অন্তরে শুদ্ধাভক্তির সঞ্চার সম্ভব হয়,—এই শ্রীনামসঙ্কীর্তনের মহামহোৎসব ও তৎফলে নির্বিচারে প্রেমভক্তি-প্লাবনের সুদিনে, সেই মূল মহৎ-সঙ্গের অপেক্ষা না রাখিয়াও এই মহামহৎরূপে প্রচ্ছন্ন গৌরকৃষ্ণের মুখোদ্গীর্ণ ও স্বরূপতঃ তদীয় অভিন্ন শ্রীহরেকৃষ্ণাদি শ্রীনাম জগতে বিদ্যমান থাকিয়া—সর্বজনগ্রাহ্য হইয়াছেন তদীয় অচিন্ত্য কৃপাবৈশিষ্ট্যে। সেই শ্রীহরিনাম গ্রহণে, তৎপ্রভাবে উহা হইতে শ্রদ্ধাদিক্রমে নববিধা ভক্তি ও তৎফল প্রেমোদয় হইবার পক্ষে ইহা হইতে সহজসাধ্য ও শ্রেষ্ঠতম উপায় আর কিছুই নাই। "নামসঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়॥"—ইহা তদীয় শ্রীমুখেরই নির্দেশ।

সমস্ত ভক্ত্যঙ্গের শ্রীনামই হইতেছেন "অঙ্গী" স্বরূপ। তাই উক্ত হইয়াছে—"নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।" সুতরাং নিখিল ভক্ত্যঙ্গের ও সাধনাঙ্গের 'অঙ্গী' বলিয়া তন্মধ্যে শ্রীনামসঙ্কীর্তনই হইতেছেন—"সর্বশ্রেষ্ঠ"। এ বিষয়ে স্বয়ং ভগবানের শ্রীমুখের নির্দেশ ;—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্তন।
নিরপরাধে নাম হৈতে হয় প্রেমধন॥"

—(শ্রীচৈ° ৩।৪।৬৫)

তদীয় প্রকট বিহার কালে—নির্বিচারে জগতে সগণে শ্রীনামপ্রেম বিতরণের দিনে, অপরাধেরও বিচার রাখা হয় নাই। "নিতাই চৈতন্যে

নাহি এসব বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥" কিন্তু তদীয় অপ্রকটকালে, কেবল দশবিধ নামাপরাধ (১) বর্জন করিয়া শ্রীনাম গ্রহণের বিধি ব্যতীত, শ্রীনাম সম্বন্ধে আর কোন বিধিনিষেধ নাই। কেবল "নিরপরাধে নাম লৈলে হয় প্রেমধন"—ইহাই শ্রীমুখের নির্দেশ।

বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্পাদির বিকাশ হইয়া, পরিশেষে ফল উৎপন্ন হয়,—সেইরূপ প্রেমফলের বীজ স্বরূপ শ্রীনাম-গ্রহণে—শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় অনিবার্য হইলেও, কেবল "নামাপরাধ" স্থলে—শ্রীনাম অপ্রসন্নতা হেতু স্ব-মহিমা প্রকাশ করেন না।

নামগ্রহণাদির পর, যথাকালে ও যথাক্রমে প্রেমোদয়ের অদর্শনে উহাকে অবশ্যই অপরাধ-ঘটিত কারণ ব্যতীত অপর কোন কারণের আবিষ্কার করিতে যাওয়া নিরর্থক বুঝিতে হইবে। যে-হেতু একমাত্র নামাপরাধ ভিন্ন শ্রীনামের অপ্রসন্নতা ও তজ্জনিত স্বীয় মহিমার অপ্রকাশের অন্য কোন কারণ নাই। একথা শ্রীচরিতামৃতের উক্তিই প্রমাণ;—

"এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ। প্রেমের উদয় হয়—প্রেমের বিকার। স্বেদ, কম্প পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার॥ অনায়াসে ভবক্ষয়—কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণ নামের

---

১ সংক্ষেপে কেবল দশবিধ নামাপরাধের নাম মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা প্রভুপাদ-কৃত— শ্রীশ্রীনামচিন্তামণি দ্বিতীয় কিরণ বা নামাপরাধ দর্পণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধি, (৩) শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞা, (৪) বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্র-নিন্দা, (৫) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে—ইহা 'অর্থবাদ' বা 'স্তুতিবাদ' এইরূপ মনন, (৬) নাম-মহিমার মুখ্যত্ব গৌণ করিয়া, প্রকারান্তরে অন্য উপায়ের মুখ্যত্ব স্থাপন বা 'কল্পন', (৭) নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) সর্ব শুভক্রিয়াদির সহিত নামের সমতা চিন্তন, (৯) অশ্রদ্ধান্বিত ও বিমুখজনকে শ্রীনামাদি হরিকথা উপদেশ প্রচেষ্টা, (১০) নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণে অপ্রীতি।

ফলে পাই এত ধন ॥ হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার ॥

তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর ॥

—(শ্রীচৈ° ১।৮।২২-২৬)

সেই শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীহরেকৃষ্ণাদি নাম সকল যে বর্তমান যুগে সর্বসাধারণের গ্রহণীয় ও তৎফলে জগৎ প্রেমময় করিবার কারণ সঞ্চারিত হইয়াছে,—শ্রীরূপপাদের লেখনীমুখে তাহা ব্যক্ত হইয়া, এই কলি-বিড়ম্বিত জগতের পক্ষেও পরম আশার সঞ্চার করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরেকৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাহ্বয়াঃ ॥

ইহার অর্থ,—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মুখোদ্গীরিত, তদীয় নিজ নাম স্বরূপ হরেকৃষ্ণাদি নামাক্ষর সকল, জগৎ প্রেমরসে নিমজ্জিত করিয়া জয়যুক্ত হইতেছেন।

অতএব অপর যুগের সুদুর্লভ মহৎ-মুখোচ্চারিত শ্রীহরিকথা স্থলে বর্তমান যুগের সুলভ মহামহৎরূপে স্বয়ং শ্রীহরির শ্রীমুখোদ্গীর্ণা হরিকথা-প্রধান—শ্রীহরিনাম সর্বজনগ্রাহ্য হইয়া, অপরিসীম ভাগ্যের বিস্তার করিয়াছে এই কলিযুগজনের। কেবল এই শ্রীনাম হইতেই শ্রদ্ধাদি যথাক্রমে পরমা ভক্তি ও পরমা শান্তি উদয় হইবার পক্ষে অপর কোন অসম্ভাবনা দেখা যায় না—কেবল কলিপ্রভাব-সঞ্চারিত 'নামাপরাধ' হইতে মুক্ত ও সতর্ক থাকিয়া শ্রীনামগ্রহণের অপেক্ষা ব্যতীত। যেহেতু শ্রীহরিনামের মহামহিমা পরিদৃষ্ট হইবার অথবা না হইবার একমাত্র কারণ—নামাপরাধ মুক্ত অথবা যুক্ত হইয়া থাকা।

সর্বসাধনশ্রেষ্ঠ শ্রীনামের একান্ত আশ্রিত হইয়া অবস্থান করিতে পারিলে, নামাপরাধ সংঘটনরূপ কলির প্রধান প্রতারণা হইতে আশ্রিত-বৎসল শ্রীনামপ্রভুই তদাশ্রিত জনের সর্বথা রক্ষা বিধান করেন।

শ্রীগৌরচরণস্পৃষ্ট এই কলিযুগ অনতিবিলম্বে অবসান প্রাপ্ত হইয়া তৎস্থলে এই কলির অবশিষ্টকাল—বিশ্বব্যাপী এক প্রেমযুগের অভ্যুদয় সম্ভাবিত বলিয়া, তাই শেষ কলির পূর্ণ লক্ষণ ও প্রভাব, এই কলিযুগের প্রারম্ভেই পরিদৃষ্ট হইতেছে। তৈলহীন প্রদীপ নিভিবার পূর্বে যেমন একবার সমধিক প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, ইহাও সেইরূপ কলির বিদায় সূচনা। এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রভাবিত কলির শ্রেষ্ঠতম আক্রমণ বা অনর্থকারিতা হইতেছে—নামাপরাধ সংক্রমিত-করণ।

বিদায়োন্মুখ কলির এই পূর্ণ প্রভাবের প্রদর্শন যেমন উক্ত মঙ্গলোদ্দেশ্যে স্বয়ং স্রষ্টার অনুমোদিত, তদ্রূপ অপরদিকে দুর্গাশ্রিত ব্যক্তি যেমন অরাতি হইতে সুরক্ষিত হয়, সেইরূপ বর্তমান কলি-কৃত তুমুল অনর্থ হইতে সংরক্ষণ উপায়, শাস্ত্রমুখে সেই শ্রীভগবানই সকলকে নির্দেশ দিয়াছেন—নামাশ্রিত থাকিবার জন্য। নামাশ্রয় অর্থে—সর্বোপরি মহিমান্বিতবোধ ও সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিতে—সর্বাঙ্গীরূপে শ্রীনামের সমাদর পূর্বক তদীয় আনুগত্যে অবস্থান। এই ঘোর কলিসঙ্কটে কেবল "নামগ্রাহী" অপেক্ষা "নামাশ্রয়ী" হইয়া অবস্থিতিই অধিকতর নিরাপদ, এবিষয়ে শাস্ত্রোক্তি ; যথা—

হরিনামপরা যে চ ঘোরে কলিযুগে নরাঃ।
ত এব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্॥

—(বৃহন্নারদীয়ে)

অর্থ,—ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি হরিনামপরায়ণ (পর=পরম, অয়ন=আশ্রয়) অর্থাৎ শ্রীহরিনাম যাঁহাদের পরম আশ্রয়, তাঁহারাই কৃতকৃতার্থ ; কলি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে বাধা প্রদানে সমর্থ হয় না।

আগুন লইয়া নাড়াচাড়া করিতে হয় যাহাদের, তাহাদের পক্ষেই অগ্নিদগ্ধ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, যদি তদ্বিষয়ে সতত সতর্ক থাকা না হয়। নামাপরাধ ও নামাপরাধ সম্বন্ধীয় বিষয় সকলের সহিত সংশ্লিষ্ট ও নামাপরাধ সম্বন্ধে অসতর্ক থাকায়, এই সনাতন ধর্মের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের বর্তমান ধর্মাচরণশীল জন-সমাজে, কলিপ্রভাব-কৃত নামাপরাধ সংঘটন সম্ভাবনা যেরূপ অধিক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও অসংশ্লিষ্ট যাঁহারা, সেই অপরদেশবাসী জনগণের পক্ষে উহার তদ্রূপ কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

শ্রীনামের অব্যর্থ শক্তি প্রকাশে, নামের স্বরূপ ও মহিমাদি বিষয়ে কোন বোধ থাকা বা না থাকার কোন অপেক্ষা নাই—কেবল 'নামাপরাধ' সংঘটিত না হয়—ইহারই অপেক্ষা ব্যতীত। অগ্নির প্রভাব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত শিশু কর্তৃক উহা স্পৃষ্ট হইলেও, অগ্নির দাহিকাশক্তির উপলব্ধি বিষয়ে যেমন ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না, সেইরূপ নিরপরাধ ক্ষেত্রে শ্রীনাম শ্রবণ, কীর্তন স্মরণাদি যে কোন প্রকারে গৃহীত হইলেও,—জ্ঞাত বা অজ্ঞানতার কোনরূপ বিচার না রাখিয়া, কিম্বা পাত্রাপাত্র যোগ্যাযোগ্য কোনরূপ বিষয় বৈশিষ্ট্যের অপেক্ষা না করিয়া, শ্রীনামের অচিন্ত্য অব্যর্থ শক্তি সদ্যই প্রকাশ হইয়া থাকে—সর্বজন নির্বিশেষে। শাস্ত্রোক্তি যথা,—

প্রমাদাদপি সংস্পৃষ্টো যথাঽনলকণো দহেৎ।
তথৌষ্ঠপুটসংস্পৃষ্টং হরিনাম দহেদঘম্॥
—(শ্রীহ° ভ° বি° ১১।৩২৪)

অর্থ,—অনবধান বা অজ্ঞানাদি অবস্থায় সংস্পৃষ্ট হইলেও, যেমন অগ্নিকণা তাহার দাহিকাশক্তি প্রকাশ করে, সেইরূপ অনবধানেও শ্রীহরিনাম ওষ্ঠপুটাদি সংস্পৃষ্ট হইলে সমস্ত পাপাদি দহন করিয়া থাকেন।

এতাদৃশ শ্রীনাম গৃহীত হইয়াও যদি ফলোদয় (যথাক্রমে) হইতে না

দেখা যায়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে একমাত্র নামাপরাধের অবশ্যই বিদ্যমানতা বুঝিতে হইবে।

তাই শ্রীচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে ;—

হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহু বার।
তবু যদি প্রেম নহে—নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর।
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর।

—(শ্রীচৈ° ১।৮।২৫)

বর্তমান জগতে সর্বাপেক্ষা আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হইতেছে,—'প্রকৃষ্টশান্তি', যাহাকে জীবাত্মার 'পরম লাভ' বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ করা হইয়াছে এবং যে বিষয়ে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই পরমা শান্তি আবির্ভাবের পক্ষে অপর যত প্রকার উপায় অবলম্বিত হওয়া সম্ভব, তন্মধ্যে **বিশ্বব্যাপী শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন-প্রবর্তনই হইতেছে—'পরম উপায়'**। ('নাম-সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়'—শ্রীচরিতামৃতে। ৩।২০।৭)

সুতরাং ইহা হইতেই—কেবল মনুষ্যসমাজেই নহে,—জীবমাত্রের 'পরমা শান্তি' ও 'পরম লাভ' সংঘটিত হইবার সর্বাধিক সম্ভাবনা,—যে ক্ষেত্রে নামাপরাধ সংক্রমিত হয় নাই।

দেহ সম্বন্ধে যখন প্রত্যেক মানুষে মানুষে ভিন্নতা আছে, তখন মনুষ্য-সমাজে জাতি বা দেশগত বিভেদ থাকা অনিবার্য। এই হেতু যাহা দেহ সম্বন্ধীয় ধর্ম, তাহাকে ভেদমূলক অবশ্যই হইতে হইবে। সুতরাং দৈহিক ধর্ম সকলের পক্ষে একই প্রকার হইতে পারে না। কিন্তু 'দেহী' বা জীবাত্মার মধ্যে পরস্পর সেরূপ কোন ভেদ নাই। সকল জীবাত্মার একই পরিচয়—একই অভিপ্রায়। সেই এক সর্বকারণ সর্বাশ্রয় পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের আশ্রিত থাকিয়া,—আশ্রিতের পক্ষে আশ্রয়ের প্রীতিসাধন ও সেবন এবং

আশ্রয়ের পক্ষে আশ্রিতকে সর্বভাবে সংরক্ষণ ও পালন,—ইহাই 'আত্মধর্ম' বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি। ইহাতে জীবমাত্রেরই কোন ভেদভাব থাকিতে পারে না।

কিন্তু অনাদি বহির্মুখতার প্রবাহে ভাসমান জীবাত্মার পক্ষে মায়াকৃত অবিদ্যাজনিত 'অনাত্ম' বা জড়ের অনুভূতি ভিন্ন, 'আত্ম' বা চিদ্‌বস্তুর উপলব্ধিই থাকে না। এই হেতু জীব, নিজে আত্মবস্তু হইয়াও, নিজের সহিত নিজ চির-আশ্রয়—চিরপ্রিয় পরমাত্মবস্তুকেও চিরবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। যাহার ফলে মায়া-কবলিত হইয়া জীবের পক্ষে জড় দেহকেই 'আমি' ও দেহ সম্বন্ধীয় পুত্র, বিত্ত, কলত্র, গৃহাদি মায়িক বা জড় বিষয় সকলে 'আমার' বলিয়া বোধ করিবার কারণ ঘটিতেছে—অনাদি কাল হইতেই। ঈশ-বৈমুখ্যের অনিবার্য পরিণতি হইতেছে এই জড়-সাম্মুখ্য; যাহার পরিণাম—দেহে আত্মবোধ ও গেহাদি জড় বিষয়ে মমতা বা 'আমার' বোধ।

সেই ভেদমূলক দেহ দৈহিক সম্বন্ধীয় ধর্মের বিপরীত যাহা, তাহাই 'আত্মধর্ম'। 'আত্মধর্মের' আবির্ভাবে, জীবের অন্তরে পরমাত্মবস্তুর সহিত জীবাত্মার সেই চির সম্বন্ধবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়া, পরমা শান্তির উদয় করাইবার পরম উপায় হইতেছেন—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন।

তাই দেখা যায়, অপর সকল ধর্মের সাধন ক্ষেত্রে কেবল মনুষ্যই নির্বাচিত হইয়াছে। তাহাতেও আবার জাতি-বর্ণাদি নির্বিশেষে সর্ব জনের অধিকার নাই। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যাদি কিম্বা অপর দেশের যে কোন ধর্মের সাধনক্ষেত্রে, অন্ততঃ কেবল মানুষের অথবা মানবাত্মার জন্যই সংরক্ষিত হইতে দেখা যায়—সাধনার আসন। কিন্তু উহা 'আত্মধর্ম' হইলে, সকল প্রাণী—সকল জীবাত্মারই তাহাতে অধিকার দেখা যাইত; তাহাদের প্রতি উহার অংশ গ্রহণ করিবার আহ্বান আসিত; নিখিল জীবাত্মার উদ্ধারের কথা চিন্তিত হইত; কিন্তু তৎপরিবর্তে ইহা কেবল

মানবাত্মার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং উহার মধ্যে 'আত্মধর্ম' থাকিলেও, উহাকে পূর্ণ বা প্রকৃষ্ট আত্মধর্ম বলা যায় না।

সর্ব জীবাত্মার মায়া-পাশ-বিমুক্তি ও পরাশান্তি লাভের প্রয়োজনে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত শ্রীনামসঙ্কীর্তনেরই শাস্ত্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠতম উপযোগিতা, তদীয় লীলায় প্রদর্শিত হইয়াছে সর্বভাবে। তাই দেখিতে পাই, কেবল মানবাত্মার প্রয়োজনেই নহে,—সর্ব জীবাত্মায় সর্বোত্তম আত্মধর্ম বিকাশের আবশ্যকতায় শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন যে পরম উপায়,—শ্রীনাম-মহিমার মূর্ত-বিগ্রহ ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম-হরিদাসের সহিত মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথোপকথন মধ্যে ইহার যথেষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় ;—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রশ্ন ;—

"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর জঙ্গম।
ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন॥"

শ্রীহরিদাস ঠাকুরের উত্তর ঃ—

হরিদাস কহে প্রভু! যাতে এ কৃপা তোমার। স্থাবর জঙ্গমে প্রথম করিয়াছ নিস্তার॥ তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। স্থাবর জঙ্গমের সেই হয় তো শ্রবণ॥ শুনিতেই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়। স্থাবরে সে শব্দ লাগে—তাতে প্রতিধ্বনি হয়॥ প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীর্ত্তন। তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥ সকল জগতে হয়, উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। শুনি প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর জঙ্গম॥ যৈছে কৈলে ঝাড়িখণ্ডে—বৃন্দাবন যাইতে। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য কহিয়াছে আমাতে॥ বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন। তবে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন। জগৎ নিস্তারিতে এই তোমার অবতার। ভক্তগণ আগে তাতে করিয়াছ অঙ্গীকার॥ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার। স্থির-চর জীবের সব খণ্ডাইলে সংসার॥ —ইত্যাদি —(শ্রীচৈ° ৩।৩।৬২-৭১)

এই সকল উক্তি হইতে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই যে, নিখিল জীবাত্মার পরম শ্রেয়লাভের নিমিত্ত প্রবর্তিত,—কেবল মানবাত্মার প্রয়োজনেই নহে, ইহা সুস্পষ্টই বোধগম্য হইতেছে। আবার তৎসহ সকল জগতে উহার ব্যাপ্তি হইবার কথায়, সেই ভুবন-মঙ্গল শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের ধ্বনি, আকাশে যে শব্দতরঙ্গ সৃজন করিয়া থাকে, সেই শব্দতরঙ্গ-প্রবাহের স্পর্শ লাগিয়া জগতের জীবোদ্ধারের কথার মধ্যে, বর্তমান আবিষ্কৃত বেতার-বিজ্ঞানের আভাস পাওয়া যায়—"শব্দ লাগে", "প্রতিধ্বনি হয়", "সকল জগতে হয়", —এই সকল উক্তির মাধ্যমে। যে কালে বেতার-বিজ্ঞান স্বপ্নেরও অগোচর বা সুষুপ্তি অবস্থায় অবস্থিত, যাহার বিষয় মানব-মস্তিষ্কে তিলমাত্রও কোন ধারণা ছিল না, তদবস্থায় উহার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত দিবার পক্ষে উক্ত শব্দ তিনটির অধিক আর কি বলা যাইতে পারে? অবশ্য উক্ত বিজ্ঞান-সূত্রের সহিত অপর প্রয়োজনীয় যাহা কিছু,—সর্বজ্ঞান-বিজ্ঞানময় সেই বিশ্বস্রষ্টা পরমপুরুষের ইচ্ছা বা সঙ্কল্প মাত্রেই তাহা যে সিদ্ধ হইতে পারে, একথার উল্লেখই অনাবশ্যক।

শ্রীগৌরহরি-প্রবর্তিত সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের অবারিত প্রাঙ্গণে জাতি-ধর্মাদি নির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার দেখা যায়। নিখিল জীবাত্মার অন্তরে 'আত্মধর্ম' জাগরণের 'পরম উপায়' বলিয়া তাই শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের মিলন-ভূমিতে, আত্মা হইতে উত্থিত অলৌকিক তুমুল উল্লাস মধ্যে, পরস্পর ভেদভাবশূন্য জীবাত্মা তৎকালে পরমাত্মাশ্রিত হইয়া যায় বলিয়া, তদবস্থায় আর কোন জাতিবুদ্ধি বা উচ্চ-নীচাদি দৈহিক ভেদবুদ্ধির বাহ্যাপেক্ষা থাকে না। তাই তখন দেখা যায়,—

"হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিত অঙ্গ;

চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি,—
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥”

(প্রেমানন্দ দাস-কৃত—মনঃশিক্ষা)

শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রবর্তিত এই উচ্চ-সঙ্কীর্তনরূপ শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্ম বিকাশের পরম উপায়ের প্রভাবে, কেবল যে মানবাত্মাই প্রসন্ন ও পরিতৃপ্ত হইয়া উঠে তাহাই নহে,—স্থাবর জঙ্গমাবধি নিখিল জীবাত্মার পক্ষেই শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন প্রভাবে পরম শ্রেয়োলাভের কারণ সংঘটিত হইবার সকল সম্ভাবনা রহিয়াছে,—আধার নামাপরাধ শূন্য থাকিলেই হইল।

তাই ঠাকুর শ্রীব্রহ্ম-হরিদাসের শ্রীনাম-যজ্ঞের সাধন-ক্ষেত্রের সার্বত্রিকতার মহিমা, অজ্ঞাত জনকে সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে,—সর্বোত্তম আত্মধর্মোদয়ের পরম উপায় এই শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্তন, ইহা কেবল দেহ-গেহাদি জড়-কারাগার হইতে মানবাত্মার উদ্ধারের নিমিত্তই নহে,—ইহা জঙ্গম-স্থাবরাদি—পশু, পক্ষী, কীটাদি হইতে বৃক্ষ-লতাদি অবধি সর্ব জীবাত্মার প্রাপ্য পরম শ্রেয়োরূপ পরা শান্তি লাভের পরম উপায়।

পশু, পক্ষী, কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলে সে হরিনাম, তারা সব তরে॥

—(শ্রীচৈ° ভা° ১।১১)

সুতরাং উক্ত আত্মধর্মোদয়ের অভিপ্রায় কেবল মানবাত্মার প্রয়োজনেই নহে,—স্থাবর-জঙ্গম—নিখিল জীবাত্মার প্রয়োজন ও প্রসন্নতার কথা চিন্তিত হইয়াছে যাহাতে, তাহারই নাম ‘আত্মধর্ম’ এবং শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনই তল্লাভের পরম উপায় হইতেছেন।

নিখিল জীবাত্মার পক্ষে যথার্থ প্রিয়তম পরমাত্মার পরম স্বরূপ যিনি, সেই স্বয়ং শ্রীভগবানে স্বাভাবিক প্রীতি বা ভালবাসাকেই ‘প্রেম’ শব্দে

নির্দেশ করা হয়। আত্মধর্মের পূর্ণ বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে, সেই প্রেমোদয়েই।

প্রেমোদয়েই জীবাত্মার সকল অভাব অভিযোগ—সকল অপূর্ণতার অতৃপ্তির সম্পূর্ণ বিরাম হইয়া, ত্রিতাপ-তপ্ত জীবাত্মা, পরম প্রসন্নতারূপ পরা শান্তির সুশীতল কমলবনে বসতি লাভ করিয়া চিরধন্য হয়। শ্রীভগবানের অভয় ও চিরশান্তিময় শ্রীচরণ-কমল-ছায়ায় আশ্রয় ও তদাস্বাদন লাভই জীবাত্মা-মধুপের পক্ষে সেই সুশীতল কমলবন।

জীবের অন্তরে প্রেমোদয় হইলেই, তখন দেহ-দৈহিক কারণে পরস্পর হিংসা-দ্বেষাদি ঘটিবার আর কোন অবকাশ থাকে না; সেই এক সর্বপ্রিয় পরমাত্মা—পরমেশ্বরের সম্বন্ধেই বিশ্ব পূর্ণ সুখ-স্বরূপে ভরিয়া উঠে; ("বিশ্বং পূর্ণং সুখায়তে"—(শ্রীচৈ° চন্দ্রামৃত)। প্রতি জীবে জীবে তখন কোন ভেদভাব না থাকায়, প্রত্যেকেরই পরস্পর প্রীতির বন্ধনে সংবদ্ধ হইবার বাসনা ও সম্ভাবনা হয়,—কেবল জীব-হৃদয়ে সেই প্রেমোদয়রূপ শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্মের বিকাশে। তাই শ্রীভাগবতে ইহাকেই জীবাত্মার "পরমধর্মরূপে" নির্দেশ করিতে দেখা যায় ;—

স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
—(শ্রীভা° ১।২।৬)

অর্থ,—যে ধর্ম হইতে শ্রীভগবানে ফলাভিসন্ধি ও বিঘ্নশূন্যা ভক্তি সঞ্চারিত হইয়া থাকে, সেই ধর্মই দেহী বা জীবাত্মার পরম ধর্ম।

সেই প্রেমভক্তিরূপ পরম আত্মধর্ম বিকাশের পরম উপায়—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন।

"নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়"—(শ্রীচরিতামৃতে)। তাই বর্তমান জগতে প্রেমধর্ম ও উহার শ্রেষ্ঠতম সাধন—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের জনক ও

প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভু কর্তৃক সর্বশাস্ত্রসার মর্ম স্বয়ং শ্রীমুখে উপদিষ্ট হইয়াছে,—

"নাম সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।"

কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই তিনি, স্বয়ং আচরণ করিয়া এবং তৎসহ শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের প্রবল ঝটিকা ও প্রেমধারার বর্ষণে দেশ প্লাবিত করিয়া, প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন—শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের মহামহিমা। উহা কেবল মানুষেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই,—ঝাড়িখণ্ডের বনপথ দিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমনকালে অচিন্ত্য কৃপা-বিশেষে তদীয় শ্রীমুখ-বিগলিত হরে-কৃষ্ণাদি নামামৃতের স্পর্শে তজ্জন্মেই মৃগ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি পশুগণও পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষাদি বন্যভাব ভুলিয়া গিয়া, উচ্চৈঃস্বরে নাম গান করিয়া শ্রীনামের অত্যাশ্চর্য মহিমার সাক্ষ্য দিয়াছিল—তাহাদের আচরণে। ভজনোপযোগী মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, তৎফলে ভজনেরও অপেক্ষা করিতে হয় নাই—তদীয় অচিন্ত্য কৃপা-বৈশিষ্ট্যে।

সপরিকর শ্রীগৌরচন্দ্র-প্রকটকালে, নামাপরাধেরও বিচার না করিয়া, নাম-প্রেম বিতরিত হইয়াছিল, বন্যার প্লাবনের মত পাত্রাপাত্র অবিচারে। তাই তখন—"নিতাই চৈতন্যে নাহি এসব বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার॥"—(শ্রীচরিতামৃতে)। এই হেতু তৎকালে শ্রীনামের কোনরূপ সংযোগমাত্রেই প্রেমোদয় ও অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলের আবির্ভাবে জনগণকে 'প্রেমময়' বলিয়া সদ্যই জানা যাইত। তাই তদীয় প্রকটকালে, গৃহে গৃহে বিপুল সঙ্কীর্তন রবে মুখরিত ও তৎফলে সদ্যই দেহে দেহে—প্রতিজনে অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব সকলে ভূষিত হইতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, বিস্ময়াভিভূত পণ্ডিতকেশরী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ লিখিয়াছেন,—

অভূদ্‌গেহে গেহে তুমুল-হরিসঙ্কীর্ত্তনরবো—
বভৌ দেহে দেহে বিপুল-পুলকাশ্রু-ব্যাতিকরঃ।

অপি স্নেহে স্নেহে পরম-মধুরোৎকর্ষ-পদবী
দবীয়স্যাম্নায়াদপি জগতি গৌরেঽবতরতি ॥
—(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৩০)

অর্থ,—যে কালে শ্রীগৌরচন্দ্র এই জগতে অবতরণ করিয়াছিলেন তখন গৃহে গৃহে উঠিয়াছিল তুমুল শ্রীহরিসঙ্কীর্তন-রোল, দেহে দেহে প্রকাশ হইয়াছিল বিপুল অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকার সকল ; প্রতি স্নেহ-মমতাই পরম মধুর উৎকর্ষ ব্রজপ্রেম-পদবীতে আরোহণ করিয়া, জীবকে প্রদান করিয়াছিল—শ্রুতির অগোচর অমৃতত্ব।

গণসহ শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটের পর হইতে নির্গমনোন্মুখ কলির প্রভাব দিন দিন অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া, বর্তমানে উহা প্রায় চরম অবস্থায় উপনীত ॥

"দূরে চৈতন্যচরণাঃ কলিরাবিরভূন্মহান্ ॥"
(শ্রীবৃন্দাবনমহিমামৃতম্ ৪।২৯)

অর্থাৎ,—শ্রীচৈতন্যের চরণসান্নিধ্য হইতে যতই দিন গত হইতেছে, (অর্থাৎ তদীয় অপ্রকট হইতে), কলি-প্রভাব ততই অধিকতর প্রচণ্ডতা ধারণ করিতেছে ! এই মহাজন বাক্যের সত্যতা অধুনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে —সূক্ষ্মদর্শীদিগের দর্শনে।

অকালে নির্গমনোন্মুখ কলির শ্রেষ্ঠতম অনর্থকারিতা হইতেছে,—ধর্মক্ষেত্র ভারতের জনসমাজে বহুলভাবে নামাপরাধ সংক্রামিত করা। যাহার কারণ সম্বন্ধে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। অধুনা সেই কলিপ্রভাব-কৃত নামাপরাধ, ভারতীয় জনসমাজে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হওয়ায়, অপ্রসন্নতা বশতঃ শ্রীনাম তাই প্রায়শঃ পূর্ববৎ বিপুলভাবে ও নির্বিচারে নিজ মহিমা প্রকাশে বিরত রহিয়াছেন। এই হেতু বর্তমানে ভারতীয় জনগণ মধ্যে শ্রীনামের প্রভাব প্রায়শঃ পরিলক্ষিত না হইবার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে নিরপেক্ষতা বশতঃ অপর দেশবাসী জনসাধারণের পক্ষে তদ্রূপ কারণ না থাকায়, সেই

স্থলে নামসঙ্কীর্তনের প্রভাব পরিদৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা যথেষ্টরূপে আশা করা যায়। সুতরাং অপর দেশীয় জনের পক্ষে শ্রীনামের তত্ত্ব বা মহিমাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলেও, কোন প্রকারে শ্রীনামের সংযোগ ঘটিলে জীবাত্মার অন্তরে, চিরসুপ্ত পরমাত্মোন্মুখতার উন্মেষ ও আত্মধর্মের আবির্ভাবে, আত্মায় অভূতপূর্ব প্রসন্নতা ও প্রফুল্লতার বিকাশ হইয়া, তৎফলে যে পরমানন্দ আস্বাদিত হয়, তাহার যথার্থ কারণ না বুঝিতে পারিলেও, অন্তরাত্মার সেই পরিতৃপ্তিতে, জাগতিক সকল সুখ-সম্পদের আকর্ষণ ও আস্বাদন নিতান্তই তুচ্ছ হইয়া যায় তৎসকাশে। জাগতিক স্বার্থের সংঘাত জনিত আর কোন কোলাহল, হিংসা-বিদ্বেষ স্থান পাইতে পারে না—সেই জীবাত্মার অন্তরে। এইভাবে শ্রীনামসূত্রে গ্রথিত হইয়া, বিশ্বমানবাত্মার অন্তরে যে প্রেম-প্রসূনরূপ শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্মের আবির্ভাব সম্ভাবনা, তাহাই অদূর ভবিষ্যতে এক অখণ্ড সুপবিত্র পারিজাত-মালার ন্যায়, বর্তমান অশান্ত ও অতৃপ্ত জগতকে শান্ত, সুন্দর ও সুশোভিত করিয়া, পরা শান্তির সুখ-সৌরভে জগত উদ্ভাসিত করিতে পারে, যদি শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের প্রবর্তন ও প্রচার সর্বদেশে সম্ভব হয়,—সেই পরমাত্মা—পরমেশ্বরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় ও প্রেরণায়।

অতএব কেবল শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের প্রচার দ্বারা নিরপরাধ ক্ষেত্রে সর্বত্রই উহার অচিন্ত্য ও অব্যর্থ প্রভাব যত সত্বর পরিদৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং ইহাই যেমন বিশ্বে 'পরা-শান্তি' উদয়ের পরম উপায় বলিয়া শাস্ত্রেও নির্ধারিত হইয়াছে, অন্য কোন পন্থা অবলম্বনে তদ্রূপ শ্রেয়োলাভের আশা করা যায় না।

অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বমানবাত্মার পক্ষে—নিজ নিজ ইচ্ছামত শ্রীভগবানের যে নামেই হউক আশ্রিত হইয়া, একই পরমাত্মা – পরমেশ্বরের সহিত নিখিল জীবাত্মার একই সম্বন্ধ-সূত্র অবগত হইয়া, বিশ্বমানবের মধ্যে একতার বন্ধনে সংবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে সর্ব দেশে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তনের মাধ্যম

হইতেই। বিশ্বের সেই 'পরমা শান্তি' ও 'পরম লাভের' সুদিন উদয়ের অধিক দিন বিলম্ব না থাকিলেও, তৎপূর্বে অকালে বিদায়োন্মুখ কলির পূর্ণ ও শেষ প্রভাব 'মরণ-কামড়ের' ন্যায় সর্বাধিক তীব্র ভাব ধারণ করিবে, সকল দিক দিয়া—সর্ব ভাবে—বহির্মুখতার প্রচণ্ড রণ-তাণ্ডবের ভিতর দিয়া।

নিশীথের ঘনান্ধকারের অবসানে যেমন প্রথম অরুণালোকের প্রকাশে জানাইয়া দেয় সূর্যোদয়ের সূচনা, সেইরূপ বর্তমান কলির প্রভাবান্তে জগৎব্যাপী যে এক বিরাট "প্রেমযুগের" আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, তাহার সূচনা অনতিবিলম্বেই পরিদৃষ্ট হইবে,—সেই ঘোর কলি-তাণ্ডবের মধ্য হইতেও। এই যুগসন্ধির সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্যে একমাত্র নিরপরাধে শ্রীনামাশ্রয়ে অবস্থিতিই কলি-কবলিত হইবার সমূহ আশঙ্কা হইতে আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়।

শ্রীকৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তনের সংস্পর্শের অচিন্ত্য মহিমায় যখন বিভিন্ন দেশবাসী জনগণের অন্তরের সকল বিভেদ বিদূরিত ও প্রীতির বন্ধনে পরস্পর সংবদ্ধ হইয়া, সেই বিশাল জনস্রোত, ধর্মক্ষেত্র ভারতের সেই শ্রীনাম-প্রেমরূপ পরম আত্মধর্মের মহাপ্রবর্তক—পরমদেবতার উদ্দেশ্যে অন্তরের প্রীতি-অর্ঘ অর্পণের জন্য সমাগত হইবে,—নানা দেশ হইতে, তখন নামাপরাধ গরলে হত-চেতন আমাদের আধ্যাত্মিক জাতীয় জীবনকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বিহ্বল চিত্তে, তাহারাই আবার উজ্জীবিত ও জাগরিত করিয়া তুলিবে—শ্রীনামের অচিন্ত্য শক্তির প্রদর্শনে ও প্রেমামৃতের সিঞ্চনে।

এইরূপে নামাপরাধ-বিলুপ্ত ভারতের পরমার্থ-চেতনার পুনরাবর্তনে এবং তদবস্থায় নিখিল মানবাত্মার মহামিলনের মধ্যে বিশ্বের চিরাকাঙ্ক্ষিত যে পরা শান্তির অভ্যুদয় ঘটিবে, উহা হইতে জীবজগতের 'পরমলাভ'—যাহা কল্পকালের মধ্যে ইহার পূর্বে আর কোন দিন হয় নাই ও পরে হইবে না। শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীভাগবত হইতেই যাহা বিঘোষিত হইয়াছে; পুনর্বার সেই ঘোষণাই স্মরণ করাইতেছি,—আমাদের উক্তির সমর্থনে। যথা,—

নহ্যতঃ পরমো লাভো দেহিনাং ভ্রাম্যতামিহ।
যতো বিন্দেত পরমাং শান্তিং নশ্যতি সংসৃতিঃ॥

—(শ্রীভা° ১১।৫।৩৭)

অর্থ,—জন্ম-মরণরূপ সংসার-ভ্রমণকারী দেহীদিগের পক্ষে যাহা হইতে 'পরম লাভ' অপর কিছুই নাই, যে শ্রীনাম-সঙ্কীর্তন হইতেই সেই পরমা শান্তি লাভ ও সংসার ক্ষয় হইয়া থাকে।

পরিশেষে যুক্ত করে বিনীত নিবেদন এই যে, নিজ বর্তমান অবস্থার কথাই অনুভব নাই যাহার, সেই মাদৃশ ক্ষুদ্র জীবাধমের ভবিষ্যদ্বাণীর যে কোনও যোগ্যতা বা মূল্য থাকিতে পারে না, একথার উল্লেখই অনাবশ্যক।

তবে, যিনি পরতত্ত্বের সীমারূপে শাস্ত্রসিদ্ধ, যাঁহার প্রশাসনে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-চক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী অনন্ত জ্ঞান ও মহিমাময় স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখের ভবিষ্যদ্বাণীরই প্রতিধ্বনিমাত্র আমাদের পূর্বোক্তি সকল।

কেবল ভারতে নহে—সারা জগতে তৎপ্রবর্তিত শ্রীনাম প্রচারিত ও সর্বজীবে সঞ্চারিত হইবার যে ভবিষ্যদ্বাণী প্রদত্ত হইয়াছে তদীয় লীলাকালে, উহার সত্যতা বর্তমানের সীমারেখায় মধ্যে সমাগত হইবার সম্ভাবনা অনতিবিলম্বেই।

"পৃথিবী পর্য্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবে মোর নাম॥"

—(শ্রীচৈ° ভা° ৩।৪)

তদীয় মুখের এই বাণীই আমাদের পূর্বোক্ত সম্ভাবনা সকলের অবলম্বন।

আবার নিরপরাধ ক্ষেত্রে সেই নাম-সঙ্কীর্তন প্রচারিত হইবার অব্যর্থ মহিমায়, তৎসঞ্চারিত সকল মানবাত্মা—সর্ব জীবাত্মার অন্তরে আপনিই উদ্‌বুদ্ধ করিয়া তুলিবে,—প্রিয়তম পরমাত্মবস্তু পরম স্বরূপের সুখ-সম্মিলন

ও সেবাভিলাষ, যাহা 'প্রেম' নামে কীর্তিত ও শ্রেষ্ঠতম আত্মধর্মরূপে অভিব্যক্ত হইয়া, মানবাত্মার সকল অভাব অভিযোগ—সকল অপূর্ণতা পূর্ণ করিয়া দিয়া, বিশ্বব্যাপী যে পরমা শান্তিময় প্রকৃষ্ট সাম্যধর্মের উদয় করাইবে —তাহারও ভবিষ্যদ্বাণী তদীয় লীলাকালেই প্রদত্ত হইয়াছে ;—

"প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥"
—(শ্রীচৈ° ১।৯।৫)

যে বাণীর সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইবার দিন অদূরবর্তী হইয়া আসিতেছে,—ইহাই অতি ক্ষুদ্র আমাদের অনুমান।

জীব জগতে, সৃষ্টির সকল আবিষ্কার মধ্যে সেই দিন হইবে শ্রেষ্ঠতম ও সর্বাশ্চর্য আবিষ্কার,—যে দিন বর্তমান বিশ্বমানবাত্মা কর্তৃক স্বয়ং স্রষ্টা আবিষ্কৃত হইয়া, মানব-মনীষার শ্রেষ্ঠতম সার্থকতা সম্পাদিত ও সকল মানবাত্মা কর্তৃক তদীয় জয়গানে সৃষ্টি মুখরিত হইবে। কলি-কৃত সকল সন্তাপ বিদূরিত ও পরাশান্তি-মলয়ানিল প্রবাহিত করিয়া, সেই শুভদিন সত্বর জগতে সমুদিত হউক,—ইহাই তদীয় শ্রীচরণারবিন্দে সকাতর প্রার্থনা আমাদের।

॥ জয়শ্রীগৌরহরি ॥

॥ জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম ॥

———

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

গ্রন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত ঃ—

(১)

আপনার প্রীতি-উপহার 'মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ' শুধু আমি নয় আরো কয়েকজন আগ্রহের সহিত পাঠ করেছেন ও বিশেষ পরিতৃপ্ত হয়ে প্রশংসা করেছেন।

উক্ত পুস্তকের বিষয় সন্নিবেশ সহজ, সরল অথচ যুক্তিপূর্ণ রীতি অবলম্বিত হয়েছে। ধর্মানুশীলনের যে এক মিথ্যা বিভীষিকা সৃষ্টি করে মানুষকে সৎপথে চলবার বাধা দেওয়া হয়, সে সকল সুচ্ছেন্ত বন্ধন মুক্ত করে ইহাতে একটি বিস্তৃত প্রেমময়, ভক্তিময় পথের সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থখানি ভাগবতী বাণীর অমৃত খনি। মহতের স্বরূপ ও তটস্থ উভয় প্রকার লক্ষণ বিবেচনায় যে সূক্ষ্ম পারদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তাতে স্বতঃই মনে হয় গ্রন্থ-সম্পাদক সম্যগভাবে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গে আবিষ্ট চিত্ত। সম্পাদক মহাশয়ের প্রয়াস সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়। শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্তন সর্ববিধ সাধনের উদয় করিয়ে সাধকের প্রাণ মন সংস্কৃত করে রাগভক্তির অভ্যুদয় করায়—একথা সুন্দর ভাবেই সুপরিস্ফুট হয়েছে—'মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গে'। নিরপরাধ জীবনে শ্রীহরি-নামের মহিমার কথা যেভাবে প্রকাশ হয়েছে সত্যই এযুগে সে কথাটি ভাববার বিষয় হয়েছে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী জয় যুক্ত হউক—

"পৃথিবী পর্যন্ত যত নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—**প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী**, এম-এ মহোদয়।

(২)

আপনার প্রেরিত 'মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ' গ্রন্থখানি পড়িয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। এইসব বিষয়ে আপনার উৎসাহ দেখিয়াও আহ্লাদিত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা ছিল আপনার শ্রীগুরুদেব শ্রীনবদ্বীপস্থ ভক্তগণকে মাঝে মাঝে কৃপা করিয়া যাহা শ্রবণ করান তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হয়। আমার ধারণা তাহাতে অনেকের পরম মঙ্গল হইবে। আমার ইহাও ইচ্ছা ছিল একটি Tape Record-এ তাঁহার শ্রীমুখের বাক্যগুলি ধরা থাকে।

উচ্চ উন্নত অধিকারী জাতরতি ভক্তগণের সাধক এবং সিদ্ধ দেহের অনুভবের মধ্যে যে অচিন্ত্য অলৌকিক ঐক্য সময় সময় দৃষ্ট হয়—তাহার তিনটি উদাহরণ ঐ গ্রন্থে আছে। ঐ উদাহরণগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয়। ভক্তিরত্নাকর ষষ্ঠ তরঙ্গ ১২৮ হইতে ১৪৩ নং পয়ার আমার এতই ভাল লাগে যে আমি তাহা কণ্ঠস্থ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা হয় অনেকেই যেন পড়িলে উহা কণ্ঠস্থ করেন। শ্রীআচার্যপ্রভু শ্রীনবদ্বীপলীলা চিন্তনে দিবারাত্রি নিমগ্ন থাকিতেন। আমার মত কলি-হত জীবের পক্ষে শ্রীনবদ্বীপ লীলা চিন্তনে আবেশই বিশেষ মঙ্গলজনক এবং উপযোগী বলিয়া মনে করি। শ্রীগোস্বামীপ্রভুর গৌরলীলার পক্ষপাতিত্ব দর্শনে আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ প্রণাম জানাবেন। আপনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিলে আমি যেন অবশ্যই সংবাদ পাই। আপনার সহিত আলাপ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে।

—শ্রীল দীনশরণ দাস বাবাজী মহারাজ

(৩)

মহৎসঙ্গ-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া আমার শ্রীগীতার সঞ্জয়ের কথা মনে পড়িতেছে। যে অলৌকিক শক্তির বলে সঞ্জয়ের শ্রীগীতা প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল এই গ্রন্থ সম্পাদনে সেই শক্তির স্ফূরণ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

ভজনাবিষ্ট নামৈকনিষ্ঠ নবদ্বীপ বিভূষণ শ্রীশ্রীগোস্বামীপ্রভুমহোদয়ের শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীহরিকথা সুধাধারা সর্বজন সুলভ করিয়া সম্পাদক মহাশয় জগতের যে মঙ্গল সাধন করিলেন তাহার তুলনা মিলে না।

এই গ্রন্থের প্রতি ছত্রে ছত্রে শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির কঠিন তত্ত্বকথা মধুর প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত হইয়া সর্বজনবোধ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থটি আকারে ছোট হইলেও ভাব সম্পদে মহান—ইহা শুধু রস চর্বন নয়, নূতন নূতন রস সঞ্চারে সরস সুন্দর। এই একটি গ্রন্থ পাঠে পথহারা পথিক শান্তি পথের সন্ধান পাইবে—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় এইরূপ আরও বহু বহু গ্রন্থ সম্পাদনের দ্বারা জগতের মঙ্গল বিধান করুন—ইহাই শ্রীগৌররায়জীউর শ্রীচরণে প্রার্থনা।

—শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনিয়ার
পি. ডব্লু. ডি. ও পূর্তবিভাগ